গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা - রামপাল, জেলা - বাগেরহাট

পরিকল্পনা প্রণয়নে
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, রামপাল, বাগেরহাট

সমন্বয়ে

এরিয়া ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)
আগস্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়
কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সুদুর অতীতকাল থেকেই বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলটির জনগণ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে আসছে। দুর্যোগগুলির মধ্যে কতগুলো ধীর কর্মক্ষমতা সম্পন্ন, পৌনঃপুনিক এবং কতগুলি রয়েছে আকস্মিক, ধ্বংস ক্রিয়ায় প্রগাঢ় ও বৈশিষ্ট্যে বিপর্যয়কারী। বহুমূখী দুর্যোগের জন্য দেশটির ভৌগলিক অবস্থান অনেকটা দায়ী। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও নদী মাতৃকার কারণে এ দেশে বন্যা, ঘূর্নিঝড়, খড়া, টর্নেডো/ কালবৈশাখী, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও লবনাক্ততাসহ নানাবিধ আপদে ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া নদীমাতৃক হওয়ায় প্রতিবছর নদী ভাঙ্গন, ও বন্যার কারণে লাখ লাখ মানুষ জানমাল, বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এছাড়াও মানব সৃষ্ট নানান আপদ মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত আতংকগ্রস্ত করে রাখছে। এ সবের মধ্যে বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধন, ইটভাটার দূষণ,ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ব্যবহার, চিংড়ি ভাইরাস প্রভৃতি আপদে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এতে করে স্থানীয় ও জাতীয় জীবন তথা অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

চরম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়া সত্বেও ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্থায়ী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এইড, অস্ট্রেলিয়ান এইড, সুইডেন ও নরওয়ে এ্যাম্বাসি’র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ কর্মসূচীর প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসে সূদুরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এরিয়া ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো) কে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ্যাডো এরকর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। ফলে উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, আপদ/দুর্যোগ কালীন, দুর্যোগ পরবর্তী, ও স্বাভাবিক সময়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

আমি “উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” প্রণয়নের সহায়তা করার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

……………….

উপজেলা চেয়ারম্যান ও
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রামপাল উপজেলা পরিষদ, বাগেরহাট।

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান, ভূ- প্রকৃতিগত বৈশিষ্ঠ্য এবং জনসংখ্যার ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। প্রতিনিয়ত এই দুর্যোগ বহু মানুষের প্রাণহানি সহ জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘূর্নিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙ্গন ও সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। সাথেসাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেশে দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে করে আমাদের স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপদাপন্নতার কারণে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলো দুযোর্গে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ জেলাগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলা এবং এই জেলার রামপাল উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। এই উপজেলাতে প্রায় প্রতি বছর ঘূর্নিঝড় ছাড়াও সারা বছর লবণাক্ততা বিদ্যামান, যা জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলায় নানাবিধ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ নেয়া হলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সহায়সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর দীর্ঘমেয়াদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়। এই পরিকল্পনা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, আপদ/দুর্যোগ কালীন, দুর্যোগ পরবর্তী ও স্বাভাবিক সময়ে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রামপাল উপজেলার জনগণের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের সাথে আমি সকল স্থানের জনগণকে নিরলসভাবে কাজ করার এবং স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহবান জানাচ্ছি একই সাথে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

....
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রামপাল উপজেলা,
বাগেরহাট।

উপস্থাপন করা হল।

প্রকল্প সমন্বয়কারী/ব্যবস্থাপক
এরিয়া ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

অনুমোদনযোগ্য।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রামপাল উপজেলা,
বাগেরহাট।

অনুমোদন করা হল।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
রামপাল উপজেলা পরিষদ,
বাগেরহাট।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি **১**
১.১ পটভূমি ১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ২
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি ২
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২
১.৩.২ আয়তন ২
১.৩.৩ জনসংখ্যা ২
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা থাকতে হবে ২
১.৪.১ অবকাঠামো ২-৩
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ ৩-৫
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু ৫-৬
১.৪.৪ অন্যান্য ৭-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ১০
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমূহ ১০
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা ১১-১৪
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ১৪-১৬
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ১৬-১৮
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ ১৮-২১
২.৭ সামাজিক মানচিত্র ২২
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ২৩-১৪
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ২৫
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ২৬
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ২৬
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা ২৭-৩৩
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তণ এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ৩৩-৫৩

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৫৪-৭০
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৭১-৭৭
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৭৮
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৭৯
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৭৯
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন ৮০
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী ৮১
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে ৮২-১১২

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) ১১৩

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা ১১৩
৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা ১১৪-১১৫
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ১১৬
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ১১৬
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ১১৬
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ১১৬
৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন ১১৬
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ১১৭
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ ১১৭
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ১১৭
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ১১৭
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ১১৭
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ১১৭
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ১১৮
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমূহ ১১৮
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ১১৮-১২০
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ১২০-১২৩
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ১২৩
৪.৬ অর্থায়ন ১২৩-১২৫
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ১২৫-১২৬

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ১২৭-১২৮
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ১২৯
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১২৯
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ১২৯
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ১২৯
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ১৩০
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ১৩১
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৩২-১৩৩
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ১৩৪-১৪৫
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ১৪৬-১৪৮
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা ১৪৯
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী ১৫০
সংযুক্তি ৭-৩৫ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য ১৫১-১৮০

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি :

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকি হ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় ও ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগনের অংশগ্রহণের উপরে নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশের প্রতিটি জেলাই কম-বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলা অন্যতম। ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াজনিত কারণে স্থানভেদে এ জেলাতে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, খরা, শৈত্য প্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়/ টর্নেডো, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, কালবৈশাখীর মত নানা ধরনের প্রাকৃতিক আপদ আঘাত হানে। অবস্থানগত কারণে ঘূর্ণিঝড় এ জেলার জন্য একটি বড় আপদ। অন্যদিকে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর বন্যা ও নদীভাঙ্গনে এ জেলাতে কম বেশি কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন আপদ, যেমন চিংড়ি ঘের, রাসায়নিক সার বা ঔষধ ব্যবহার, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। এ জেলার মধ্যে রামপাল উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এই উপজেলাটি ১০ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই ইউনিয়ন গুলোতে প্রায় সারা বছর ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও লবণাক্ততা, চিংড়ি ভাইরাস, জলাবদ্ধতা ও আকাশবন্যা জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রায় প্রতি বছর ভাদ্র মাস হতে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় এই এলাকায় আঘাত হানে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইক্লোন সেল্টার না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের জীবনের ঝুঁকি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পর্যাপ্ত মাটিরকিল্লা না থাকায় গবাদি পশু-পাখির ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা কৃষি ও পশু-পাখির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে এ এলাকাতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ছে। যার ফলে এলাকাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়, যা মৎস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে এই এলাকার প্রতিটি ঘেরে চিংড়ি ভাইরাস দেখা যায়, যে কারণে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রতি বছর দুর্যোগে আক্রান্ত হলেও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে সুদুর-প্রসারী কর্মপরিকল্পনার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি রামপাল উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণর্বাসন ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১ রামপাল উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান

রাম পাল এবং শ্যাম পাল নামের দুই ভাই এই এলাকার জমিদার ছিলেন। এদের মধ্যে বড় ভাই “রাম পাল” এর নাম অনুসারেই এই এলাকার নাম রাখা হয় রামপাল। রামপাল উপজেলাটি বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলে ২২°৩০´ হতে ২২° ৪১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩২´ হতে ৮৯°৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। রামপাল উপজেলার আয়তন ৩৩৫.৪৫ বঃ কিঃমিঃ এবং বাগেরহাট জেলার ২০ কিঃমিঃ দক্ষিন-পশ্চিম এবং খুলনা জেলার ৩০ কিঃমিঃ দক্ষিন-পূর্বে এ উপজেলাটি অবস্থিত। সর্বমোট ১৩৪ টি গ্রাম ও ১১৬ টি মৌজা নিয়ে এ উপজেলাটি গঠিত (বি.বি.এস, ২০১১)। রামপাল, পেড়িখালী, বাঁশতলী, হুড়কা, বাইনতলা, উজলকুড়, গৌরম্ভা, রাজনগর, ভোজপাতিয়া ও মল্লিকেরবেড় এই ১০ টি ইউনিয়ন নিয়ে রামপাল উপজেলাটি গঠিত হয়েছে। রামপাল উপজেলার দক্ষিনে মোংলা উপজেলা, উত্তরে বাগেরহাট সদর, পশ্চিমে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা এবং পূর্বে মোড়লগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী এখানকার বেশিরভাগ মাটি দোআঁশ ও এটেল। উপকূলীয় উপজেলা হওয়ায় জোয়ার- ভাটার কারণে এলাকার নদীর পানিতে লবণাক্ততা বিদ্যমান। সাথে সাথে এলাকায় লবণ পানি অনুপ্রবেশের ফলে গ্রীষ্মকালে অনেক এলাকায় তীব্র লবণাক্ততা বিদ্যমান থাকে। যদিও লবণ পানি বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী, কিন্তু অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে এই এলাকার ৬৭% লোক চিংড়ি ঘেরের উপর নির্ভরশীল। নারিকেল, শিরিশ, মেহগনি, সুপারি, বাবলা, তাল, তেতুল ইত্যাদি এলাকার প্রধান প্রধান গাছপালা। স্থলপথ হিসাবে সর্বমোট ৫৫৮ কিঃমিঃ রাস্তা রয়েছে। যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ৩০৬ কিঃমিঃ, আধাপাকা রাস্তা ১৭২ কিঃমিঃ এবং পাকা রাস্তা ৮০ কিঃমিঃ। পশুর, ভোলা, বগুড়া, বিসনা, ইছামতি, দাউদখালী, ছবাকি, বেলাই, মইদাড়া, এবং কুমারখালী নদীগুলো এ উপজেলার পাশদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। লবণাক্ততা ও বন্যার পানি অনুপ্রবেশ রোধ করার লক্ষ্যে প্রায় ১১ টি বাঁধ রয়েছে এবং এই বাঁধ গুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩ কিঃমিঃ। কিন্তু বর্ষাকালে বাঁধের ভিতরে পানি ব্যবস্থাপনা করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্লুইচগেট নাই। উল্লেখ্য যে, বহুল আলোচিত রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এই উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের সাপমারী গ্রামে স্থাপন করা হচ্ছে। পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও তা দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্যুতের ঘাটতি কিছুটা কমাতে পারে বলে অনেকে মনে করে। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৩.২ আয়তন

বাগেরহাট জেলার মোট আয়তন ৩৯৫৯.১১ বঃকিঃমিঃ। এর মধ্যে রামপাল উপজেলার আয়তন ৩৩৫.৪৫ বঃ কিঃমিঃ। মোট ১০ টি ইউনিয়ন, ১৩৪ টি গ্রাম ও ১১৬ টি মৌজা নিয়ে এই উপজেলাটি গঠিত। মৌজার সংখ্যার দিক দিয়ে রামপাল সদরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মৌজা রয়েছে, যার সংখ্যা ২৪ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম ও অবস্থানের পরিসংখ্যান বিস্তারিত সংযুক্তি ৭ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও রামপাল উপজেলা ভূমি অফিস)

১.৩.৩ জনসংখ্যা

রামপাল উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৫৪৯৬৫ (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত পয়ষট্টি) জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৭৫০৪ জন ও মহিলা ৭৭৪৬১ জন এবং পরিবার সংখ্যা ৩৮১৭৩ (আটত্রিশ হাজার এক শত তেহাত্তর) টি। উল্লেখ্য যে, এই উপেজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ১০১১২৮ জন। সকল ইউনিয়নের মধ্যে উজলকুড় ইউনিয়নে জনসংখ্যা ও ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৮ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

১.৪.১ অবকাঠামোঃ বাঁধ, স্লুইচগেট, ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তা, সেচ ব্যবস্থা, হাট-বাজার

১.৪.১.১ বাঁধ:

রামপাল উপজেলায় বন্যা ও জোয়ারের পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য নদী ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় মিলে মোট ১১ টি বাঁধ রয়েছে। উক্ত বাঁধগুলোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ। ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৯ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও এলজিইডি অফিস, রামপাল উপজেলা)

১.৪.১.২ স্লুইচগেট:

রামপাল উপজেলায় জোয়ারের পানি উঠানো ও নামানোর জন্য ৮ টি স্লুইচগেট রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচগেটের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান বিস্তারিত সংযুক্তি ১০ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও এলজিইডি অফিস, রামপাল উপজেলা)

১.৪.১.৩ ব্রিজ:

রামপাল উপজেলায় মোট ৫১ টি ব্রিজ রয়েছে। এই ব্রিজ গুলো লোহা, কংক্রিট ও কাঠের তৈরী। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রিজের সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১১ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউপি ও উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস)

১.৪.১.৪ কালভার্ট:

রামপাল উপজেলায় ৯৭ টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলো পানি অপসারনের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক **কালভার্ট** সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত সংযুক্তি ১২ । (তথ্যের উৎস: ইউপি ও উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস, রামপাল)

১.৪.১.৫ রাস্তা:

রামপাল উপজেলায় কাঁচা, পাকা ও আধাপাকা মিলে প্রায় ২৭০ টি রাস্তা রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৪৬.৯১ কিঃমিঃ। এর মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ১৫ টি এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৪.৬৬ কিঃমিঃ, আধাপাকা রাস্তার সংখ্যা ১০০ টি এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৫.৩৫ কিঃমিঃ এবং কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ১৫৫ টি এর দৈর্ঘ্য ৪১৬ কিঃমিঃ। এই রাস্তা গুলোর গড় উচ্চতা ৩ হতে ৩.৫ ফুট এবং প্রস্থ যথাক্রমে ৬ হতে ১২ ফুটের মধ্যে। বন্যার সময় কাঁচা, পাকা ও আধা পাকা মিলে প্রায় ৫৫% রাস্তা পানিতে ডুবে যায়। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস, রামপাল উপজেলা)

১.৪.১.৬ সেচ ব্যবস্থা:

রামপাল উপজেলায় মোট শ্যালোমেশিনের সংখ্যা ৪২৮ টি, যা সেচ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ৯৫৫ টি অগভীর নলকুপ এই উপজেলাতে রয়েছে। এই নলকুপগুলোর পানি সাধারণত খাবার ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কিছু কিছু নলকুপের পানি কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্যালোমেশিনের পানি কৃষিকার্য ছাড়াও মৎস্য চাষে ব্যবহার করা হয়। ইউনিয়ন ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৪ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও ডিপিএইচই, রামপাল উপজেলা)

১.৪.১.৭ হাট-বাজারঃ

রামপাল উপজেলায় মোট হাট-বাজার সংখ্যা ২৭ টি। সব হাট-বাজার মিলে মোট দোকান সংখ্যা আনুমানিক ১১৪৮ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান বিস্তারিত সংযুক্তি ১৫ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

১.৪.২.১ ঘরবাড়ি:

রামপাল উপজেলায় মোট ৩৯০৯৩ টি ঘরবাড়ি রয়েছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঁচা এবং ঘরবাড়িগুলো গোলপাতা, বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরী এবং প্রায় ৬০% ঘরবাড়ি বন্যা লেভেলের নিচে। এর মধ্যে পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৫৭২ টি, আধাপাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ২৪৭৬ টি এবং কাঁচা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৩৫৯৯১ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘরবাড়ির বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৬ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.২ খাবার পানি:

রামপাল উপজেলায় প্রধানত খাবার পানির উৎস নলকুপ ও পুকুর। ৩০% লোক পুকুরের পানি পান করে। রামপাল উপজেলায় মোট নলকুপের সংখ্যা ৩৩৮৫ টি। মোট নলকুপগুলোর মধ্যে গভীর নলকুপ সংখ্যা ১৬০১ টি। আবার মোট নলকুপগুলোর মধ্যে ভালোর সংখ্যা ২৯৬৭ টি, এবং খারাপের সংখ্যা ৪১৮ টি। এই নলকুপ গুলোর মধ্যে বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা প্রায় ৮৫০ টি এবং বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে ৮০৭ টি। উল্লেখ্য যে, রামপাল উপজেলাতে দাতা সংস্থার অর্থায়নে ২ টি পুকুর পিএসএফ কাম সোলার সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে। যা কিছুসংখ্যক মানুষের খাবার পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার কিছু লোক পিএসএফ সংলগ্ন এই পুকুরগুলো হতে খাবার পানি সরবরাহ করে দুর-দুরান্তে নিয়ে যায়। ইউনিয়ন ভিত্তিক খাবার পানির উৎসের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৭ তে দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও ডিপিএইচই, রামপাল উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস)

১.৪.২.৩ পয়:নিষ্কাশন:

রামপাল উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায় ৩৫৯১৭ টি এর মধ্যে পাকার সংখ্যা ১০৪২ টি এবং কাঁচার সংখ্যা ৩৪৮৭২ টি। এর মধ্যে বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা প্রায় ১৫৩২৯ টি এবং বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে প্রায় ১৫৩২৯ টি। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সংখ্যা ৩৩৫১৩ টি। এই এলাকার প্রায় ৯৩% লোক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। ইউনিয়ন

ভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৮ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও রামপাল উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস)

১.৪.২.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

রামপাল উপজেলায় মোট সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৭ টি, ম্যাধ্যমিক বিদ্যালেয়ের সংখ্যা ৫০ টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০ টি এবং কলেজের সংখ্যা ৩ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৯ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও **রামপাল** উপজেলা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)

১.৪.২.৫ ধমীয় প্রতিষ্ঠান:

রামপাল উপজেলায় মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৩৩৭ টি, মন্দিরের সংখ্যা ৭৩ টি এবং গীর্জার সংখ্যা ৪টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২০ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.৬ ধর্মীয় জমায়েত স্থান:

রামপাল উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি মিলে মোট ঈদগাহ রয়েছে ৫১ টি। এর মধ্যে রামপাল সদর ইউনিয়নে ৩ টি, বাইনতলা ইউনিয়নে ৪ টি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ৫ টি, গৌরম্ভা ইউনিয়নে ১৪ টি, হুড়কা ইউনিয়নে ১ টি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ১ টি, পেড়িখালী ইউনিয়নে ৭ টি, রাজনগর ইউনিয়নে ৫ টি, বাঁশতলী ইউনিয়নে ৫ টি এবং উজলকুড় ইউনিয়নে ৬ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাহর পরিসংখ্যান বিস্তারিত সংযুক্তি ২১ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.৬ স্বাস্থ্যসেবা:

রামপাল উপজেলায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক মিলে মোট ৩১ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১ টি, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১০ টি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ২২ টি। এই উপজেলায় মোট ডাক্তার সংখ্যা (অফিসার, কলসালটেন্ট, সহকারী সার্জন মিলে) ১৪ জন এবং নার্স ও স্টাফমিলে প্রায় ৩০ জন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা / হাসপাতালের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২২ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.৭ ব্যাংক:

রামপাল উপজেলায় মোট ৬ টি ব্যাংক রয়েছে। এ ব্যাংক গুলো গ্রাহকের টাকা লেনদেন, ডিপোজিট স্কিম, কৃষি ঋনদান, এসএমই লোন ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। এ উপজেলার রামপাল সদর ইউনিয়নে সোনালী ও কৃষি ব্যাংক নামে ২ টি ব্যাংক, বাইনতলা ইউনিয়নে ১ টি কৃষি ব্যাংক, বাঁশতলী ইউনিয়নে ১ টি সোনালী ব্যাংক, উজলকুড় ইউনিয়নে জনতা ব্যাংক নামে ১ টি ব্যাংক ও গৌরম্ভা ইউনিয়নে ১ টি সোনালী ব্যাংক রয়েছে। তবে ভোজপাতিয়া, হুড়কা, মল্লিকেরবেড়, পেড়িখালী, ও রাজনগর ইউনিয়নে কোন ব্যাংক নাই। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৩ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা পরিষদ)

১.৪.২.৮ পোষ্ট অফিস:

রামপাল উপজেলায় মোট ২৩ টি পোষ্ট অফিস রয়েছে। এ পোষ্ট অফিসগুলো গ্রাহকের মানি অর্ডার, চিঠি আদান-প্রদান, ষ্টাম্প বিক্রয়, ডিপিএস, পোষ্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস, মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, সেভিংস ব্যাংক ও চিঠি আদান-প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদান করে। ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৪ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা পরিষদ অফিস)

১.৪.২.৯ ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র:

রামপাল উপজেলায় ছোট-বড় মিলে প্রায় ২৭ টি ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে। এগুলো খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনে বিনোদন ছাড়া কোন সমাজ সেবা বা উন্নয়নমুলক কাজে সহায়তা করে না। ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৫ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.১০ খেলার মাঠ:

রামপাল উপজেলায় ছোট-বড় মিলে ৩৬ টি খেলার মাঠ রয়েছে। এ মাঠ গুলোর বেশির ভাগই নীচু। বন্যার সময় মাঠগুলো পানিতে ডুবে যায় এবং দুর্যোগের সময় মাঠ গুলো কোন কাজে আসে না। ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলার মাঠের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৬ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.১১ কবরস্থান/ শ্মশানঘাট:

রামপাল উপজেলায় উল্লেখযোগ্য ৫ টি কবরস্থান এবং ৯ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এই উপজেলায় বেশির ভাগ এলাকায় কবরস্থান না থাকায় মানুষ নিজ জমি পারিবারিক কবর স্থান হিসাবে ব্যবহার করে। এই উপজেলার কবরস্থান গুলো নীচু এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.১২ যোগাযোগ ও পরিবহন মাধ্যম:

রামপাল উপজেলার জনগণ স্থলপথে/রাস্তা ও নদীপথে চলাচল করে। স্থানীয় মানুষ স্থলপথে/রাস্তায় চলা চলের জন্য ভ্যান, মোটর সাইকেল, নসিমন এবং নদীপথে চলাচলের জন্য নৌকা ও ট্রলার ব্যবহার করে। রামপাল উপজেলায় মোট ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ১০১০ টি, মোটর সাইকেল সংখ্যা প্রায় ১৩৬৫ টি, নসিমন সংখ্যা প্রায় ৮১০ টি, নৌকার সংখ্যা প্রায় ২৯৫ টি এবং ট্রলার সংখ্যা প্রায় ৩৪২ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক যোগাযোগ ও পরিবহনের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৭ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও রামপাল উপজেলা)

১.৪.২.১৩ এনজিও/স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা সমূহ:

রামপাল উপজেলায় ৮ টি এনজিও বিভিন্ন ধরনে সেবামুলক ও উন্নয়ন মুলক কাজ করে থাকে। এই এনজিও গুলো ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করে। এ ছাড়া উক্ত এনজিও সমূহ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তণ বিষয়ে কাজ করে। এনজিও/স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা সমূহের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৮ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ এবং রামপাল উপজেলা সমাজসেবা অফিস)

১.৪.২.১৪ বন ও বনায়ন:

রামপাল উপজেলায় তেমন কোন বন ও বনায়ন নাই। তবে ওয়াপদার ভেড়িবাঁধের দুই পাশ দিয়ে শিশু, বাবলা, ইপিলিপিল, শিরিস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গাছ সরকারি উদ্যোগে লাগানো হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪.৫ কিঃমিঃ। এছাড়াও বসতবাড়িতে কিছু গাছপালা দেখা যায়। তবে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে গাছের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক বন ও বনায়ন বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৯ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা)

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা :

এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭১০ মিঃমিঃ। ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১, ৬, ৫, ৫ এবং ৬ মিঃমিঃ-এর অধিক। কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তণ হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তণ হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। একইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আষাঢ়-আশ্বিন পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া শীতমৌসুমেও বৃষ্টিপাত হয়, যার ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। (তথ্যের উৎস: আবহাওয়া অধিদপ্তর)

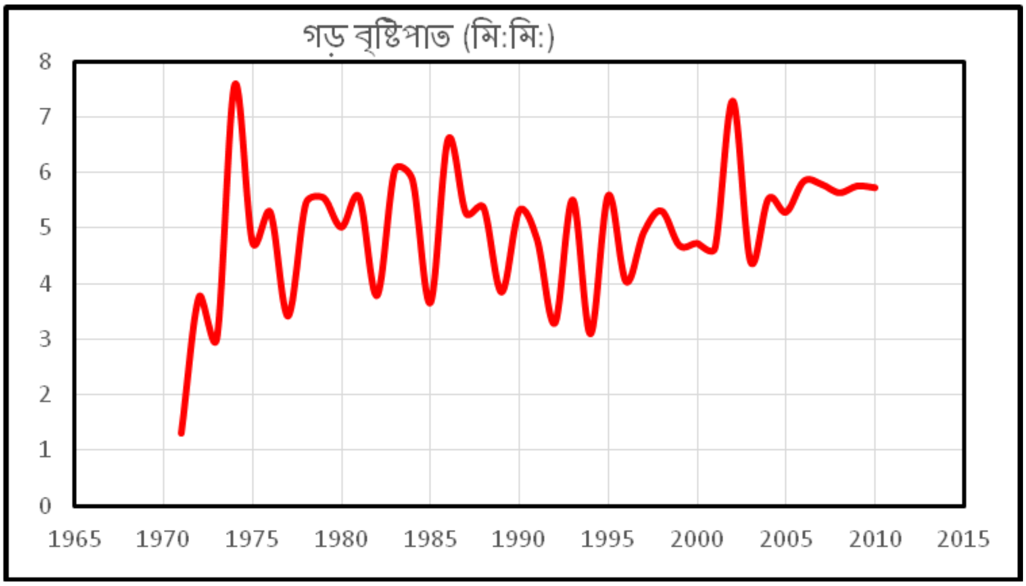

বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিগত বছরগুলোতে এ-অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাপমাত্রা:

এ-অঞ্চল সুন্দরবনের কাছাকাছি হওয়ায় স্থানীয়ভাবে গাছপালার পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও তাপদাহের পরিমাণ বেশি হয় না। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩.৫° সেঃ ও ১২.৫° সেঃ। বর্ষাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৮.৩° সেঃ থাকে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ৭-৮ বছর তাপমাত্রা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাপমাত্রা অধিকতর অনুভূত হওয়ার অন্যতম বড় কারণ বাতাসে আদ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ আদ্রতা ও লবণাক্ত পরিবেশ সহনশীলতার মাত্রা কমিয়ে দেয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে চিংড়ি চাষের জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত লোক বিকল্প পেশা হিসেবে পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসা, গবাদিপশু পালন চালু করেছিল তাদের এই ব্যবসাও ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। (তথ্যের উৎস: আবহাওয়া অধিদপ্তর)

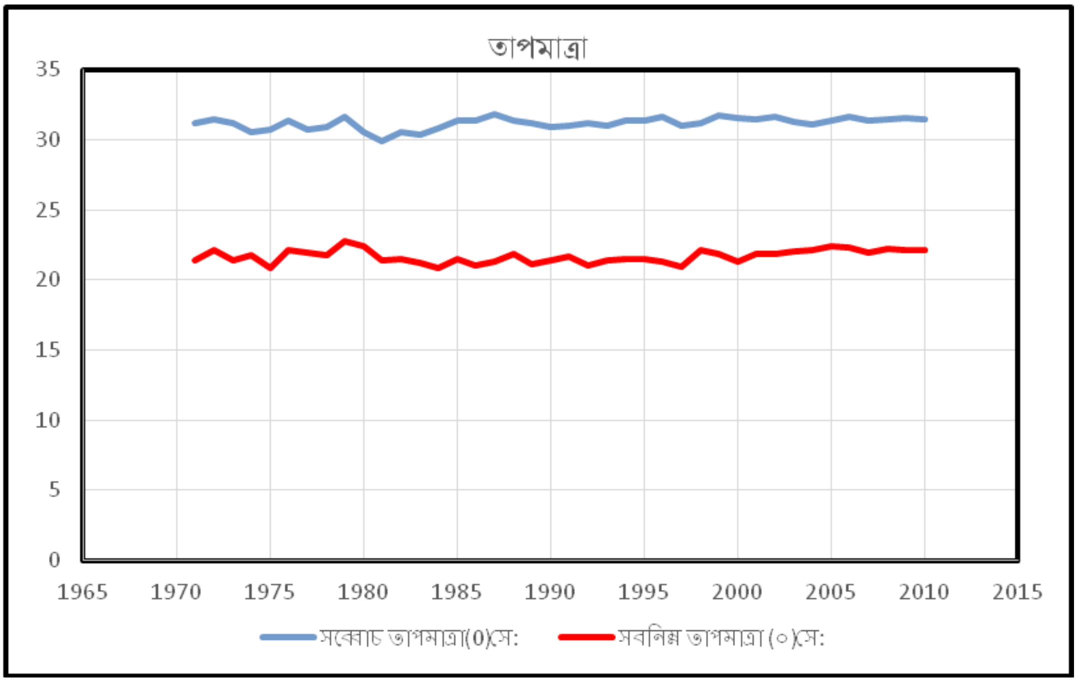

বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিগত বছরগুলোতে এ-অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ্য পানির স্তর :

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল মাসে এই স্তর ১৪ হতে ১৬ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ১৫ হতে ১৭ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর না-কমলেও দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, কারণ লবণাক্ত পানি অগভীর স্তরের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। যা টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহা:

রামপাল উপজেলায় মোট ২৭৬৪৪ হেক্টর জমি রয়েছে। যার মধ্যে আবাদী জমির পরিমান ২০৮৬১ হেঃ, অনাবাদী জমি ৬২৩৭ হেঃ, এবং স্থায়ী পতিত জমি ১৫৫৫ হে:। এই আবাদি জমিতে এক ফসলী জমি ১৮১০০ হেঃ, দুই ফসলী জমি ১০০০ হেঃ ও তিন ফসলী জমি ২০৬ হেঃ ফসল চাষ করা হয়। তাছাড়া রামপাল উপজেলায় ২১০০ হে: স্থায়ী ফল বাগান, রাস্তা ও অবকাঠামো ১৮৭৫ হে: এবং ১১৬০ হে: বসতি জমি রয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ও ভূমির ব্যবহারের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩০ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা কৃষি অফিস)

কৃষি ও খাদ্য:

রামপাল উপজেলার প্রধান প্রধান ফসল হলো ধান ও চিংড়ি । এ উপজেলাটিতে মোট উৎপাদনের পরিসংখ্যান ধান ১৮৬১১ মেঃটন ও চিংড়ির মোট উৎপাদনের পরিসংখ্যান বাগদা ও গলদা মিলে মোট ৪৮৭৬ মেঃটন। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে এই এলাকার কৃষি চাষ হ্রাস পাচ্ছে। এই এলাকার মানুষের প্রধান খাবার ভাত ও মাছ। এছাড়াও মাংস, সবজী ও নানা রকম ফল-মূল তাদের খাদ্যাভ্যাসের মূল উপাদান। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো মাছ, ভাত, ডাল। এখানকার মানুষের খাদ্যাভাস সকালে ১ বার, দুপরে ১ বার ও রাতে ১ বার। ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩১ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা কৃষি অফিস ও মৎস্য অফিস)

পশুসম্পদ:

পশুসম্পদ প্রতিটি পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই খাত একটি সম্পূরক আয় হিসাবে কাজ করে এবং পরিবারের সদস্যদের পশু প্রোটিন প্রদান করে। প্রায় প্রতিটি পরিবার কিছু না কিছু গবাদি পশু ও পাখি পালন করে। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হাসঁ ও মুরগী এই উপজেলায় বিদ্যামান। বর্তমানে শরণখোলা উপজেলাতে ৪১৩০৯ টি গরু, ১৭৫২৩ টি ছাগল , ৩৪১১ টি মহিষ, ৩৫২৩৯৮ টি মুরগি ও হাঁস রয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক পশুসম্পদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩২ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস্য: উপজেলা পশুসম্পদ অফিস)

নদী ও খাল: রামপাল উপজেলায় মোট ১৪ টি নদী রয়েছে। দাউদখালী, ইছামতি, বেলাই, বগুড়া, বিসনা, শ্রীফল তলা /দাউদকান্দি, বিসনা, কুমার খালী, পশুর, ভোলা, মোংলা, ছবাক, ঘোসিয়াকাটা, কুমারখালী, মোংলা, ইছামতি, ও মইদাড়া নদী এই উপজেলায় রয়েছে। এ নদীগুলো উপজেলার প্রায় সকল ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো সাধারনত মাৎস্য আহরন, সেচ কার্য ও যোগাযোগ কাজে ব্যবহৃত হয়। বন্যার পানি নিয়ন্ত্রনে নদী বিশাল ভুমিকা রাখে। ইউনিয়ন ভিত্তিক নদীর বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩৩ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা মৎস্য অফিস)

রামপাল উপজেলায় মোট ৪৫ টি খাল রয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারণে বিশেষ করে দখল করে চিংড়ি চাষের ফলে অনেক খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মোট খালের মধ্যে বতমানে এখানে ২৭টি খাল কাযকর রয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক খালের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩৪ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও রামপাল উপজেলা মৎস্য অফিস)

পুকুর, বিল ও ঘের:

রামপাল উপজেলায় মোট ৭০০২ টি পুকুর রয়েছে। এ পুকুর গুলোতে বছরের সব সময় কিছু না কিছু পানি থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পুকুর গুলোতে লবণাক্ততার কারণে শুধুমাত্র মাছ চাষ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এ উপজেলাতে প্রায় ১৫ টি দিঘি/সরকারি খাস পুকুর রয়েছে। এছাড়াও এই উপজেলায় প্রায় ৪৮৬৫ টি বাগদা ও ১২২৫ টি গলদা চিংড়ির ঘের রয়েছে। ২ টা বিল ও এই উপজেলায় রয়েছে। মৎস্য চাষের কারণে এখানে বিলের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, যার ফলে দেশী মাছ (মাগুর, কৈ, শিং, রয়না, পাবদা ইত্যাদি) বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। স্থানীয় ভাবে যাকে বিল বলা হয় সেখানে শুস্ক মৌসুমে ধান চাষ করা হয়। ইউনিয়ন ভিত্তিক মৎস্য ঘের ও পুকুরের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩৫ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ ও রামপাল উপজেলা মৎস্য অফিস)

লবণাক্ততা:

২৫-৩০ বছর পূর্বে এই এলাকায় নীচু জমিতে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত সময়ে লবণ পানি উঠত। তখন নিয়মিত জোয়ারভাটা ছিল এবং ভূমি গঠনের জন্য এ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সে পরিবেশে লবণাক্ততা তেমন কোনো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। তখন মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এটি কোনো প্রভাব ফেলেনি। অধিক ফসল ফলানোর মানসে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কারণে যখন দুই বা তিন ফসলের প্রচলন শুরু হলো, তখন হতে লবণাক্ততা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিলো। জলবায়ু পরিবর্তণ ও বাগদা চিংড়ি চাষের প্রচলনের কারণে জমিতে লবণাক্ততা আরও স্থায়ী রূপ নিলো। আশংকা করা হচ্ছে সমুদ্রের নিকটবর্তীতা, চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রচলন ও জীবিকার ধরনের পরিবর্তনের কারণে লবণাক্ততা একটি বড় আপদ হিসেবে চিহ্নিত না-হলেও সুপেয় পানি, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ভারসাম্যতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি বড় আপদ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এ এলাকার ৩০ ভাগ অঞ্চল দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। নদীভরাট এবং জলাবদ্ধতার কারণে নীচু জমিতে লবণপানির পরিমাণ বর্তমানে কম হলেও সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে এ উপজেলাটি লবণ পানিতে প্লাবিত হবার আশংকা রয়েছে। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ, রামপাল উপজেলা মৎস্য অফিস)

আর্সেনিক দূষণ:

এ এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে অধিকমাত্রায় আর্সেনিক, স্বল্পমাত্রায় আয়রন ও কিছুকিছু নলকুপে লবণপানি থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। এ ছাড়া অনান্য কাজে নলকুপের পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হয় বর্ষার পূর্ববর্তী সময়ে, যার মাত্রা থাকে ১.১৪ (ডেসিমেল/সেঃমিঃ) এবং সর্বনিম্ন পরিলক্ষিত হয় বর্ষাকালে যার মাত্রা থাকে ০.৮২ (ডেসিমেল/সেঃমি:)। আশংকা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপগুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আর্সেনিক দূষণ মানচিত্র অনুযায়ী এ অঞ্চলের বেশিরভাগ টিউবওয়েল আর্সেনিক আক্রান্ত। ফলে সুপেয় পানির দুস্প্রাপ্যতা এ এলাকার অন্যতম একটি প্রধান আপদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। (তথ্যের উৎস: রামপাল উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস)

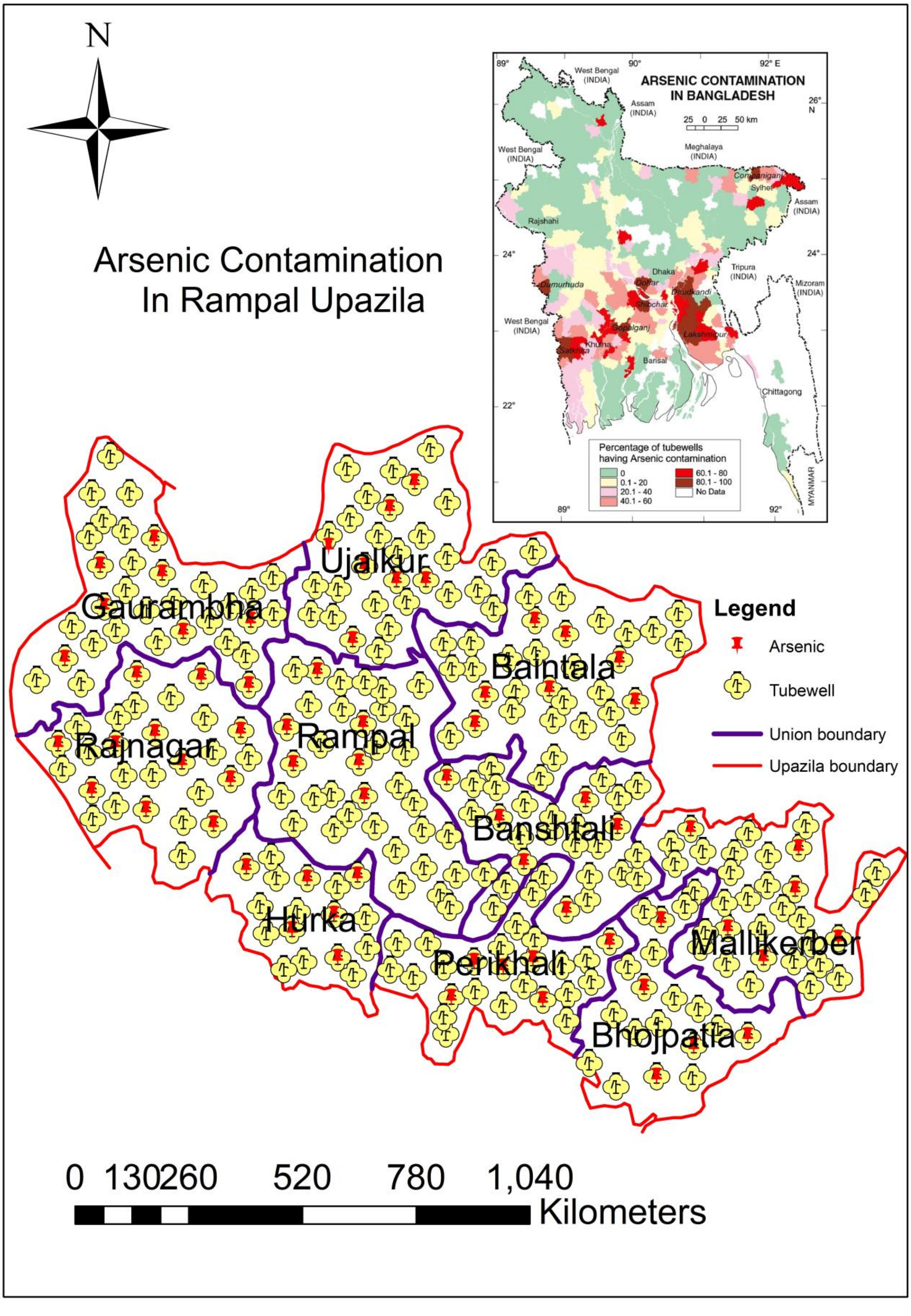
N
Arsenic Contamination
In Rampal Upazila
ARSENIC CONTAMINATION
IN BANGLADESH
25 0 25 50 km
89°
90°
92° E
26° N
24°
22°
West Bengal (INDIA)
Assam (INDIA)
Meghalaya (INDIA)
Tripura (INDIA)
Mizoram (INDIA)
MYANMAR
Rajshahi
Companiganj
Sylhet
Dhaka
Damurhuda
Doirar
Shibchar
Daudkandi
Gopalganj
Lakshmipur
Khulna
Satkhira
Barisal
Chittagong
Percentage of tubewells
having Arsenic contamination
0
0.1 - 20
20.1 - 40
40.1 - 60
60.1 - 80
80.1 - 100
No Data
Gaurambha
Ujalkur
Baintala
Rajnagar
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
Legend
Arsenic
Tubewell
Union boundary
Upazila boundary
0 130260 520 780 1,040
Kilometers

চিত্র-১: রামপাল উপজেলার আর্সেনিক দূষণ মানচিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

বাগেরহাট জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে রামপাল উপজেলা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এ উপজেলা। ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, চিংড়ি ভাইরাস, নদী ভরাট, উপকুলীয় বন্যা, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। রামপাল নদী, দাউদখালি, ইছামতি ও বেলাই নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদীর দু-কুল ভাসিয়ে উপজেলা সদর সহ ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে উপজেলার নিম্ন এলাকার বসত বাড়িতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যা প্রায় ১ মাস স্থায়ী থাকে। নদী ভরাট দিন দিন প্রকোপ হওয়ায় এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিন দিকের রামপাল নদী ও উত্তর-পূর্ব দিকের দাউদখালি নদী মূলত উপজেলায় বন্যার সৃষ্টি করে।

উপকূলের নিকটবর্তী হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর রামপাল উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় পরিলক্ষীত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস উপজেলায় জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত করে। তাছাড়া এলাকায় লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ফসল ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এ সমস্ত আপদের ফলে কৃষি, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্যাভাব দেখা দেয়, কর্মসংস্থানের সংকটসহ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। রামপাল উপজেলার সার্বিক ইতিহাস হতে জানা যায় যে, প্রায় প্রতি বছর ছোট-বড় ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। এই ঘূর্ণিঝড় পেড়িখালী, ভোজপাতিয়া, মল্লিকেরবেড়, হুড়কা, রাজনগর ও উপজেলা সদর সহ অনান্য ইউনিয়নের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। লবণাক্ততা সকল ইউনিয়নে বিদ্যমান। যার ফলে এলাকায় দুর্যোগ গুলো জীবন ও জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালের সিডর এর সময় ২০-২৫ ফুট এবং ২২০-২৪০ কিঃমিঃ/ঘন্টা বেগে প্রবাহমান জলোচ্ছাস উপকুলীয় এই উপজেলাতেও আঘাত হানে। যার ফলে, মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

দুর্যোগে ক্ষতির পরিমান, ঘটার সময়, ক্ষয়ক্ষতি এবং খাত সমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হলো:

ক্রম	দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাত/উপাদান
১	ঘূর্ণিঝড়	১৯৮৮, ২০০৭, ২০০৯	বেশি	ফসল, মানব সম্পদ, পশুসম্পদ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও জীবিকা
২	লবণাক্ততা	প্রতি বছর	বেশি	ফসল, গাছপালা, গবাদিপশু, স্বাস্থ্য ও জীবিকা
৩	চিংড়ি ভাইরাস	প্রতি বছর	বেশি	মৎস্য ও জীবিকা
৪	বন্যা	২০০০, ২০১৩	বেশি	ফসল, মৎস্য, গবাদিপশু, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও জীবিকা
৫	জলাবদ্ধতা	প্রতি বছর	বেশি	ফসল, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও জীবিকা
৬	অনাবৃষ্টি (খরা)	প্রতি বছর (২০১২)	বেশি	ফসল, মৎস্য, গবাদিপশু, স্বাস্থ্য ও জীবিকা

২.২ উপজেলার আপদ সমূহ:

ক্রমিক নং	আপদ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
১	ঘূর্ণিঝড়	১	লবণাক্ততা
২	বন্যা	২	ঘূর্ণিঝড়
৩	অনাবৃষ্টি (খরা)	৩	চিংড়ি ভাইরাস
৪	লবণাক্ততা	৪	জলাবদ্ধতা
৫	জলাবদ্ধতা	৫	নদী ভরাট
৬	চিংড়ি ভাইরাস	৬	অনাবৃষ্টি (খরা)
৭	অতিবৃষ্টি	৭	বন্যা
৮	নদী ভরাট		

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র:

ঘূর্ণিঝড়: রামপাল উপজেলা একটি ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা। প্রতি বছর ভাদ্র মাস হতে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় এই এলাকায় আঘাত হানে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। গাছপালা নিধন ও সুন্দরবন ধ্বংস করার কারণে ঘূর্ণিঝড়ে এ এলাকার বিভিন্ন খাতের ক্ষতিকে আরো তরান্বিত করেছে। ধারনা করা হয় যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় হলেও ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার প্রায় ৪০-৫০ ভাগ আমন ধান, ২০ ভাগ ফলের বাগান ও ৯০ ভাগ শাক-শবজিসহ প্রায় ৪৪৪৪ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ও ১১৮৮৩ টি ঘরবাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রায় ২০০ টি গাবাদিপশুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সিডর এ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৫৫০০ টি, মৃতের সংখ্যা প্রায় ১০ জন ও আহত লোকের সাংখা প্রায় ১৮২ জন।

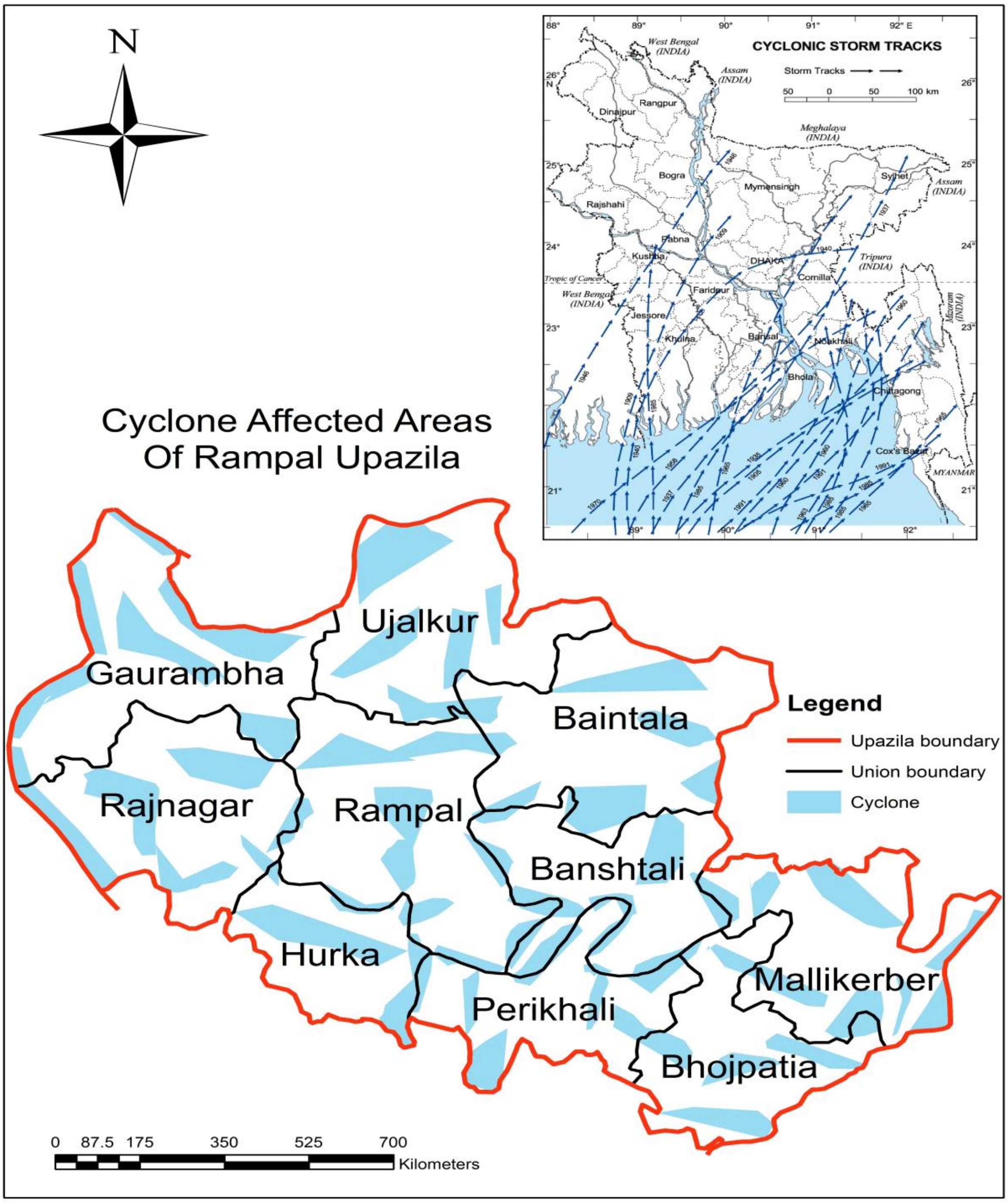
N
CYCLONIC STORM TRACKS
Storm Tracks
50 0 50 100 km
West Bengal (INDIA)
Assam (INDIA)
Meghalaya (INDIA)
Tripura (INDIA)
Mizoram (INDIA)
MYANMAR
Tropic of Cancer
Dinajpur
Rangpur
Bogra
Rajshahi
Mymensingh
Sylhet
Pabna
Kushtia
DHAKA
Comilla
Faridpur
Jessore
Khulna
Barisal
Noakhali
Bhola
Chittagong
Cox's Bazar
88°
89°
90°
91°
92° E
26°
25°
24°
23°
21°
Cyclone Affected Areas Of Rampal Upazila
Ujalkur
Gaurambha
Baintala
Rajnagar
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
Legend
Upazila boundary
Union boundary
Cyclone
0 87.5 175 350 525 700
Kilometers

চিত্র-৪: ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছাসের গতি-প্রকৃতি মানচিত্র

লবণাক্ততা: রামপাল উপজেলায় লবণাক্ততা একটি মারাত্মক আপদ। লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌষ মাস হতে জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত লবণাক্ততার মাত্রা ব্যাপক থাকে। বর্ষার সাথে সাথে লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এলাকায় খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। সমূদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদীর পানির লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত: চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা চিংড়ি চাষের জন্য এলাকায় লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত ভেড়ি-বাঁধ না থাকায় জলোচ্ছাসের সময় এলাকা প্লাবিত হয়ে লবণাক্ততার প্রবেশ ঘটছে। এলাকায় দিন দিন লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বোরো ও আউস ধান চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে ফলদ, বনজ গাছপালা ও খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমের কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতি বছর লবণাক্ততা থাকলেও ২০০৬ সালে তীব্র লবণ অনুভূত হয়। এ উপজেলার সকল ইউনিয়নে লবণাক্ততা থাকলেও পেড়িখালী, রামপাল সদর, বাঁশতলী ও গৌরম্ভা ইউনিয়নে বেশি।

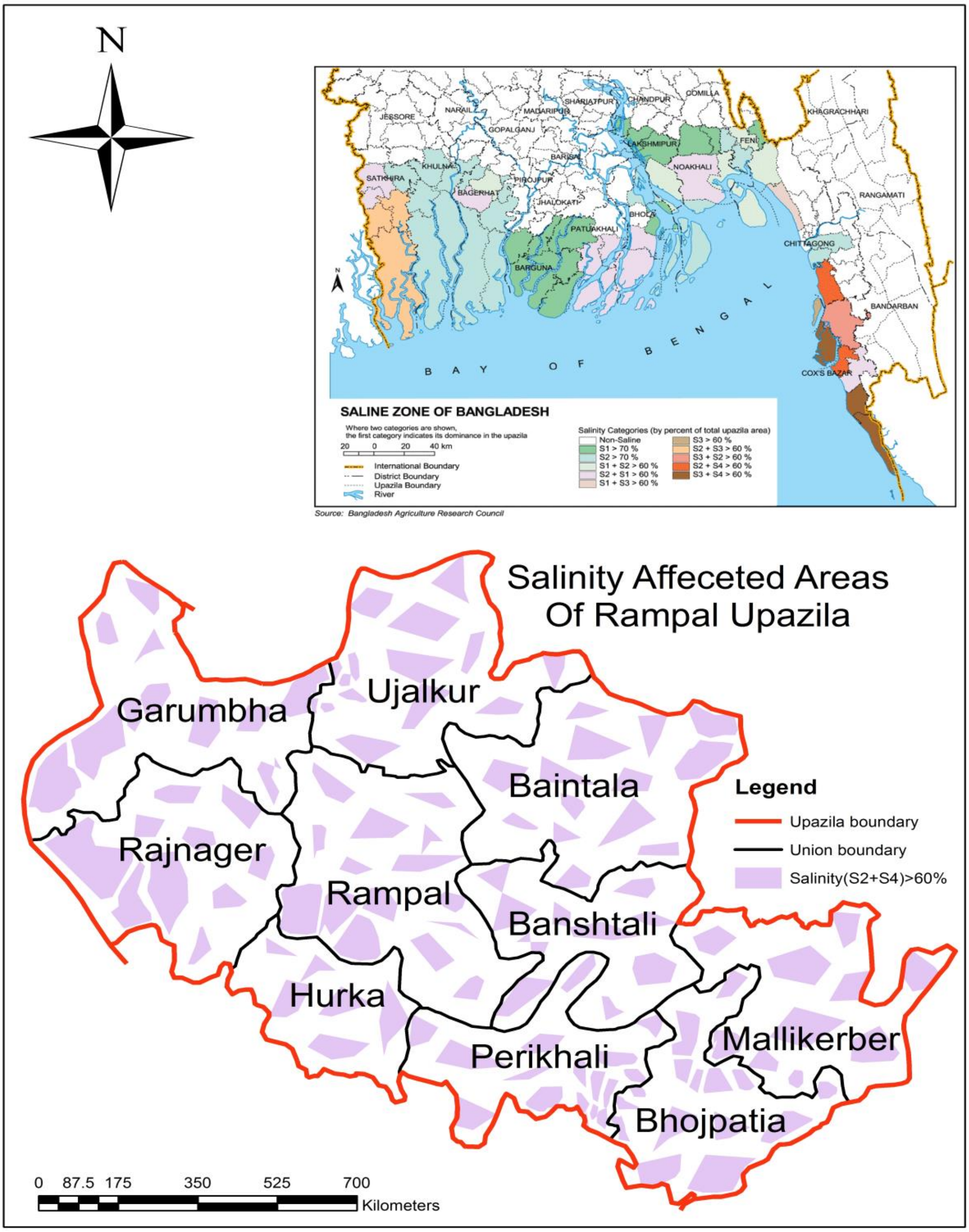
N
JESSORE
NARAIL
MADARIPUR
SHARIATPUR
CHANDPUR
COMILLA
KHAGRACHHARI
GOPALGANJ
LAKSHMIPUR
FENI
SATKHIRA
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
BAGERHAT
PIROJPUR
JHALOKATI
RANGAMATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGONG
BARGUNA
BANDARBAN
BAY OF BENGAL
COX'S BAZAR
SALINE ZONE OF BANGLADESH
Where two categories are shown, the first category indicates its dominance in the upazila
20 0 20 40 km
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
River
Salinity Categories (by percent of total upazila area)
Non-Saline
S1 > 70 %
S2 > 70 %
S1 + S2 > 60 %
S2 + S1 > 60 %
S1 + S3 > 60 %
S3 > 60 %
S2 + S3 > 60 %
S3 + S2 > 60 %
S2 + S4 > 60 %
S3 + S4 > 60 %
Salinity Affeceted Areas Of Rampal Upazila
Garumbha
Ujalkur
Baintala
Rajnager
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
Legend
Upazila boundary
Union boundary
Salinity(S2+S4)>60%
0 87.5 175 350 525 700
Kilometers

Source: Bangladesh Agriculture Research Council

চিত্র-৫: রামপাল উপজলোর লবণাক্ত অঞ্চলের মানচিত্র

বন্যা: রামপাল উপজলোর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া রামপাল ও দাউদখালী নদীর জোয়ারের পানি এই এলাকায় জলোচ্ছ্বাস ঘটায় যা পরে বন্যায় রূপ নেয়। এ ছাড়া পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা না থাকায় অতি বৃষ্টির ফলেও বন্যার সৃষ্টি হয়, যা এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। বিশেষ করে মৎস্য ও কৃষি সম্পদের উপর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং একই সাথে খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও নদীগুলোর ভেড়িবাঁধ উঁচু ও মজবুত করা না-হলে ভবিষ্যতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০১৩ সালের অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা ছিলো লক্ষণীয়।

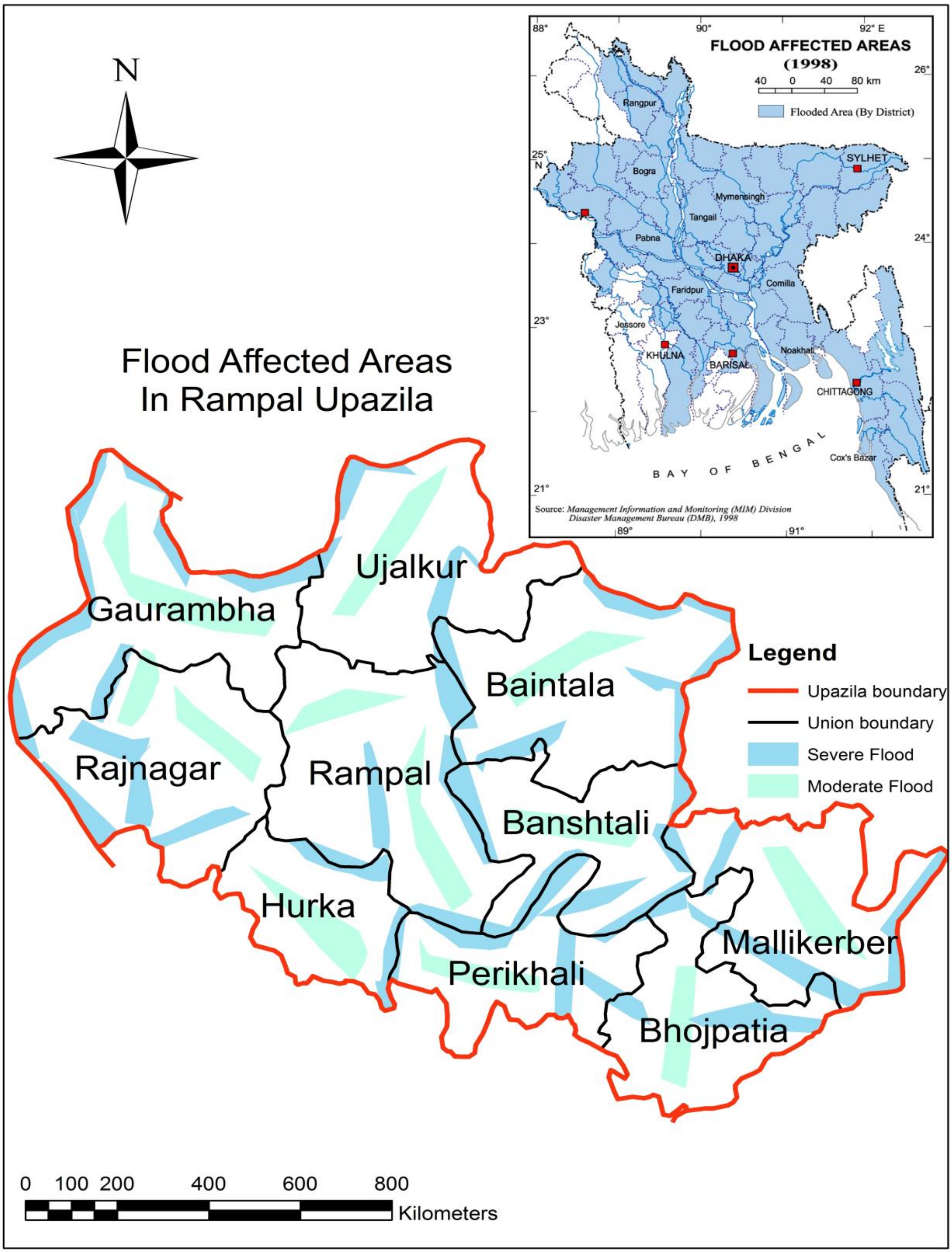
N
Flood Affected Areas
In Rampal Upazila
Gaurambha
Ujalkur
Baintala
Rajnagar
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
Legend
Upazila boundary
Union boundary
Severe Flood
Moderate Flood
0 100 200 400 600 800
Kilometers
88°
90°
92° E
FLOOD AFFECTED AREAS
(1998)
40 0 40 80 km
26°
Flooded Area (By District)
Rangpur
25° N
SYLHET
Bogra
Mymensingh
Tangail
Pabna
24°
DHAKA
Comilla
Faridpur
23°
Jessore
KHULNA
BARISAL
Noakhali
CHITTAGONG
BAY OF BENGAL
Cox's Bazar
21°
89°
91°

Source: *Management Information and Monitoring (MIM) Division Disaster Management Bureau (DMB), 1998*

চিত্র-৬: ২০০৭, ১৯৯৮ সালে বন্যা আক্রান্ত অঞ্চলের মানচিত্র

চিংড়ি ভাইরাস: রামপাল উপজেলার মানুষের প্রধান আয়ের উৎস চিংড়ি চাষ। কিন্তু চিংড়ি ভাইরাসের কারণে চিংড়ি চাষ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে চিংড়ি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে চাষীরা আর্থিক ভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাথে সাথে চিংড়ি চাষে নিযুক্ত দিনমজুরেরা বেকার হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, চিংড়ি ভাইরাস মোড়কে ঘেরের পানি দূষিত হয়ে চাষীদের শরীরের সংস্পর্শে এসে চর্মরোগের সৃষ্টি করে। চিংড়ি ভাইরাস এখনি নির্মূল করা না গেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চিংড়ি চাষ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জলাবদ্ধতা: প্রয়োজন মতো স্লুইসগেট স্থাপন না করার কারণে ও পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধী পাচেছ। এছাড়াও বসতি জমি হতে নদীর বুক উঁচু হওয়ার কারণে পানি অপসরণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতার মাত্রা আরো বেশী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রামপাল উপজেলায় প্রায় ৩০০০ হেক্টর কৃষি জমিতে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা থাকে। যার ফলে কৃষি কাজ ব্যাহত হয়। রামপাল সদর, পেড়িখালী, উজলকুড়, বাঁশতলী, বাইনতলা ও গৌরম্ভা ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি জলাবদ্ধতা থাকে, যা কৃষি ছাড়াও পশুসম্পদ, অবকাঠামো ও স্বাস্থের ক্ষতি সাধন করে। নদী ভরাট ও নদীর তলদেশ উঁচু হওয়াতে ভবিষ্যতে এ এলাকাটির পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিকল হয়ে জলাবদ্ধতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

অনাবৃষ্টি/খরা: বৃষ্টিপাতের অনিয়মের কারণে খরা দেখা দেয়। আষাড় মাসে বৃষ্টি হওয়ার কথা থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টি দেরিতে আসে এবং বর্ষা মৌসুমেও একটানা অনেক দিন বৃষ্টি না হতে দেখা যায়। তীব্র এই খরার কারণে এলাকায় খাবার পানির সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে খাবার পানির অভাবে দূষিত পানি পান করে অনেকে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া ঘের ও পুকুরের পানি শুকিয়ে মৎস্য চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। অনাবৃষ্টি এই এলাকার ফলদ ও বনজ গাছেরও ক্ষতি সাধন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিকর প্রভাব হিসাবে ভবিষ্যতে খরা আরো বেশি করে দেখা দিতে পারে।

নদী ভরাট: রামপাল উপজেলায় নদী ভরাট পরিলক্ষীত হয়। প্রতি বছর নদী ভরাট অব্যহত থাকে। নদী ভরাট আষাড় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত হয়। ফারাক্কা ব্রিজের নেতীবাচক প্রভাব, উজনে নদীর পানির প্রবাহ না থাকা, খাল ও নদী খননে কার্যকরি ভুমিকা না থাকা এবং অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ স্থাপন করার ফলে মুলত: এলাকাতে নদী ভরাট হয়। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। সরকারী ভাবে নদী খনন না করা হলে ভবিষ্যতে আরো বেশী করে নদী ভরাট হতে পারে।

চিত্র-৭: রামপাল উপজলোর নদী ভরাট অঞ্চলের মানচিত্র

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা:

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোবাবেলা করতে জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে। সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারণে কিভাবে বিপদাপন্ন তা পয়েন্ট আকারে সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হলোঃ

ক্রম	আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১	লবণাক্ততা	• পর্যাপ্ত বাঁধ না থাকায় লবণ পানি অনুপ্রবেশ করে • বাঁধ যা আছে তা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে • স্থানীয় ফসলের জাত লবণ সহনশীল নয় • স্থানীয় ফলদ ও বনজ গাছের জাত লবণ সহনশীল নয় • শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। • অপরিকল্পিত ভাবে চিংড়ি ঘের করা ও চিংড়ি ঘেরের জন্য লবণ পানি প্রবেশ করায়। যে কারণে পরবর্তীতে এলাকার সার্বিক কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে • হঠাৎ লবণাক্ততা বৃদ্ধির (জলোচ্ছাসের) ফলে প্রাকৃতিক মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে • পশু-পাখির চারণ ভূমি ও খাবারের সংকট • লবণাক্ততায় স্বাস্থ্যের ও ত্বকের ক্ষতি হয় যা নানাবিধ রোগ ব্যাধী সৃষ্টি করে।	• লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের চাষ করার সুযোগ রয়েছে। • লবণাক্ততা ও পতিত জমিতে গবাদিপশুর জন্য ঘাষ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। • খাবার পানির জন্য পুকুর পুণঃখনন করার সুযোগ রয়েছে। কমিউনিটি ভিত্তিক পি এস এফ কাম সোলার সিষ্টেম এর মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। • চিংড়ি চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য উপজেলায় উপযুক্ত সরকারী ও বে-সরকারী জনবল রয়েছে। • চিংড়ি চাষীদের একত্রীকরণ করে পরিকল্পিত চিংড়ি চাষে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। • ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। • ডাক্তারদের “দুর্যোগকালীন করণীয়” বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। • লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ রোধে ভেড়ি-বাঁধ নির্মাণ ও মজবুত করার সুযোগ রয়েছে। • ঘর ও বসত-বাড়ির কর্দমাক্ত এলাকায় লবণ সহনশীল ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ রয়েছে। • পশুসম্পদ সাব সেন্টার ও তহবিল রয়েছে।
২	ঘূর্ণিঝড়	• দুর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসত ভিটা • বসত-বাড়ির চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালার পরিবর্তে বড় বৃক্ষ থাকা • উপজেলাটির অবস্থান উপকূলের কাছে • দুর্বল ও কাঁচা স্যানিটেশন • পশু-পাখির ঘূর্ণিঝড় সহনশীল আবাসস্থল না থাকা • পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে জীবন নাশ হয়। • কিল্লা না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। • ঘূর্ণিঝড়ে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। • প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল নাই।	• ঘর-বাড়ি গুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করার সুযোগ রয়েছে। • বসত বাড়ির চারপাশে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাস ও জলোচ্ছাসের গতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ রয়েছে। • নদী বেষ্টিত বাঁধ গুলো ব্লক ফেলে মজবুত করার সুযোগ রয়েছে এবং বাঁধের ও রাস্তার দু-পাশে গাছ লাগানোর সুযোগ রয়েছে। • স্যানিটেশন মজবুত (পাকা) করার সুযোগ রয়েছে। • আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মাণের জন্য খাস জমি রয়েছে। • পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মাণ করার সুযোগ রয়েছে।

ক্রম	আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
		● ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রয়োজনীয় উদ্ধার উপকরণ বা সরঞ্জামাদি নাই। ● দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই।	● রামপাল উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে ও প্রায় সব স্বেচ্ছাসেবক দল কার্যকরী করার সুযোগ রয়েছে। ● ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ তহবিল গঠন করার সুযোগ রয়েছে।
৩	চিংড়ি ভাইরাস	● শতকরা ৫০% চিংড়ি পোনা ভাইরাস যুক্ত ● চিংড়ি চাষীদের সচেতনতার অভাব রয়েছে ● স্থানীয় পর্যায়ে কোন মৎস্য গবেষনা কেন্দ্র নাই ● মৎস্য চাষীদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই	● উপজেলা পর্যায়ে দক্ষ মৎস্য কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মকর্তা রয়েছে, যারা চিংড়ি ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে ● মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য উপজেলায় উপযুক্ত সরকারী ও বে-সরকারী জনবল রয়েছে। ● চিংড়ির পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য এলাকায় “ফিস ফিড ফ্যাক্টরী” করার সুযোগ রয়েছে।
৪	বন্যা	● এলাকা অনেক নীচু হওয়া ● নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা ● মৎস্য ঘেরের ভেড়িবাঁধ গুলো নীচু ও দুর্বল থাকা ● চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল ভেড়িবাঁধ ● বাঁধের ভিতর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা। ● বন্যা সহনশীল কৃষি না থাকা।	● নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন রয়েছে ● বাঁধের দু-ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করার মাধ্যমে ভেড়িবাঁধ মজবুত করার যায় ● মৎস্য ঘেরের ভেড়িবাঁধ গুলো উচু ও মজবুত করার সুযোগ রয়েছে। ● নতুন ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করার জন্য জায়গা রয়েছে ● ফসলের বন্যা সহনশীল জাতের বীজ সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। ● খেলার মাঠ, ঈদগাহ, রাস্তা উঁচু করার সুযোগ রয়েছে।
৫	জলাবদ্ধতা	● অপরিকল্পিত চিংড়ি ঘের ● এলাকা নীচু থাকা ● ভেড়িবাঁধে স্লুইজগেট না থাকা ● পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা ● নদী ও খাল ভরাট। ● বর্ষাকালে অতি বৃষ্টি হওয়া। ● জলাবদ্ধতা খাপ খাওয়ানো ফসল ও প্রযুক্তি না থাকায়।	● ড্রেজিং এর মাধ্যমে এলাকা উঁচু করার সুযোগ রয়েছে ● স্লুইজগেট মেরামত করা ও নতুন স্লুইজগেট স্থাপন করা। ● নদী ও খাল খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করা।
৬	অনাবৃষ্টি (খরা)	● এলাকায় পর্যাপ্ত সুপেয় পানি না থাকা ● লবণাক্ত পানির বিস্তার ও খারাপ প্রভাব ● এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকা ● খরায় খাপ খাওয়ানো ফসল ও প্রযুক্তি না থাকায়	● এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ না করানোর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে ● খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল গাছপালা লাগানো ও কৃষি ফসল উৎপাদন করার সুযোগ রয়েছে।
৭	নদী ভরাট	● এলাকায় বন্যা দেখা দিতে পারে। ● কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● মাছের অভাব দেখা দিতে পারে। ● মাছের দাম ক্রমান্নয় বৃদ্ধি পেতে পারে।	● ড্রেজিং এর মাধ্যমে এলাকা নদী খনন করার সুযোগ রয়েছে

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা:

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণিঝড়	**রামপাল সদর ইউনিয়নের** ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **পেড়িখালী** ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৫ সহ সকল ওয়ার্ড **হড়**কা ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **উজলকুড়** ইউনিয়নের ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড **রাজনগর** ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের ১, ২, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড **বাইনতলা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **বাঁশতলী** ইউনিয়নের ১, ২, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	● উপজেলাটি সমুদ্র উপকুলবর্তী হওয়ায় ● অপরিকল্পিত ও দুর্বল বসতভিটা/ অবকাঠামো ● টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় স্থাপনা না থাকায়। ● অবৈধভাবে অবাধে গাছ কাটার ফলে ● এই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায়। ● গবাদি পশুর জন্য মাটিরকিল্লা না থাকায়।	৭৫% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন
লবণাক্ততা	**রামপাল সদর** ইউনিয়নের ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **পেড়িখালী** ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৪ সহ সকল ওয়ার্ড **হড়কা** ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **উজলকুড়** ইউনিয়নের ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **রাজনগর** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **বাইনতলা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড **বাঁশতলী** ইউনিয়নের ১, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	● খাস জমি অবৈধ দখল নিয়ে বাগদা চিংড়ী ঘের তৈরী করার কারণে ● চিংড়ী চাষের জন্য লবণ পানি অনুপ্রবেশ ও জমিয়ে রাখা ● দেরিতে ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ● লবণাক্ততা সহনশীল কৃষি না থাকা ভেড়িবাঁধ না থাকা ● মিষ্টি পানির উৎসের অভাব	৮০% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন
চিংড়ি ভাইরাস	**রামপাল সদর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **পেড়িখালী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **হড়কা** ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **উজলকুড়** ইউনিয়নের ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড **রাজনগর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের ৭ ও ৩ নং ওয়ার্ড **বাইনতলা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **বাঁশতলী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	● বাগদা চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ● ভাইরাস মুক্ত চিংড়ি পোনার সরবরাহ না থাকা ● মৎস্য চাষীদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব ● স্থানীয় পর্যায়ে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র না থাকা	৮০% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন
নদী ভরাট/ খাল ভরাট	**রামপাল সদর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **পেড়িখালী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **হড়কা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **উজলকুড়** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **রাজনগর** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **বাইনতলা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **বাঁশতলী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	● উজানে নদীর পানির প্রবাহ না থাকা ● খাল ও নদী খননে কাযর্করি ভুমিকা না থাকা ● অপরিকল্পিত ভাবে ব্রিজ স্থাপন করা	৮০% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন
বন্যা	**রামপাল সদর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **পেড়িখালী** ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৪ সহ সকল ওয়ার্ড **হড়কা** ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **উজলকুড়** ইউনিয়নের ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড	● এলকা নীচু হওয়ায় ● বাড়ি-ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা, টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন নীচু এলাকায় থাকায়	৬০% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	রাজনগর ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **বাইনতলা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **বাঁশতলী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	● অতি বৃষ্টি ও জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়া ● অবৈধভাবে অবাধে চিংড়ী চাষ করা ● বন্যার পানি অপসারনের জন্য পর্যাপ্ত কালভার্ট ও স্লুইচগেট না থাকা	
জলাবদ্ধতা	**রামপাল সদর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **পেড়িখালী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **হড়কা** ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **উজলকুড়** ইউনিয়নের ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ড **রাজনগর** ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের ১, ২, ৪, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ড **বাইনতলা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে মাঝামাঝি **বাঁশতলী** ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড	● এলকা নীচু হওয়া ● অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করা ● নদীর তলদেশ উঁচু হওয়া ● পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা না থাকা	৬০% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন
অনাবৃষ্টি (খরা)	**রামপাল সদর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশি **পেড়িখালী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশী **হড়কা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশি **উজলকুড়** ইউনিয়নের১, ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডে **রাজনগর** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশি **ভোজপাতিয়া** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশি **মল্লিকেরবেড়** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে বেশি **বাইনতলা** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশি **বাঁশতলী** ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বেশি **গৌরম্ভা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে	● জলবায়ু পরিবর্তন ● অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ● মিষ্টি পানির অভাব ● এলাকায় পর্যাপ্ত সামাজিক বনায়ন না থাকায় ● পানি ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাল, পুকুর না থাকা	৫০% জনসংখ্যা বিপদাপন্ন

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ :

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে ২৭১৩৬ একর জমির মধ্যে ১৩৫৬৮ একর জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ২৭১৩৬ একর জমির মধ্যে ১৬২৮১ একর জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ২৭১৩৬ একর ফসলি জমির মধ্যে ২০৮৭ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ২৭১৩৬ একর ফসলি জমির মধ্যে ১৬২৪১ একর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে নদীভরাটের ফলে পানির অভাবে সেচ ব্যহতো হয়ে ২৭১৩৬ একর ফসল জমির মধ্যে ১৩২০০ একর জমির ফসল চাষের ব্যপোক ক্ষতি হতে পারে।	● লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত সম্প্রসারন (বোরো, আমন, আউস) ● গম, পাটের লবণ সহনশীল জাত সরবরাহ ● আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা ● কলমের ফল গাছ (রুট কাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ ● জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা ● ভেড়ি-বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন ● খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
মৎস্য	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট **২৭১৩৬** একর জমির মধ্যে ছোট-বড় ৬০৯০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৫৪২৭ একর জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়ার চাষ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মোট **২৭১৩৬** একর জমির মধ্যে ছোট-বড় ৬০৯০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৮১৪০ একর জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে চিংড়ি ভাইরাসের কারণে মোট **২৭১৩৬** একর জমির মধ্যে ছোট-বড় ৬০৯০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১৭০৮ একর জমির বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক মাছ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাছের বিস্তার রোধ হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে বন্যার কারণে মোট **২৭১৩৬** একর জমির মধ্যে ছোট-বড় ৬০৯০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৫০০ একর জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়া ভেসে গিয়ে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	● ঘেরের পাড় মজবুত করা- ● ভেড়িবাঁধ মেরামত ও মজবুত করা ● টেকশই ঘের প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ● মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ● টেকশই ঘের প্রস্তুত করা ● প্রতিবছর ঘের সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ, ঘেরের বাঁধ উঁচু করা ● ৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা ● বন্যা/জলোচ্ছাসের সময় ঘের জালবেষ্টিত রাখা ● ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা ● মাছের বাজার উন্নতকরণ
পশুসম্পদ	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ৩৮০০ টি গরু, ৬২০০ টি ছাগল, ৪২০০ টি ভেড়া, ৬০০ টি মহিষ ও ৪৫০ টি শুকরের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলায় মোট ৩৪০০ টি গরু, ৪৭০০ টি ছাগল, ২৩০০ টি ভেড়া, ৫০ টি মহিষ, ৬৫০০ টি হাঁস, ৮০০০ টি মুরগি, ২০০০ টি বন্য পশুপাখি ও ১০০০ টি শুকর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রামপাল উপজেলাতে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২১০০ টি গরু, ২২০০ টি ছাগল, ১১০০ টি ভেড়া, ৪০ টি মহিষ, ৩৫০০ টি হাঁস, ৪০০০ টি মুরগি, ৫০০ টি বন্য পশুপাখি ও ২০০ টি শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	● মাটিরকিল্লা নির্মাণ করা ● সরকারি পতিত জমিতে গবাদি পশুর চারণভূমি তৈরি করা ● পশুখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা ● পাশাপাশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য ও সবজি চাষ করা ● আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্বুদ্ধ করা ● পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা
স্বাস্থ্য	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট **১৫৪৯৬৫** জন জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট **১৫৪৯৬৫** জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩%	● স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ● দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুঁকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ● ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা ● প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৪% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে উপজেলার মোট **১৫৪৯৬৫** জন জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ১% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।	ঔষধ সরবারহ নিশ্চিত করা ● বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা ● দুর্যোগের কারণে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ● পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা
জীবিকা	● রামপাল উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জীবিকার লোক রয়েছে। যার মধ্যে মৎস্যজীবি ও মংস্যচাষি ৮৪৫৩১ জন, কৃষিজীবি ২৮১৭৩ জন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ১১২৬৯ জন এবং কৃষি শ্রমিক ১৬৯০৪ জন ● ঘূর্নিঝড়: ঘূর্নিঝড়ের কারণে রামপাল উপজেলার ৮৪৫৩১ জন মৎস্যজীবি ও মংস্যচাষির মধ্যে ৪২২৬৫ জন মংস্যচাষি ও ২৪৪০ জন মৎস্যজীবি , ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১৪৮৫ জন কৃষিজীবি, ১১২৬৯ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ২৭৩৪ জন ব্যবসায়ী ও ১৬৯০৪ জন কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ৬৭৬১ জন কৃষি শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ● লবণাক্ততা: ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১১২৬৯ জন কৃষিজীবি তীব্র ক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র লবণের কারণে ৮৪৫৩১ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫০৭১৮ জন মৎস্যজীবি পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ● জলাবদ্ধতা: ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৫৬৩৪ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ● বন্যা: বন্যার কারণে রামপাল উপজেলার ৮৪৫৩১ জন মৎস্যচাষির মধ্যে ৫০৭২০ জন মৎস্যচাষি, ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ২২৫৩৮ জন কৃষিজীবি, ১১২৬৯ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ২২৫৩ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ● চিংড়ী ভাইরাস: চিংড়ী ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় রামপাল উপজেলার ৮৪৫৩১ জন মৎস্যচাষির মধ্যে প্রায় ৭৬০৭৭ জন মৎস্যচাষির সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা ● মহিলাদের জন্য বসতবাড়িতে আয়ের ব্যবস্থা করা ● স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকা নির্বাহ করা। ● জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা ● সামাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা ● বিপদাপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা ● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান **করা**
গাছপালা	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে উপজেলার মোট ৯০০০ টি ফলদ গাছ, ৬০০০ টি বনজ গাছ এবং ১৬০০০ টি ঔষধি গাছসহ ৩০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ১৫০০০ টি ফলদ গাছ, ১২০০০ টি বনজ গাছ এবং ১২০০০ টি ঔষধি গাছসহ ৬০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ৭০০০ টি ফলদ গাছ, ৪০০০ টি বনজ গাছ এবং ৯০০ টি ঔষধি গাছসহ ২০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে অনাবৃষ্টি কারণে উপজেলার মোট ৪০০০ টি ফলদ গাছ, ৩০০০ টি বনজ গাছ এবং ৮০০ টি ঔষধি গাছসহ ১৫০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।	● রাস্তা ও ভেড়িবাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা ● বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা ● পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ● অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ● বসত বাড়ির ভিটা উঁচু করতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপণ করার জন্য মাটির মাদা তৈরী (১.৫-২ ফুট ব্যাসের) ও উঁচু করতে হবে

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
		• লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বড় ফলদ গাছ খাসিকরণ (প্রধান শিকড় কর্তন) করা, যাতে মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে না পারে। • মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পিভবন রোধ করবে। • ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বসতবড়ীর চারপাশে গুল্ম জাতিয় গাছ বেশি করে লাগাতে হবে। সাথে সাথে ফলদ গাছের চারা শক্ত খুটি দিয়ে বাঁধতে হবে।
ঘরবাড়ি	• রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৮০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৭০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২৫৬৩ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৭৬ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ৩০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • রামপাল উপজেলাতে নদীভাঙ্গানের কারণে মোট ৪৬৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৮ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৪ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৩০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	• বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ করা • দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ করার জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা • *ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা* • বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা
অবকাঠামো	• রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৫৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩ টি মাদ্রাসা, ৫০ টি মসজিদ, ৫০ টি মন্দির, ৮ টি গির্জা, ৬ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস ১ টি হাসপাতাল, ৬ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২ টি ক্লিনিক, ১৫ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ২০ টি ব্রিজ, ২৫ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ১৫০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এবং ৩০ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	• রাস্তা উঁচু ও পাকা করা • ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা • প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ করা • স্লুইজগেট নির্মাণ করা • পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা • অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা
পানি এবং স্যানিটেশন	• রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৫ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৭০ টি পাকা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। • রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২৫০০ টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা পায়খানা	• স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো • পুকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুনঃখনন • পর্যাপ্ত পন্ডস্যান্ড ফিল্টার ও রেইন

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	১৫ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে ● রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৯০০ টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৮ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৪০০০ টি কাঁচা পায়খানা, ৫০ টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট ও ২০ টি পি এস এফ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।	ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা, ● দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা ● পানি ও পয়ঃনিষ্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা

২.৭ সামাজিক মানচিত্র:

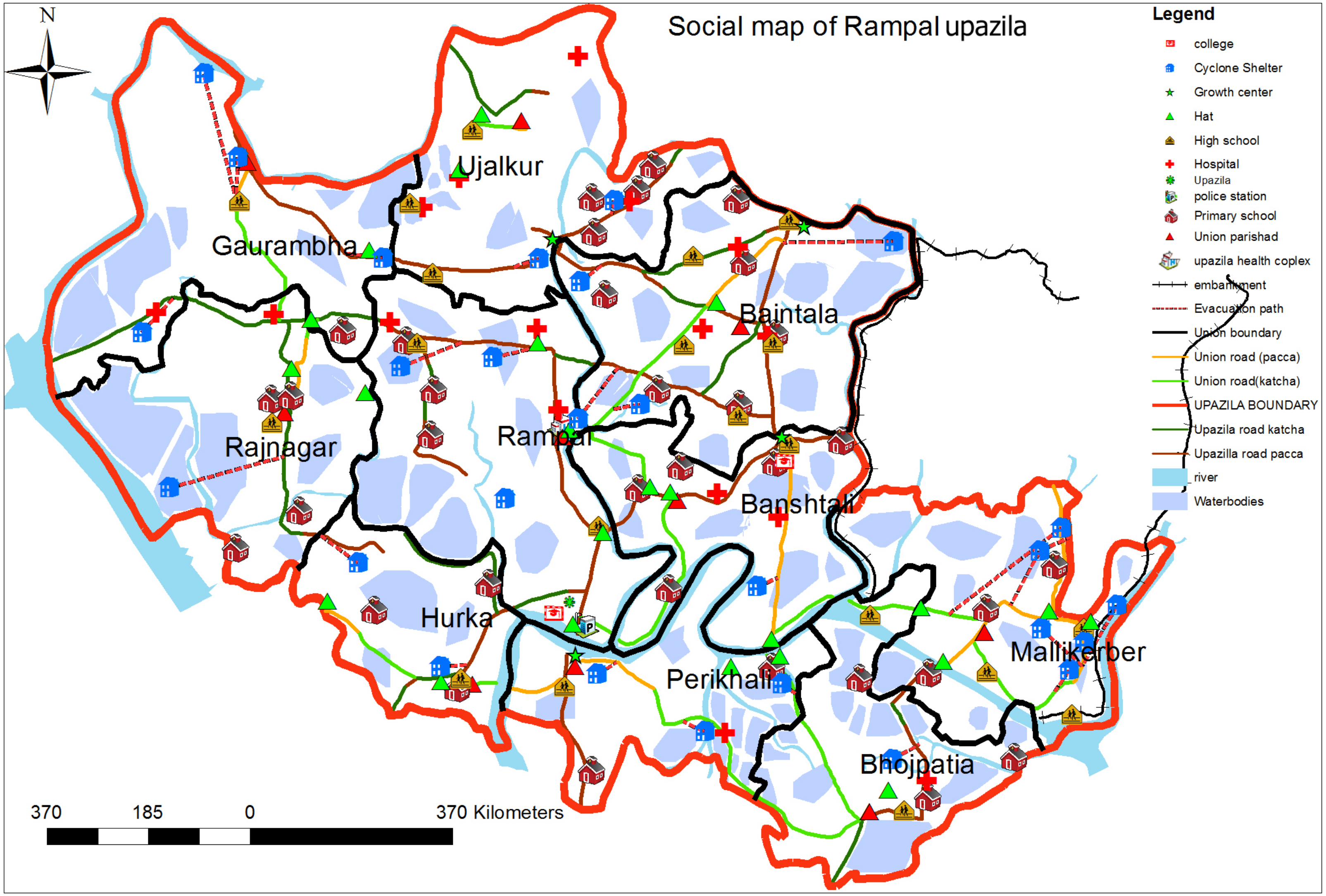
Social map of Rampal upazila
N
Legend
college
Cyclone Shelter
Growth center
Hat
High school
Hospital
Upazila
police station
Primary school
Union parishad
upazila health coplex
embankment
Evacuation path
Union boundary
Union road (pacca)
Union road(katcha)
UPAZILA BOUNDARY
Upazila road katcha
Upazilla road pacca
river
Waterbodies
Ujalkur
Gaurambha
Baintala
Rajnagar
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
370
185
0
370 Kilometers

চিত্র-২: সামাজিক মানচিত্র রামপাল উপজেলা

২.৮ আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র:

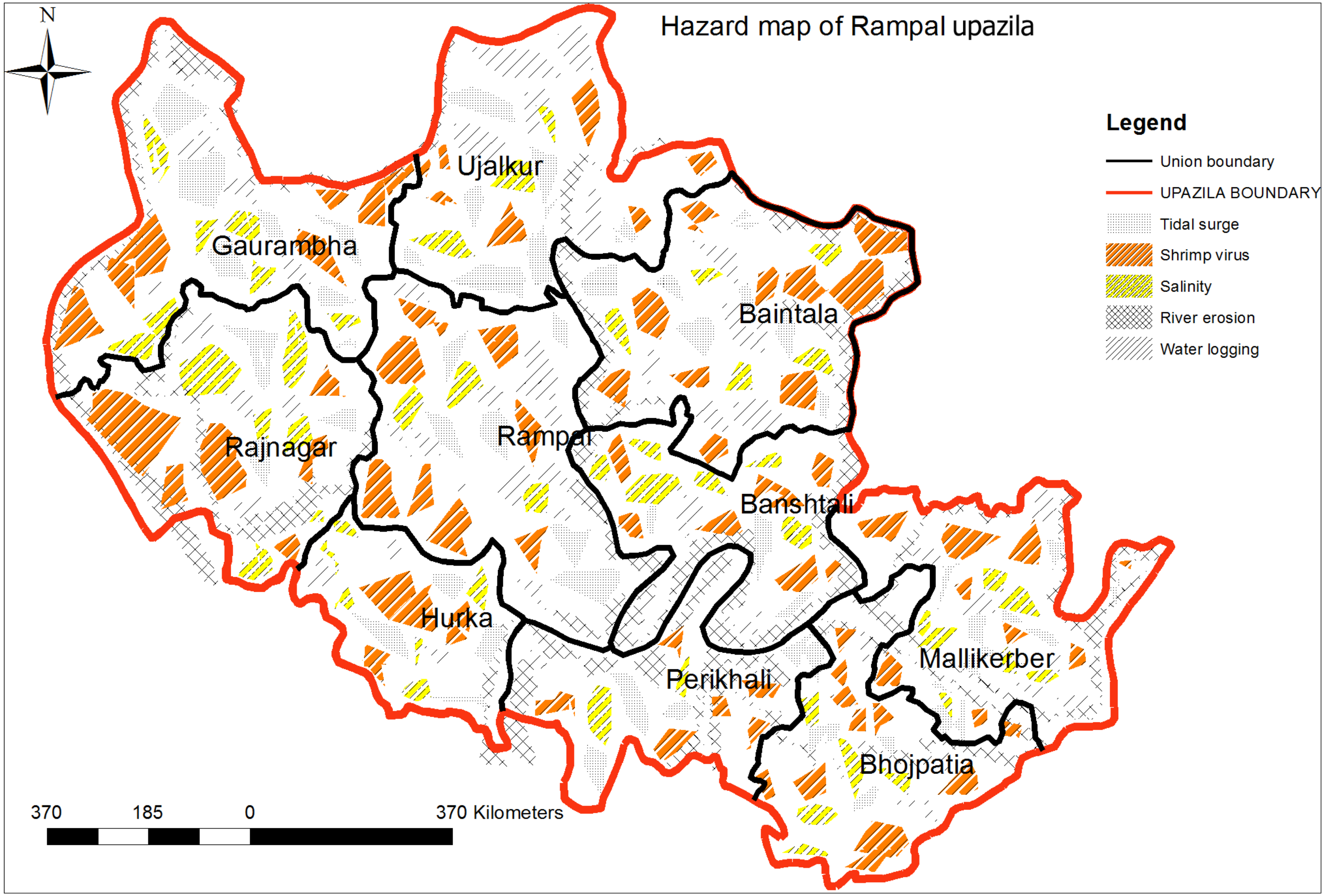
Hazard map of Rampal upazila
N
Legend
Union boundary
UPAZILA BOUNDARY
Tidal surge
Shrimp virus
Salinity
River erosion
Water logging
Ujalkur
Gaurambha
Baintala
Rajnagar
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
370
185
0
370 Kilometers

চিত্র-৩: আপদের মানচিত্র

ঝুঁকির মানচিত্র:

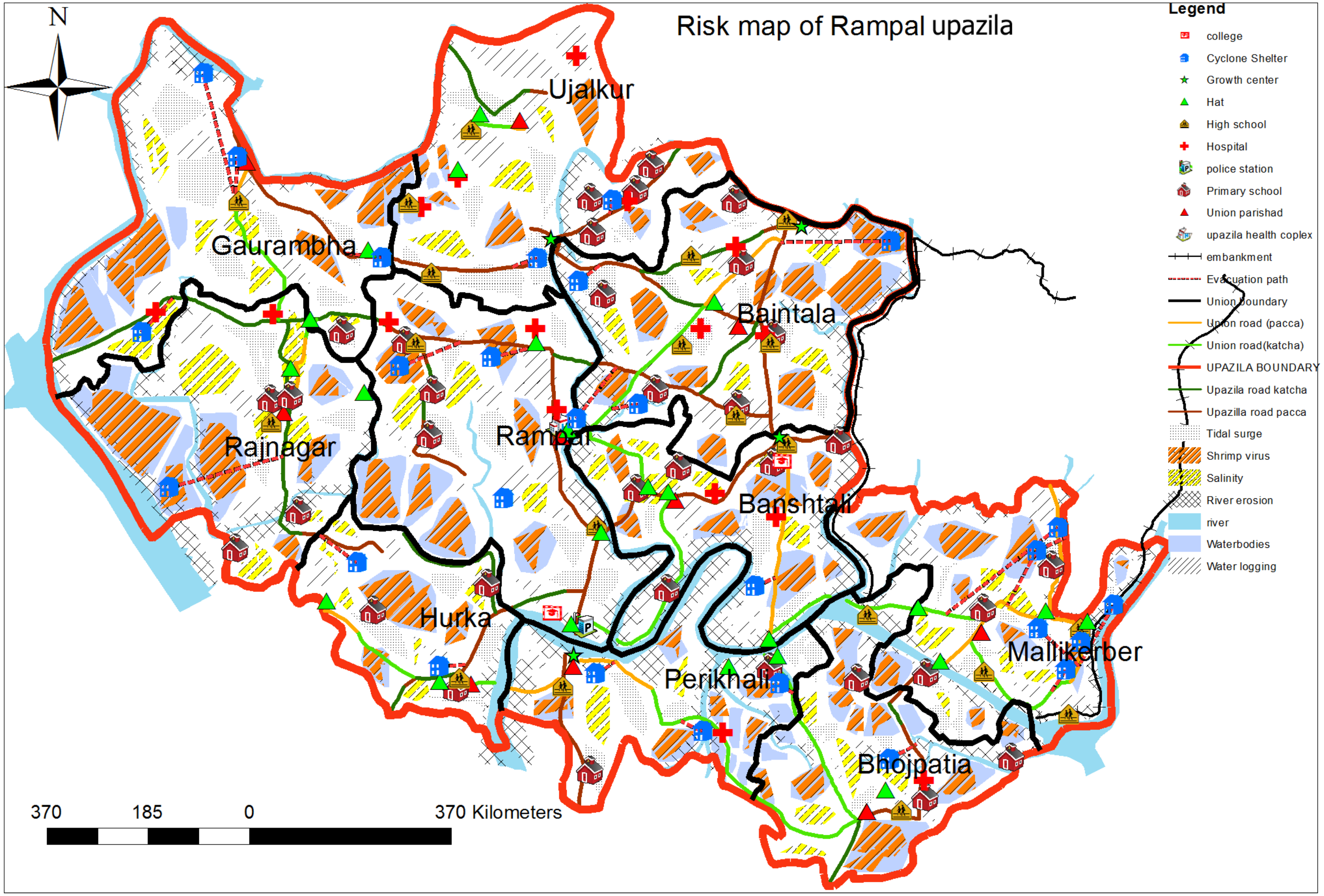
Risk map of Rampal upazila
N
Legend
college
Cyclone Shelter
Growth center
Hat
High school
Hospital
police station
Primary school
Union parishad
upazila health coplex
embankment
Evacuation path
Union boundary
Union road (pacca)
Union road(katcha)
UPAZILA BOUNDARY
Upazila road katcha
Upazila road pacca
Tidal surge
Shrimp virus
Salinity
River erosion
river
Waterbodies
Water logging
Ujalkur
Gaurambha
Baintala
Rajnagar
Rampal
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia
370
185
0
370 Kilometers

চিত্র-৪: ঝুকির মানচিত্র

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

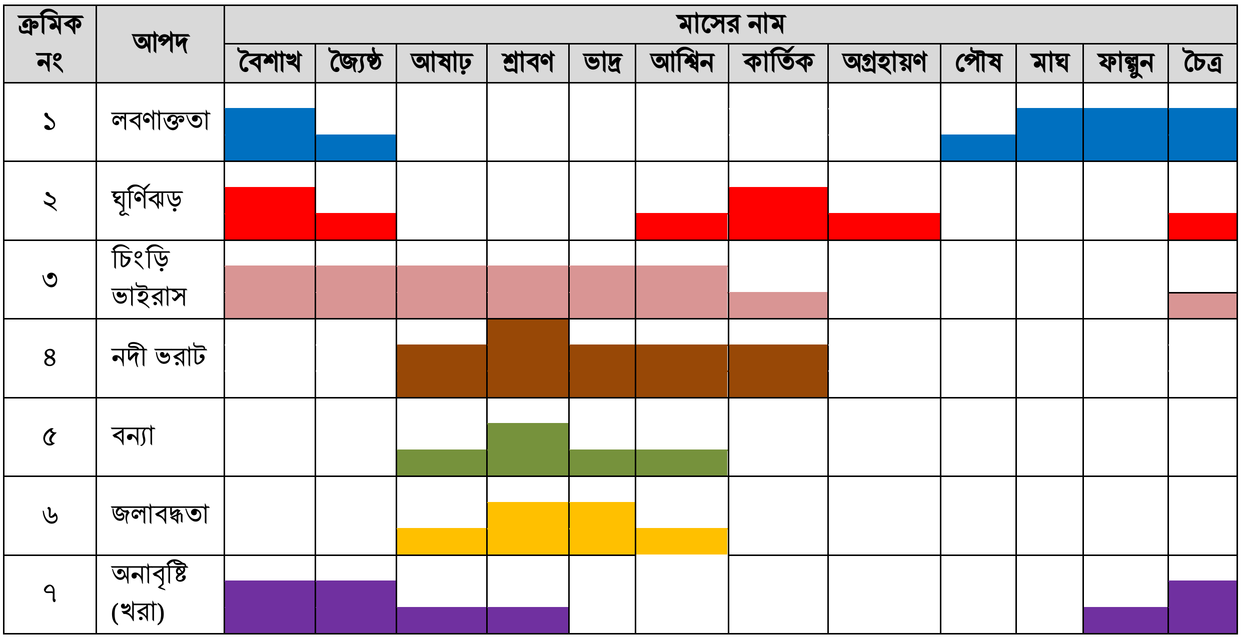

ক্রমিক নং	আপদ	মাসের নাম											
		বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	লবণাক্ততা	🟦	🟦							🟦	🟦	🟦	🟦
২	ঘূর্ণিঝড়	🟥	🟥				🟥	🟥	🟥				🟥
৩	চিংড়ি ভাইরাস	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨					▨
৪	নদী ভরাট			🟫	🟫	🟫	🟫	🟫					
৫	বন্যা			🟩	🟩	🟩	🟩						
৬	জলাবদ্ধতা			🟨	🟨	🟨	🟨						
৭	অনাবৃষ্টি (খরা)	🟪	🟪	🟪	🟪							🟪	🟪

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংঘটিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে।

- এই এলাকার প্রধান আপদ হল লবণাক্ততা। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় হতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। বাকি সময় লবণাক্ততার মাত্রা কিছুটা কম থাকে।
- চিংড়ি ভাইরাসকে এলাকাবাসী আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এক ধরনের ভাইরাস চিংড়ি শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি করছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হতে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চিংড়ি ভাইরাস বেশি লক্ষ্য করা যায়।
- ঘূর্ণিঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি মার্চ মাসের মাঝামাঝি হতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হতে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।
- নদী ভরাট এই এলাকার আর একটি আপদ বলে এখানকার মানুষ মনে করে। নদীভরাটের কারণে জলাবদ্ধতা ও বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জুন মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নদী ভরাট হয়।
- জলাবদ্ধতা ও বন্যার ফলে জীবন ও জীবিকার উপর ব্যপক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে জলাবদ্ধতা ও বন্যা বেশি দেখা যায়।
- রামপাল উপজেলায় সংঘঠিত আপদের মধ্যে খরা একটি অন্যতম আপদ। খরায় সেচের অভাবে এখানকার অনেক ফসল নষ্ট হচ্ছে। আবার যে ফসল কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানিও শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। জুন মাস হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

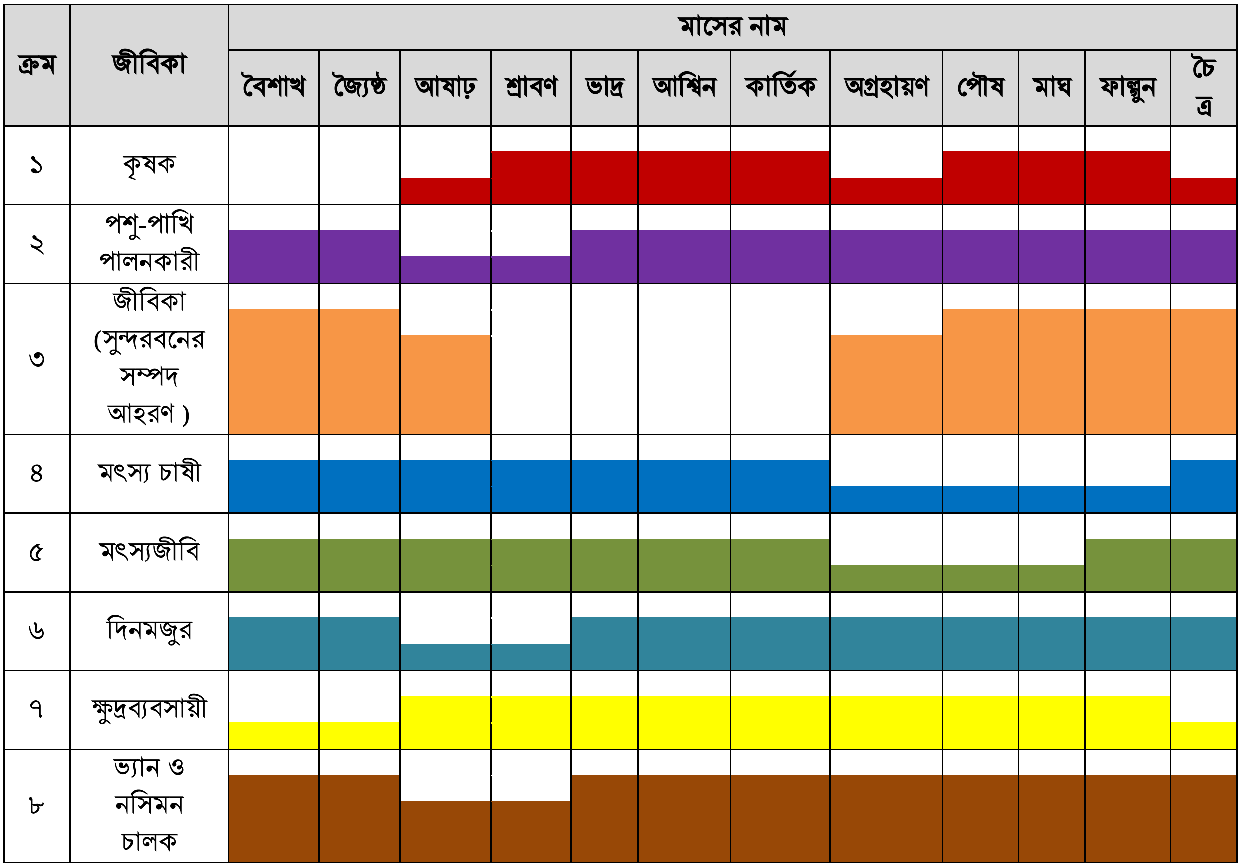

ক্রম	জীবিকা	মাসের নাম											
		বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষক			▄	■	■	■	■	▄	■	■	■	▄
২	পশু-পাখি পালনকারী	■	■	▄	▄	■	■	■	■	■	■	■	■
৩	জীবিকা (সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ)	■	■	▄					▄	■	■	■	■
৪	মৎস্য চাষী	■	■	■	■	■	■	■	▄	▄	▄	▄	■
৫	মৎস্যজীবি	■	■	■	■	■	■	■	▄	▄	▄	■	■
৬	দিনমজুর	■	■	▄	▄	■	■	■	■	■	■	■	■
৭	ক্ষুদ্রব্যবসায়ী	▄	▄	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▄
৮	ভ্যান ও নসিমন চালক	■	■	▄	▄	■	■	■	■	■	■	■	■

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

প্রধান জীবিকা সমূহ এবং আপদ/দুর্যোগ সমূহে কি কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

ক্র. নং	জীবিকা সমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ						
		লবণাক্ততা	ঘূর্ণিঝড়	চিংড়ি ভাইরাস	নদী ভরাট	বন্যা	জলাবদ্ধতা	অনাবৃষ্টি (খরা)
০১	কৃষি	✓	✓		✓	✓	✓	✓
০২	পশুসম্পদ	✓	✓			✓	✓	
০৩	মৎস্য		✓	✓	✓	✓		✓
০৪	দিনমজুর		✓			✓		
০৫	ব্যবসায়ী		✓			✓		
০৬	ভ্যান ও নসিমন চালক		✓			✓		
০৭	জীবিকা (নদী)		✓		✓			

২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা

রামপাল উপজেলাতে প্রধান প্রধান আপদগুলো লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, চিংড়ি ভাইরাস, নদীভরাট, বন্যা, জলাবদ্ধতা, অনাবৃষ্টি (খরা), যা মানুষের জীবন এবং জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ যেমন ফসল, গাছপালা, পশুসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এলাকাতে বিদ্যমান। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদ ভিত্তিক সামাজিক খাতের ঝুঁকির চিত্র দেখানো হলো:

উপজেলার বিপদাপন্ন খাত সমূহ চিহ্নিত করণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তা ঘাট	ব্রিজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
ঘূর্নিঝড়	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
লবণাক্ততা	■	■	■	■					■	■
চিংড়ি ভাইরাস				■						
নদী ভরাট	■			■						■
বন্যা (আকাশ বন্যা)	■		■	■	■	■			■	■
জলাবদ্ধতা	■	■	■		■				■	■
অনাবৃষ্টি (খরা)	■	■		■						■

১. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২১২২ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৩৮৮ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৯৯ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২১৭০ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০১৪ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪৭৯ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৭৭ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৯৬ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬২০ একর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬০৩ একর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

২. রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৯০৯ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪১০০ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৯৩৩ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০৭ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০৫ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৫৩ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৯৪ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৪০০ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫২০ হেক্টর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৩. রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল উপজেলাতে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৩০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৭০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২২৪৫ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক

ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২১৩০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫৩৫ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭৮০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৪. রামপাল উপজেলাতে অনাবৃষ্টি/খরার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১২৬০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৮০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৫০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০২ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৭৫ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৪০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৫. রামপাল উপজেলাতে নদীভরাটের কারণে সেচ ও পানি নিস্কাসন কাজ ব্যহত হচ্ছে, যার ফলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৩২০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৭০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৩২০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৩০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৭০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৮৪২ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৮০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ৫২৫ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৬. রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৬৯ হেক্টর ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৯০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৮৮৩ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৬৭ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬৭০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১০২৮ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৬৪ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৫০ হেক্টর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ একর জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৭. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ১৩৪৬৩ টি গাছপালা, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫৫৬৮৭ টি গাছপালা, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ২৫০৬২ টি গাছপালা, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩০৭৮৭ টি গাছপালা, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৮৪৮০ টি গাছপালা, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৪০২০০ টি গাছপালা, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২৩০০০ টি গাছপালা, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৬৪৬৩ টি গাছপালা, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১০৪৬৩ টি গাছপালা, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০০০ টি গাছপালার ক্ষতি হতে পারে।

৮. রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৭৪৬৩ টি গাছপালা, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫৪৮৭ টি গাছপালা, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৪০২৬ টি গাছপালা, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৪৭৮ টি গাছপালা, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৬৪৮০ টি গাছপালা, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৪৫০০ টি গাছপালা, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৩০০০ টি গাছপালা, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৪২০০ টি গাছপালা, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৫০০০ টি গাছপালা, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৪৫০০ টি গাছপালার ক্ষতি হতে পারে।

৯. রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৬০০ টি গাছপালা, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৩৫০০ টি গাছপালা, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩১০০ টি গাছপালা, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৯০০ টি গাছপালা, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৪৪৮০ টি গাছপালা, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫৫০০ টি গাছপালা, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০০০ টি গাছপালা, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৪৩৬০ টি গাছপালা, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৩৯৫০ টি গাছপালা, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৩০০০ টি গাছপালার ক্ষতি হতে পারে।

১০. রামপাল উপজেলাতে খরার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৮০০ টি গাছপালা, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৫০০ টি গাছপালা, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ২৭০০ টি গাছপালা, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৫০০ টি গাছপালা, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০০০ টি গাছপালা, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫৫০০ টি গাছপালা, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০০০ টি গাছপালা, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩৩০০ টি গাছপালা, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৩৬০০ টি গাছপালা, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৩১০০ টি গাছপালার ক্ষতি হতে পারে।

১১. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২০১৫ টি গবাদি পশু ও ৫৪১৬ টি গৃহপালিত পাখি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৮৮৩ টি গবাদি পশু ও ৪৪৮০ টি গৃহপালিত পাখি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৬৯৭ টি গবাদি পশু ও ১০০৭ টি গৃহপালিত পাখি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১৮৭৭ টি গবাদি পশু ও ৪৯৪২ টি গৃহপালিত পাখি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৬৪৫ টি গবাদি পশু ও ১৯১৬২ টি গৃহপালিত পাখি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৪০৭৪ টি গবাদি পশু ও ৪৩৭৫ টি গৃহপালিত পাখি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৪২২০ টি গবাদি পশু ও ৭০০০ টি গৃহপালিত পাখি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৩ টি গবাদি পশু ও ২৮০০ টি গৃহপালিত পাখি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২০৬৩ টি গবাদি পশু ও ২৫০০ টি গৃহপালিত পাখি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১৮৬৩ টি গবাদি পশু ও ২২০০ টি গৃহপালিত পাখি মারা যেতে পারে।

১২. রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৬৩০ টি গবাদি পশু, পেড়িখালী ইউনিয়নের ১৩৬৫ টি গবাদি পশু, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৩১ টি গবাদি পশু, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৫৬০ টি গবাদি পশু, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৯০০ টি গবাদি পশু, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১২০০ টি গবাদি পশু, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৬০০ টি গবাদি পশু, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৭৮৫ টি গবাদি পশু, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৯৯১ টি গবাদি পশু, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৭৭০ টি গবাদি পশুর খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন চাষ ব্যাহত হতে পারে।

১৩. রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ৫৭২ টি গবাদি পশু, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৬৩৫ টি গবাদি পশু, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৭২ টি গবাদি পশু, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৭৭৫ টি গবাদি পশু, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১১৩০ টি গবাদি পশু, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১২৮০ টি গবাদি পশু, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৯২৫ টি গবাদি পশু, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৭৮৫ টি গবাদি পশু, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৯০১ টি গবাদি পশু, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৮৪০ টি গবাদি পশুর খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।

১৪. রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ৩০২ টি গবাদি পশু, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৪৭৫ টি গবাদি পশু, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ২০০ টি গবাদি পশু, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৪০ টি গবাদি পশু, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০০ টি গবাদি পশু, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৪২০ টি গবাদি পশু, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০০ টি গবাদি পশু, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি গবাদি পশু, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৮০ টি গবাদি পশু, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৩০০ টি গবাদি পশুর খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।

১৫. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৮০০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৫২০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৬০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৭২০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-

বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭২০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৫০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০ হেক্টর মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৮০ হেক্টর জমির মাছ চাষ ব্যাহত ব্যাহত হতে পারে।

১৬. রামপাল উপজেলাতে চিংড়ি ভাইরাসের কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৫০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১০৭০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৪০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৪৫ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৯০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৯০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬২০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০ হেক্টর জমির চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৪৫ হেক্টর চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৪০ হেক্টর চিংড়ি মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে।

১৭. রামপাল উপজেলাতে খরার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। । পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৮০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৯০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২৫ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে।

১৮. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ৩২৫০ টি ঘরবাড়ি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৫৫৫ টি ঘরবাড়ি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৮২০ টি ঘরবাড়ি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৮৪০ টি ঘরবাড়ি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৯১৪ টি ঘরবাড়ি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ২৬৬০ টি ঘরবাড়ি, বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ১৬৬০ টি ঘরবাড়ি, বাইনতলা ইউনিয়নে মোট ৩১৬৫ টি ঘরবাড়ি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে মোট ৪০৪৫ টি ঘরবাড়ি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে মোট ৪১৪০ টি ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

১৯. রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ২০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ৩০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ২৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, বাইনতলা ইউনিয়নে মোট ২৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে মোট ৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে মোট ৬০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২০. রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ১০৫৫ টি ঘরবাড়ি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২০৯০ টি ঘরবাড়ি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৬০০ টি ঘরবাড়ি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১৩২০ টি ঘরবাড়ি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১৭০৫ টি ঘরবাড়ি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ১৫৮৫ টি ঘরবাড়ি, বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ৮৭৫ টি ঘরবাড়ি, বাইনতলা ইউনিয়নে মোট ১০৭৫ টি ঘরবাড়ি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে মোট ২১১০ টি ঘরবাড়ি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে মোট ২৬৫৫ টি ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২১. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৯ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান; পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৭ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৬ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ৩ টি কালভার্ট, ও ২ টি ব্রিজ; হুড়কা ইউনিয়নের মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ১৫ কিঃমিঃ রাস্তা, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৪১ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র; রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা; গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৭৩ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ৫ টি ব্রিজ, ১৩ কিঃমিঃ রাস্তা; বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২১ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা; বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৩ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ও ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা; মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৬ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি পুল, ২০ কিঃমিঃ রাস্তা; ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি পুল, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২২. রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৬ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান; পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৩ টি কালভার্ট, ২ টি ব্রিজ; হুড়কা ইউনিয়নের মোট ২৭ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ও ১৫ কিঃমিঃ রাস্তার; উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র; রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৪৩ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ৫ টি ব্রিজ, ১৫ কিঃমিঃ রাস্তা; বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২১ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তার; বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৩টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তার; মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৬ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ২০ কিঃমিঃ রাস্তার, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৪ টি পুল, ১৮ কিঃমিঃ রাস্তার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২৩. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.১৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৬৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে,, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৩৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.১৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৩৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৫০% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে।

২৪. রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৭% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার

মধ্যে ৪.২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২৫. রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে,, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৭% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.১৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৩৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৩৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।

২৬. রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৮৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৭% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৪.৭% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.২ % লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২৭. রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৫৭৫টি পায়খানা ও ৪টি পুকুরের পানি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৮৩০ টি পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৬৩৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৬৭৬ টি পায়খানা ও ১০ টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০১৫ টি পায়খানা ও ১০ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৬৩০ টি পায়খানা ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৬৪০ টি পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৭৪৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৮৩৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ২৫৩৫ টি পায়খানা ও ৩ টি সঙরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

২৮. রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৪ টি পুকুরের পানি ও ৩০ টি নলকুপ, পেড়িখালী ইউনিয়নের ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের ৩০ টি নলকুপ ও ৩ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের ৩ টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের ২৫ টি নলকুপ ৪ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ৩০ টি নলকুপ ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের ২৫ টি নলকুপ ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের ২০ টি নলকুপ ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের ২৫ টি নলকুপ ও ৫ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের ১৫ টি নলকুপ ও ৮ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

২৯. রামপাল উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৫৭৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮৩০ টি পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৬৩৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৬৭৬ টি পায়খানা ও ১০ টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০৫ টি পায়খানা ও ১২ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫৪০ টি পায়খানা ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৬৪০ টি পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৭৩৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৮৩৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৫৩৫ টি

পায়খানা ও ৩ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

৩০. রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৭৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৬৬০ টি পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৪৩৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৪৭৬ টি পায়খানা ও ১০ টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০৫ টি পায়খানা ও ১০ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৪১০ টি পায়খানা ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৪২০ টি পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩২৫ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৪০০ টি পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৩৩৫ টি পায়খানা ও ৩ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তণ ও তার সম্ভাব্য প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের ভিতর সবচেয়ে বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে পরিচিত। জলবায়ুজনিত আপদ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, অতিবৃষ্টি, খরা, নদী ভরাট ও ভাঙ্গনের বিস্তার ও পুনরাবৃত্তির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। রামপাল উপকুলীয় উপজেলায় অবস্থিত বিধায় এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকাতে ভবিষ্যতে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবের দ্বারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল বায়ুপ্রবাহ সহ ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাস এলাকার ফসল, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ, গাছপালা, ঘরবাড়ি, অবকাঠামো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি এলাকায় পরিলক্ষীত হয়, যার ফলে বর্ষা মৌসুমে এলাকা প্লাবিত হয়ে পশু সম্পদ ও কৃষি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। একটানা বেশিদিন বৃষ্টির সাথে সাথে নদীর জোয়ারের পানি বৃদ্ধির ফলে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে ফসল, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ, কাঁচা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশনের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। উজানের নদীগুলোর পানি প্রবাহ কমে যাওয়া ও অনাবৃষ্টি সাথেসাথে মানবসৃষ্ট কারণে এলাকার নদীগুলোর নাব্যতা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে, যার ফলে এলাকার কৃষি ও মৎস্য সম্পদ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এলাকাতে অনাবৃষ্টিও পরিলক্ষীত হয়, যার ফলে ব্যবহার উপযোগী পানির অভাবে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ও মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। নিম্নে খাত ভিত্তিক আপদের প্রভাবের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলো:

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	ঘূর্ণিঝড়	কৃষিতে ঘূর্নিঝড়ের প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে আমন, রবিশস্য, খরিপ শস্য, বোরো, পেপে, কুল ও পেয়ারা চাষের মোট ১৭৭১৮ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২১২২ হেক্টর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩১৫০ হেক্টর জমির আমন, ৮৮ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৮৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১০৫৯ হেক্টর জমির আমন, ৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮৮১ হেক্টর জমির আমন, ১৮৯ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য, ৩২ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৯৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮১০ হেক্টর জমির আমন ১৪৯ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৫৫ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		ফলে ২৯৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০৪ হেক্টর জমির আমন, ৪৫০ হেক্টর জমির বোরো, ২৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৭৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৭৭ হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২২২৪ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৯৬ হেক্টর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬২০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬০৩ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	লবণাক্ততা	কৃষিতে লবণাক্ততার প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবনাক্তোতার কারণে আমন, রবিশস্য, খরিপশস্য, বোরো, পেঁপে, কুল ও পেয়ারা চাষের মোট ১৫৮২১ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭৬৯ হেক্টর আমন, ১৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৯০০ হেক্টর জমির আমন, ৯৩ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০১৮ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৮৮৩ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৬২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫৬৭ হেক্টর জমির আমন ধান, ৪০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০২ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৪৮ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬৭০ হেক্টর জমির আমন, ১২৫ হেক্টর জমির বোরো, ১০ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩৮১ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১০২৮ হেক্টর জমির আমন, ১৮০ হেক্টর জমির বোরো, ৩৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০ হেক্টর জমির কূল, ৫০ হেক্টর জমির পেঁপে, ৫০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৬৪ হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৫০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৬২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		• ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ একর জমির আমন, ২০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	বন্যা	**কৃষিতে বন্যার প্রভাব :** রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ বন্যার কারণে আমন, রবিশস্য, খরিপশস্য, বোরো, পেঁপে, কুল ও পেয়ারা চাষের মোট ১৯০৯০ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। • রামপাল উপজেলাতে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৩০০ হেক্টর জমির আমন, ৮০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • পেড়িখালী **ইউনিয়নের** মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৫০০ হেক্টর জমির আমন, ১০০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর জমির আমন ধান, ৪৫ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬০০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২১০০ হেক্টর জমির আমন, ১২০ হেক্টর জমির বোরো, ৩০ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির আমন, ২০০ হেক্টর জমির বোরো, ৮৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৫ হেক্টর জমির কূল, ২০ হেক্টর জমির পেঁপে, ১০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর জমির আমন, ৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭৮০ হেক্টর জমির আমন, ৮৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০০ হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	জলাবদ্ধতা	কৃষিতে জলাবদ্ধতার প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে আমন, রবিশস্য, খরিপশস্য, বোরো, পেঁপে, কুল ও পেয়ারা চাষের মোট ১১৮৩১ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৯৬০ হেক্টর আমন, ৪৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। • পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর জমির আমন, ৩৩ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৮০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০১০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		● হড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৩০ হেক্টর জমির আমন, ১০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৫০ হেক্টর জমির আমন ধান, ১৫ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৪৫ হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির বোরো, ২ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৭০ হেক্টর জমির আমন, ৭০ হেক্টর জমির বোরো, ১০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১ হেক্টর জমির কূল, ৫ হেক্টর জমির পেঁপে, ১০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৫০হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৭০ হেক্টর জমির আমন, ১৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০ একর জমির আমন, ৭ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	অনাবৃষ্টি (খরা)	কৃষিতে খরার প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ খরার কারণে আমন, রবিশস্য, খরিপশস্য, বোরো, পেঁপে, কুল ও পেয়ারা চাষের মোট ৫১৭৭ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০ হেক্টর জমির আমন, ৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৬০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● হড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০ হেক্টর জমির আমন, ১০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৮০০ হেক্টর জমির আমন ধান, ১০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৫০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০০ হেক্টর জমির আমন, ২০ হেক্টর জমির বোরো, ২ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		● বাঁশতলী মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৫০ হেক্টর জমির আমন, ৪৫ হেক্টর জমির বোরো, ১৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২ হেক্টর জমির কূল, ৩ হেক্টর জমির পেঁপে, ৫ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০ হেক্টর জমির আমন, ১০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৪০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০০ হেক্টর জমির আমন, ১৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৪০ হেক্টর জমির আমন, ৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	নদীভরাট	কৃষিতে নদীভরাটের প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে নদীভরাটের কারণে আমন, রবিশস্য, খরিপশস্য, বোরো, পেঁপে, কুল ও পেয়ারা চাষের মোট ৪৮৫৭ হেক্টর জমির ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। রামপাল উপজেলাতে নদীভরাটের কারণে সেচ ও পানি নিস্কাসন কাজ ব্যহত হচ্ছে, যার ফলে, ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০ হেক্টর জমির আমন, ১২০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে **১৫০০** হেক্টর জমির আমন**,** ৮০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৯০ হেক্টর জমির খরিপ-২ শস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০০ হেক্টর জমির আমন, ২০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর জমির আমন ধান, ৩০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৫০ হেক্টর জমির আমন, ২০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৮০০ হেক্টর জমির আমন, ৪০ হেক্টর জমির বোরো, ২ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৫০ হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর জমির আমন, ২৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
মৎস্য	ঘূর্ণিঝড়	মৎস্য সম্পদে **ঘূর্নিঝড়ের** প্রভাব**:** রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে গলদা, বাগদা ও সাদা মাছ চাষের মোট ৬০৮০ হেক্টর জমির মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ১৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৪৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২৫০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● হড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ১৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ১২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ১২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাঁধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া উপজেলাতে আনুমানিক প্রায় ১২০০ জন মৎস্যজিবী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	লবণাক্ততা	মৎস্য সম্পদে লবণাক্ততার প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবণাক্ততার কারণে গলদা, বাগদা ও সাদা মাছ চাষের মোট ৮২৫ হেক্টর জমির মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
	চিংড়ি ভাইরাস	**মৎস্য সম্পদে চিংড়ি ভাইরাসের প্রভাব :** রামপাল উপজেলাতে চিংড়ি ভাইরাসের কারণে গলদা ও বাগদা মাছ চাষের মোট ৫৪০০ হেক্টর জমির মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • **পেড়িখালী** ইউনিয়নের ছোট-বড় **৭৪০ টি** মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		ইউনিয়নের ৮৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● হড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৪০০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে।যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ১৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৪৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাঁধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ১২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
	নদী ভরাট	**মৎস্য সম্পদে নদী ভরাটের প্রভাব :** রামপাল উপজেলাতে নদী ভরাটের কারণে গলদা ও বাগদা মাছ চাষের মোট ৪৭৪৮ হেক্টর জমির মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৪৩০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট **২২৬৪.৪০ হেক্টর** জমির মধ্যে ৩০০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮৫০**হেক্টর** জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৮০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● হড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬৮ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩১২ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৯০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		• উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে।যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩২০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭৫ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাঁধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৪০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ১৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ১২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৩৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। **যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।**
	অনাবৃষ্টি (খরা)	মৎস্য সম্পদে অনাবৃষ্টির (খরা) প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে খরার কারণে গলদা , বাগদা ও সাদা মাছ চাষের মোট ১৩৯৫ হেক্টর জমির মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের Sছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ১৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		- রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। - গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। - বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। - বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। - মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। - ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
গাছপালা	**ঘূর্ণিঝড়**	**গাছপালাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব :** রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ১৩৩৬০৫ টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৫৬৬৩ ফলদ, ৫০৫০ বনজ ও ২৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮২৫০ ফলদ, ১৩৫০ বনজ ও ৬৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১০২৫০ ফলদ, ৪৭৭৫ বনজ ও ২৩৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১০০০০ ফলদ, ৩৬০০ বনজ ও ১৪৬২ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১৩২৫০ ফলদ, ১৩৯৫০ বনজ, ও ৩৫৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩৮৭৫ ফলদ, ৪৩০ বনজ ও ৪৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৬৫০০০ ফলদ, ৯৫০০ বনজ ও ৩০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৭৬৬৩ ফলদ, ৫০৫০ বনজ ও ৩৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৩৬৬৩ ফলদ, ৫০৫০ বনজ ও ৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৬৩ ফলদ, ৩০৫০ বনজ ও ৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	লবণাক্ততা	**গাছপালাতে লবণাক্ততার প্রভাব :** রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবণাক্ততার কারণে ৫৭১৩৪ টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৬৬৩ ফলদ, ৩০৫০ বনজ ও ১৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১২৫০ ফলদ, ৩৩৫০ বনজ ও ৮৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ ফলদ, ৪৭৭৫ বনজ ও ১৩৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ, ১৬০০ বনজ এবং ১৪৬২ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১০২৫০ ফলদ, ১১৯৫০ বনজ ও ২৫৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৮৭৫ ফলদ, ৩১৩০ বনজ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫০০০ ফলদ, ৯৫০০ বনজ ও ৩০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৬৬৬৩ ফলদ, ২০৫০ বনজ এবং ১৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৩৬৬৩ ফলদ, ৫০৫০ বনজ ও ১৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৬৩ ফলদ, ৩০৫০ বনজ ও ২৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	জলাবদ্ধতা	গাছপালাতে জলাবদ্ধতার প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ৩৬৩৯০ টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ, ১৫০০ বনজ ও ১১০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ, ২০০০ বনজ এবং ৫০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২৪০০ ফলদ, ২৭৭৫ বনজ এবং ১০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১১০০ ফলদ, ১২০০ বনজ ও ৮০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২০০০ ফলদ, ৪০০০ বনজ ও ২০৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১৮৭৫ ফলদ, ২১৩০ বনজএবং ৪৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩০০০ ফলদ, ২৫০০ বনজ ও ৫০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২০৬০ ফলদ, ১০৫০ বনজ এবং ১২৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		- মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১২০০ ফলদ, ২০০০ বনজ ও ৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৮০০ ফলদ, ৯০০ বনজ গাছ ও ১২০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	অনাবৃষ্টি (খরা)	**গাছপালাতে খরার প্রভাব :** রামপাল উপজেলাতে খরার কারণে ৩২০০০ টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ, ৮০০ বনজ ও ১০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ, ২০০০ বনজ ও ৫০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২৪০০ ফলদ, ১৫০০ বনজ ও ১০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৯০০ ফলদ, ১০০০ বনজ ও ৮০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২০০০ ফলদ, ২০০০ বনজ ও ১৫০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১৮৭৫ ফলদ, ২১৩০ বনজ ও ৪৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩০০০ ফলদ, ২৫০০ বনজ গাছ ২০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৫০০ ফলদ, ৮০০ বনজ ও ১০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১২০০ ফলদ, ২০০০ বনজ ও ৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। - ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৮০০ ফলদ, ৯০০ বনজ এবং ১৪০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পশুসম্পদ	ঘূর্ণিঝড়	**পশুসম্পদে** ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ২৩১০০ টি গবাদিপশু ও ৫৩৮৮২ টি পাখির ক্ষতি হতে পারে। - রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৫৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৭৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি, - পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৪২০ গরু, ১০৭০ ছাগল, ৫৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ২২০০ হাঁস, ১৬৮০ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, - হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ ও বন্য পশুপাখি, - উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৬৩০ হাঁস, ২৭১২ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, - রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৪৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি ও ৪৫০ বন্য পশুপাখি, - গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৭২৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, - বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৫৩৭ গরু, ২৬৭৫ ছাগল, ২৮৩ ভেড়া, ২০০ মহিষ, ৫২৫

খাতসমূহ	**আপদ**	**বর্ণনা**
		শুকর, ৬৩৮৭ হাঁস, ১৬৬০০ মুরগি ও ৯৮৭ বন্য পশুপাখি, ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৪২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৬২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি ও ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৫২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	লবণাক্ততা	পশুসম্পদে লবণাক্ততার **প্রভাব** : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবণাক্ততার কারণে ৭১৬৭ টি গবাদিপশুর ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৫০ গরু, ৩৬০ ছাগল, ও ২০ মহিষের, ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৪৪০ গরু, ৭৫২ ছাগল, ১৫০ মহিষ, ২৩ শুকরের, ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৪০৪ গরু, ৩০৭ ছাগল ও ৩০ মহিষের, ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২০৭ গরু, ৫৭৬ ছাগল, ২১০ মহিষ ও ৫২ শুকরের, ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০০ গরু, ১১০০ ছাগল ও ২০ শুকরের, ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৫০ গরু, ১০০০ ছাগল, ৫০০ ভেড়া, ৫০০ মহিষ ও ১৫০ শুকরের, ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২৭৫ গরু, ৫৫০ ছাগল, ৭৫ ভেড়া, ১০০ মহিষ ও ১২৫ শুকরের, ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩০০ গরু, ৪৭০ ছাগল ও ১৫ মহিষের, ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২০৪ গরু, ৫০৭ ছাগল, ২৬০ ভেড়া ও ২০ মহিষের ও ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৩০০ গরু, ৪৫০ ছাগল ও ২০ মহিষের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।
	বন্যা	পশুসম্পদে **বন্যার প্রভাব** : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ বন্যার কারণে ৮৬১৫ টি গবাদিপশুর ক্ষতি হতে পারে। রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে- ● রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ২০০ গরু, ৩০০ ছাগল, ৫২ ভেড়া ও ২০ মহিষের, ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৩৪০ গরু, ১৫২ ছাগল, ৭০ ভেড়া, ৫০ মহিষ ও ২৩ শুকরের, ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১০৪ গরু, ৪০৭ ছাগল, ১৬০ ভেড়া ও ১০ মহিষের, ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১০৭ গরু, ৪৭৬ ছাগল, ৭০ ভেড়া, ৭০ মহিষ ও ৫২ শুকরের, ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১০০ গরু, ৯০০ ছাগল, ১০০ ভেড়া ও ৩০ শুকরের, ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৫০ গরু, ৮০০ ছাগল, ২০০ ভেড়া, ১২০ মহিষ ও ১১০ শুকরের, ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২৭৫ গরু, ৪৫০ ছাগল, ৫৫ ভেড়া, ২০ মহিষ ও ১২৫ শুকরের, ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২০০ গরু, ৪৭০ ছাগল, ১০০ ভেড়া ও ১৫ মহিষের, ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২০৪ গরু, ৫০৭ ছাগল, ১৬০ ভেড়া ও ৩০ মহিষের ও ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ২০০ গরু, ৪৫০ ছাগল, ১৫০ ভেড়া ও ৪০ মহিষের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।
	জলাবদ্ধতা	**পশুসম্পদে** জলাবদ্ধতার প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ৩০৬৭ টি গবাদিপশুর ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ১০০ গরু, ১৫০ ছাগল, ৪২ ভেড়া ও ১০ মহিষের, ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৪০ গরু, ১৫২ ছাগল, ৪০ ভেড়া, ২০ মহিষ, ২৩ শুকরের, ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১০৪ গরু, ৩০৭ ছাগল, ৬০ ভেড়া ও ১০ মহিষের,

খাতসমূহ	**আপদ**	**বর্ণনা**
		• উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১০৭ গরু, ৩৭৬ ছাগল, ৩০ ভেড়া, ১০ মহিষ ও ৫২ শুকরের, • রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১০০ গরু, ৫০০ ছাগল, ৭০ ভেড়া ও ২০ শুকরের, • গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৫০ গরু, ৫০০ ছাগল, ১০০ ভেড়া, ২০ মহিষ ও ৬০ শুকরের, • বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৭৫ গরু, ৩৫০ ছাগল, ৪৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ ও ২৫ শুকরের, • বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১০০ গরু, ৩৭০ ছাগল, ৭০ ভেড়া ও ১৫ মহিষের, • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১০৪ গরু, ৫০৭ ছাগল, ৬০ ভেড়া ও ২০ মহিষের ও • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০ গরু, ৩৫০ ছাগল, ৫০ ভেড়া ও ৩০ মহিষের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	**ঘূর্ণিঝড়**	মানুষের স্বাস্থ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ৩.৬৭% লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ভাইরাসজনিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে • পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে • হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে • রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে • গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে • বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে • বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	লবণাক্ততা	**মানুষের স্বাস্থ্যে লবণাক্ততার প্রভাব:** রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবণাক্ততার কারণে ৩.৫৭%লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ভাইরাসজনিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	বন্যা	মানুষের স্বাস্থ্যে বন্যার প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ বন্যার কারণে ৩.৭৫%লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ভাইরাসজনিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		• বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে • বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	জলাবদ্ধতা	মানুষের স্বাস্থ্যে জলাবদ্ধতার প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ২.৮২%লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ভাইরাসজনিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে • পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে • হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে • রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে • গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে • বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে • বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি ও	**ঘূর্ণিঝড়**	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা		আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ২১১১৬ টি পাকা,আধাপাকা , কাঁচা পায়খানা ও ৫৮ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৫২৫ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ৪টি পুকুরের পানি, ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৭৬০ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৬০০টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৬৬৬টি কাঁচা, ১০টি পুকুরের পানি ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০০০ টি কাঁচা, ৫ পাকা পায়খানা ১০ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৫০০ টি কাঁচা, ১০০ আধাপাকা, ৩০ পাকা পায়খানা ৮ টি পুকুরের পানি ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫০০ টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৭০০টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৮০০ টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ২৫০০ টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৩ টি সঙরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
	লবণাক্ততা	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর লবণাক্ততার প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবণাক্ততার কারণে ২০০ টি নলকুপ ও ৫৩ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৪টি পুকুরের পানি ও ৩০টি নলকুপ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের ২ টি নলকুপ ও ৬ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের ৩০ টি নলকুপ ও ৩ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের ৩ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের ২৫ টি নলকুপ ৪ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের ২৫ টি নলকুপ ও ৭ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের ৩৫ টি নলকুপ ও ৯ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের ৩০ টি নলকুপ ও ৪ টি পুকুরের পানি, সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের ৩২ টি নলকুপ ও ৫ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের ৩০ টি নলকুপ ও ৮ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
	বন্যা	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর বন্যার প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ বন্যার কারণে ৬২০৬ টি পাকা, আধাপাকা, কাঁচা পায়খানা ও ৬০ টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		• রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৫২৫ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ৪ টি পুকুরের পানি • পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৯৬০ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি • হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৬০০ টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০ টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি • উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৬৬৬ টি কাঁচা, ১০টি পুকুরের পানি • রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০০ টি কাঁচা, ৫ পাকা পায়খানা ১০ টি পুকুরের পানি • গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫০০ টি কাঁচা, ১০ আধাপাকা, ৩০ পাকা পায়খানা ৮ টি পুকুরের পানি • বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৫০০ টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি • বাইনতলা ইউনিয়নের মোট৭০০টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি • মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৮০০ টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি • ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৫০০ টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৩ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
অবকাঠামো	**ঘূর্ণিঝড়**	অবকাঠামোর উপর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ৩৮১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, স্বাস্থকেন্দ্র, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, ব্রিজ, সরকারি- বেসরকারি অফিস ও ১২৩ কি:মি: কাঁচা ও আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসজিদ, ১০ টি মন্দির, ১ টি গির্জা, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১১ টি মসজিদ, ৪ টি মন্দির, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ৩ টি কালভার্ট, ২ টি ব্রিজ, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মাদ্রাসা, ২৩ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ১৪ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থকেন্দ্র, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ৩৮ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি হাসপাতাল, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ৫ টি ব্রিজ, ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৬ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি গির্জা, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১ টি ক্লিনিক, ১৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১ টি ক্লিনিক, ৪ টি পুল, ১৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৯ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১ টি ক্লিনিক, ৪ টি পুল, ১৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
	বন্যা	অবকাঠামোর উপর বন্যার প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ বন্যার কারণে ৩৭৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, স্বাস্থকেন্দ্র, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, ব্রিজ, সরকারি- বেসরকারি অফিস ও ১০৪ কি:মি: কাঁচা ও আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসজিদ, ১০ টি মন্দির, ১ টি গির্জা, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১১ টি মসজিদ, ৪ টি মন্দির, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ৩ টি কালভার্ট, ২ টি ব্রিজ, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মাদ্রাসা, ২৩ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ১৪ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থকেন্দ্র, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ৩৮ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি হাসপাতাল, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ৫ টি ব্রিজ, ৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৬ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১১ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি গির্জা, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১ টি ক্লিনিক, ১০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯ টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র,

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ১২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ১১ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
	জলাবদ্ধতা	অবকাঠামোর উপর জলাবদ্ধতা প্রভাব : রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ৩০৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থকেন্দ্র, সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ১১৮কি:মি: কাঁচা ও আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ১০ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১টি গির্জা, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ৭ টি মসজিদ, ৪ টি মন্দির, ১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ৩ টি কালভার্ট, ২ টি ব্রিজ, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৭ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা, ১২ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৬ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি স্বাস্থকেন্দ্র, ৪টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা, ১৮ টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ১০ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি হাসপাতাল, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ৫টি ব্রিজ, ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৬ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি গির্জা, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ১৩কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ১৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারনসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
লবণাক্ততার কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭৬৯ হেক্টর আমন, ১৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৯০০ হেক্টর জমির আমন, ৯৩ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৮৮৩ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫৬৭ হেক্টর জমির আমন ধান, ৪০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬৭০ হেক্টর জমির আমন, ১২৫ হেক্টর জমির বোরো, ১০ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১০২৮ হেক্টর জমির আমন, ১৮০ হেক্টর জমির বোরো, ৩৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০ হেক্টর জমির কূল, ৫০ হেক্টর জমির পেঁপে, ৫০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৬৪ হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৫০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ একর জমির আমন, ২০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	>নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে। >নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। >অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করার কারণে।	>জলোচ্ছ্বাসের কারণে লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে। >নদীতে জোয়ারের পানি বেশি হওয়ার কারণে। >স্লুইসগেট ও মেইন গেট না থাকার কারণে। >লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। >লবণ পানি ইচ্ছাকৃতভাবে ধরে রাখার কারণে। >নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকার কারণে।	>সরকারিভাবে ফারাক্কা বাঁধ অপসারণের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। >পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে। >দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়। >এলাকার জনগন সচেতন নয়।
লবণাক্ততার কারণে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৬৬৩ ফলদ গাছ ৩০৫০ বনজ গাছ এবং ১৭৫০ ঔষধি গাছের, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১২৫০ ফলদ গাছ ৩৩৫০ বনজ গাছ এবং ৮৮৭ ঔষধি গাছের, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ গাছ ১৬০০ বনজ গাছ এবং ১৪৬২ ঔষধি গাছের, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১০২৫০ ফলদ গাছ ১১৯৫০ বনজ গাছ এবং ২৫৮৭ ঔষধি গাছের, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৮৭৫ ফলদ গাছ ৩১৩০ বনজ গাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছের, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫০০০ ফলদ গাছ ৯৫০০ বনজ গাছ, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৩০০০ ঔষধি গাছের, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৬৬৬৩ ফলদ গাছ ২০৫০ বনজ গাছ এবং ১৭৫০ ঔষধি গাছের, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৩৬৬৩ ফলদ গাছ ৫০৫০ বনজ গাছ এবং ১৭৫০ ঔষধি গাছের, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৬৩	>অপরিকল্পিত ভাবে ঘের করার কারণে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >নদীতে স্লুইসগেট না থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। >লবণ পানি বদ্ধ হয়ে থাকার	>গাছের গোড়ায় লবণ পানি জমে থাকার কারণে। >নদী ভরাট হয়ে লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করার কারণে। >এলাকায় ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >জলোচ্ছ্বাসের লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে।	>পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে। >দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ফলদ গাছ ৩০৫০ বনজ গাছ এবং ২৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	কারণে।	>নদীর তলদেশ উচু হয়ে জোয়ারের পানি বেশি হওয়ার কারণে।	
লবণাক্ততার কারণে পশুসম্পদে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৪৫০ টি গরু, ৩৬০ টি ছাগল, ১৫২ টি ভেড়া, ২০ টি মহিষের, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১০৪০ টি গরু, ৫৫২ টি ছাগল, ৯০ টি ভেড়া, ১৫০ টি মহিষ, ২৩ টি শুকরের, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৪০৪ টি গরু, ৫০৭ ছাগল, ২৬০ ভেড়া, ৩০ মহিষের, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩০৭ গরু, ৫৭৬ ছাগল, ১২০ ভেড়া, ২১০ মহিষ, ৫২ টি শুকরের, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০০ টি গরু, ১১০০ টি ছাগল, ২০০ টি ভেড়া, ২০ টি শুকরের, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৭৫০ টি গরু, ১০০০ টি ছাগল, ৫০০ টি ভেড়া, ৫০০ টি মহিষ, ১৫০ টি শুকরের, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৪৭৫ টি গরু, ৫৫০ টি ছাগল, ৭৫ টি ভেড়া, ১০০ টি মহিষ, ১২৫ টি শুকরের, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৪০০ টি গরু, ৪৭০ টি ছাগল, ১৭০ টি ভেড়া, ১৫ টি মহিষের, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৪০৪ টি গরু, ৫০৭ টি ছাগল, ২৬০ টি ভেড়া, ২০ টি মহিষের, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৪০০ টি গরু, ৪৫০ টি ছাগল, ২৫০ টি ভেড়া, ২০ টি মহিষের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	>অপরিকল্পিত ভাবে লবণ পানির ঘের করার কারণে। >নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। >নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে।	> নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার কারণে। > এলাকায় ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >জলোচ্ছাসের লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে। >স্লুইসগেট ও মেইনগেট না থাকার কারণে।	>পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে। >চিংড়ি চাষ ছাড়া বিকল্প কোন জীবিকা না থাকার কারণে। >দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়।
লবণাক্ততার কারণে মানুষের স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততা কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক	>নদীতে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >নদীর লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করার কারণে। >এলাকায় লবণ পানির ঘের করার কারণে। >খাবার পানির সংকটের কারণে। > সচেতনতার অভাব	>এলাকায় সুপেয় পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে। >লবণ পানি বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	>স্বার্থপর ও লোভী মৎস্য চাষীদের অসচেতনতার কারণে। >পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকায়। >সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকার কারণে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।			
লবণাক্ততার কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা	>অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চিংড়ির চাষ করার কারণে। > জলাবদ্ধতার কারণে। > লবণ পানি ইচ্ছাকৃতভাবে বদ্ধ করে রাখার কারণে। > মাটিতে অতিরিক্ত লবনের কারণে।	> নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে। >নদী ও খালের পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >নদী ও খালগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্লুইসগেট না থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।	>মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকার কারণে। >মৎস্য গবেষনা কেন্দ্র না থাকার কারণে। >স্বার্থলোভী মৎস্য চাষীদের অসচেতনতার কারণে। >এনজিও ও দাতা গোষ্টির সুদৃষ্টি না থাকায়।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।			
লবণাক্ততার কারণে বসত বাড়ির উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ২০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৫ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৪০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০টি পাকা ঘরবাড়ি, ৬০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৫০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ৩০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ২৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৭০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, বাইনতলা ইউনিয়নে মোট ২৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৩০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে মোট ৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে মোট ৬০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৩০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	>এলাকায় সর্বদা লবণ বিরাজ করায়। >নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকায়। > নিম্ন ভূমিতে বসত বাড়ি নির্মাণ করায়।	> স্লুইসগেট না থাকার কারণে। > লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য ঘের করার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	> সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি না থাকার কারণে। > স্থানীয় জনগনের সচেতনতার অভাব।
লবণাক্ততার কারণে পানি ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৪টি পুকুরের পানি ও ৩০টি নলকুপ, পেড়িখালী ইউনিয়নের ২ টি নলকুপ ও ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের ৩০টি নলকুপ ও ৩ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের ৩টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের ২৫টি নলকুপ ৪ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ৩০টি নলকুপ ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের ৩০টি নলকুপ ও ৮ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের ৩০টি নলকুপ ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের ৩০টি	> পুকুরের পাড় উঁচু ও মজবুত না হওয়ার কারণে। > এলাকায় সর্বদা লবণ বিরাজ করায়। > এলাকায় লবণ পানি বদ্ধ থাকার কারণে।	> স্লুইচগেটের ব্যবস্থা না থাকায়। > লবণ পানি নিস্কাশনের জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে লবণ পানির ঘের করার কারণে।	> সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি না থাকার কারণে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
নলকুপ ও ৫ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের৩০টি নলকুপ ও ৮ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।	> নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকায়।		
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২১২২ হেক্টর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩১৫০ হেক্টর জমির আমন, ৮৮ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৮৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১০৫৯ হেক্টর জমির আমন, ৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮৮১ হেক্টর জমির আমন, ১৮৯ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য, ৩২ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৯৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮১০ হেক্টর জমির আমন ১৪৯ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৫৫ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৯৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০৪ হেক্টর জমির আমন, ৪৫০ হেক্টর জমির বোরো, ২৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৭৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩৪২ হেক্টর জমির আমন ২৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০ হেক্টর জমির খরিপ শস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২২২৪ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৭৯৬ হেক্টর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬২০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৬০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬০৩ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্ততিমুলক পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে। > সমুদ্র উপকুলে নিম্নচাপের কারণে। > বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। > গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে। > বায়ু দুষণের কারণে। > প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা না থাকার কারণে। > সামাজিক বনায়নের পরিকল্পনা না থাকার কারণে। > ঘূর্ণিঝড় সহনশীল গাছপালা না থাকার কারণে। > কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকার কারণে। > কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকার কারণে। > ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অবহেলার কারণে। > কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গাছপার সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৫৬৬৩ ফলদ গাছ ৫০৫০ বনজ গাছ এবং ২৭৫০ ঔষধি গাছের, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৮২৫০ ফলদ গাছ ৩১৩৫০ বনজ গাছ এবং ৬০৮৭	> পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > বায়ু দূষনের কারণে।	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা না থাকার কারণে। > সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে	> বন বিভাগের সুদৃষ্টি না থাকার কারণে। > সরকারিভাবে সামাজিক

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ঔষধি গাছের, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১০০০০ ফলদ গাছ ১৩৬০০ বনজ গাছ এবং ১৪৬২ ঔষধি গাছের, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ১৩২৫০ ফলদ গাছ ১৩৯৫০ বনজ গাছ এবং ৩৫৮৭ ঔষধি গাছের, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩৮৭৫ ফলদ গাছ ৪১৩০ বনজ গাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছের, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ২৬৫০০০ ফলদ গাছ ৯০৫০০ বনজ গাছ বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৩০০০ ঔষধি গাছের, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৭৬৬৩ ফলদ গাছ ৫০৫০ বনজ গাছ এবং ৩৭৫০ ঔষধি গাছের, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৩৬৬৩ ফলদ গাছ ৫০৫০ বনজ গাছ এবং ১৭৫০ ঔষধি গাছের, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৬৩ ফলদ গাছ ৩০৫০ বনজ গাছ এবং ২৭৫০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। > গ্রীনহাউজ গ্যাসের প্রভাবের কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।	জনগন সচেতন নয়। > অবাধে বৃক্ষ নিধন করার কারণে। > ব্যক্তি উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন না করার কারণে।	বনায়ন তৈরীরে কোন পদক্ষেপ না থাকায় > এলাকায় বড় বড় গাছ না থাকায়।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ঘর-বাড়ির সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০7 সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ৩০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৫টি পাকা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৮০০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৮০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২৭৫০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৪টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ২৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ১৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, বাইনতলা ইউনিয়নে মোট ৩০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে মোট ৪০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৫ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে মোট ৪০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৩০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা না থাকার কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। > পর্যাপ্ত পরিমাণে বনজ গাছ না থাকার কারণে। > অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঁচা। > অধিকাংশ মানুষ দরীদ্র। > ঘরবাড়িগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি।	> সমুদ্র উপকূলে বসবাসের কারণে। > পরিবেশ দুষনের কারণে। > অতিরিক্ত খরার কারণে। > ঘরের খুটিগুলো মজবুত না হওয়ার কারণে। > দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন কার্যক্রম না থাকায়।	> বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ না করার কারণে। > ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি না থাকার কারণে। > পর্যাপ্ত বনভূমি না থাকার কারণে। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক ঘরবাড়ি তৈরির বিধিমালার অভাব। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সুদৃষ্টির অভাব।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০7 সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি	>অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চিংড়ির চাষ করার কারণে। > জনগনের সচেতনতার অভাবে। > ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সময়মত না পাওয়া।	>নদী ও খালের পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। > মাছের বাজারের শক্ত অবকাঠামোর অভাব	> মৎস্য বিভাগের সজাগ দৃষ্টি না থাকায়। >স্বার্থলোভী মৎস্য চাষীদের অসচেতনতার কারণে। >এনজিও ও দাতা গোষ্টির সুদৃষ্টি না থাকায়।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া উপজেলাতে আনুমানিক প্রায় ১২০০ জন মৎস্যজিবী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।			

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অবকাঠামোর উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: **রামপাল** উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ১৫টি মসজিদ, ১০টি মন্দির, ১টি গির্জা, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ১১টি মসজিদ, ৪টি মন্দির, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬টি আশ্রয়কেন্দ্র, ৩টি কালভার্ট, ২ টি ব্রিজ, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ১৫টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তার, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা, ২৩টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ২ টি আশ্রয়কেন্দ্র, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ১৪টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ২ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থকেন্দ্র, ৪টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা, ৩৮টি মসজিদ, ২ টি মন্দির, ১৪টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি হাসপাতাল, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫টি কালভার্ট, ৫টি ব্রিজ, ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৬ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৩কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তার বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি গির্জা, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ১৩কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তার, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ১৫কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তার, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ১৩কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তার, আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	> রাস্তাগুলো নীচু ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার কারণে। > শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো গুলো দুর্বল হওয়ায়। > শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি।	> রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁচা ও নীচু স্থানে হওয়ার কারণে।	> সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরির বিধিমালার অভাব। > ঘরের উপকরণগুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল নয়।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ২৫২৫টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ৪টি পুকুরের পানি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ২৭৬০ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৬০০টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০ টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২৬৬৬টি কাঁচা, ১০টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০০০ টি কাঁচা, ৫ পাকা পায়খানা ১০ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা	> বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায়। > সমুদ্রে নিম্নচাপের কারণে। > আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে।	> বিদ্যুতের খুটিগুলো মজবুত না হওয়ায়। > গাছপালা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে। > গাছপালা নিধনের কারণে।	> পল্লী বিদ্যুৎ লাইন ও খুটি সংস্কারের অভাব। > অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ইউনিয়নের মোট ১৫০০ টি কাঁচা, ১০০ আধাপাকা, ৩০ পাকা পায়খানা ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫০০ টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৭০০টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৮০০ টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ২৫০০ টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৩ টি সঙরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।			
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৭৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৭২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি, ৬০০ ও বন্য পশুপাখি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ ও বন্য পশুপাখি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৬৩০ হাঁস, ২৭১২ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৪৫০ ও বন্য পশুপাখি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১২২৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২৫৩৭ গরু, ২৬৭৫ ছাগল, ২৮৩ ভেড়া, ২০০ মহিষ, ৫২৫ শুকর, ৬৩৮৭ হাঁস, ১৬৬০০ মুরগি, ৯৮৭ বন্য পশুপাখি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ৭২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি, ৬০০ ও বন্য পশুপাখি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৭২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি, ৬০০ ও বন্য পশুপাখি ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৭২০ গরু, ৯৭০ ছাগল, ৩৮ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরগি, ৬০০ ও বন্য পশুপাখি, ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	> গোয়াল ঘরগুলো কাঁচা হওয়ায়। > গোয়াল ঘর তৈরির উপকরণগুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল না হওয়ার কারণে।	> নিরাপদ স্থানের অভাব। > আহত প্রানীদের চিকিৎসা দানের অভাব।	> গবাদিপশুর আশ্রয়কেন্দ্র না থাকার কারণে। > পশুসম্পদ বিভাগের পশুসংরক্ষনের নীতিমালার অভাব।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
মানুষের স্বাস্থ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> খাবার পানির সংকটের কারণে। > সচেতনতার অভাব >পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসেবা না থাকা	>এলাকায় সুপেয় পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > লবণ পানি বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে। >পানি নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	>পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকায়। >সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকার কারণে।
নদীভরাটের কারণে মৎস্য সম্পদের উপর ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে নদী ভরাট কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৭৫০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে	> নদীতে পলি পড়ার কারণে মাছের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। > নদী ও খাল ভরাটের ফলে মৎস্য চাষযোগ্য জমিতে সঠিক সময়ে পানি না পাওয়ার কারণে। > নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে।	> খালখনন না করার কারণে। > নদী ও খালের গভীরতা না থাকার কারণে। > সরকারি খালগুলোতে বে-আইনীভাবে বাঁধ দেওয়ার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার কারণে।	> উপজেলা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি না থাকার কারণে। > ফারাক্কা বাঁধ দেওয়ার করনে। > নদীর স্রোত না থাকায়। > সরকারিভাবে পদক্ষেপ না

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।	> পলি অপসারণের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > উজানের পানি মৌসুমী ঢল না থাকার কারণে।		নেওয়ায়।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
নদীভরাটের কারণে কৃষিকাজের উপর ক্ষতি: নদীভরাটের কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ৫৭০ হেক্টর আমন, ৬০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির আমন, ৯৩ হেক্টর জমির রবিশস্য, ১০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ৪৫০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর জমির আমন ধান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর জমির আমন, ১২৫ হেক্টর জমির বোরো, ১০ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাঁশতলী মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৫০ হেক্টর জমির আমন, ১৮০ হেক্টর জমির বোরো, ৩৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৫ হেক্টর জমির কূল, ৫০ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০ হেক্টর জমির আমন, ১৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ৯৬০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০5 হেক্টর জমির মধ্যে ২০০ হেক্টর জমির আমন, ২০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	> নদীর গভীরতা না থাকার কারণে। > অধিক পরিমাণে পলি জমার কারণে। > অধিকাংশ খালে বাঁধ দেওয়ার কারণে।	> অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার কারণে। > খাল খনন না করার কারণে। > অতি বৃষ্টির কারণে। > নদীর নাব্যতা না থাকার কারণে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকায়। > স্থানীয় জনগনের সহেতনতার অভাব। > ফারাক্কা পানি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে। > সরকারি উদ্যোগ না থাকার কারণে।
চিংড়ি ভাইরাসের কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে চিংড়ি ভাইরাসের কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৬৩২.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ, প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাঁধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৮০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পেড়িখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২২৬৪.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৭০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৭০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৮৫০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। হুড়কা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৩৬০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১১০১.৬০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উজলকুড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ২৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৯৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ	> ভাইরাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন নয়। > পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে। > ভাইরাস লাগার সাথে সাথে সনাক্ত করতে না পারা। > অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে। > পানি দূষিত হওয়ার কারণে। > লবণ পানি দীর্ঘ সময় বদ্ধ করে রাখার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করার কারণে।	> মাটি দূষিত হওয়ার কারণে। > রেনু পোনার ভাইরাস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার কারণে। > মাটির খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > ঘেরের পানি শুকানোর ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	> খাদ্য অধিদপ্তরের সঠিক পদক্ষেপ না থাকায়। > এলাকায় ভাইরাস গবেষণা কেন্দ্র না থাকায়। > মাছের অপরিপক্ক ডিম হতে পোনা উৎপাদন করে বাজারজাত করার কারণে। > সরকারি সহযোগীতার অভাব। >ভাইরাস মুক্ত রেনু পোনার সরবরাহ না থাকা।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনগর ইউনিয়নে ছোট-বড় ৬৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৯৮৯ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।গৌরম্ভা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৩৪৬.৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।বাঁশতলী ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৮৫.২৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৫০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।বাইনতলা ইউনিয়নে ছোট-বড় ৪৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৪২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৪০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৭০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে ছোট-বড় ১৩০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৯৭.৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ২০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ২৫ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ১০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে ছোট-বড় ৫৭০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৪৫.১০ হেক্টর জমির মধ্যে ৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ, ৬০ হেক্টর জমির গলদা মাছ ৮০ হেক্টর জমির বাগদা মাছ চাষ ব্যাহত হওয়া সহ প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও অবাধ বিচরণ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।			

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
বন্যার কারণে কৃষি সম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৩০০ হেক্টর জমির আমন, ৮০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৫০০ হেক্টর জমির আমন, ১০০ হেক্টর জমির রবিশস্য, ২০০ হেক্টর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৭৬৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির আমন, ৫০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর জমির আমন ধান, ৪৫ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬০০ হেক্টর জমির আমন, চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৩৩৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২১০০ হেক্টর জমির আমন, ১২০ হেক্টর জমির বোরো, ৩০ হেক্টর জমির পেঁপে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাঁশতলী মোট ২০৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর জমির আমন, ২০০ হেক্টর জমির বোরো, ৮৫ হেক্টর জমির রবিশস্য, ৫ হেক্টর জমির কূল, ২০ হেক্টর জমির পেঁপে, ১০ হেক্টর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ১৩২৮ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর জমির আমন, ৪০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ২৭০১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭৮০ হেক্টর জমির আমন, ৮৫ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০০5 হেক্টর জমির মধ্যে ৭০০ হেক্টর জমির আমন, ৩০ হেক্টর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে > বন্যার সতর্কবার্তা সময়মত না পৌঁছানোর কারণে। >লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল কৃষি চাষের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে ফসলের জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করার কারণে।	> সরকারিভাবে খালগুলো ইজারা দেওয়া ও অবৈধ ভাবে দখল করে ঘের করার কারণে। > খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। > বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা না থাকা। > পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে। > গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে।	> সরকারিভাবে খাল ও নদী পুন: খননের কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। > ভারতের সাথে ফারাক্কা পানি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায়।
বন্যার কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে , হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে. উজলকুড়	> প্রতিটি গ্রামে ১ টি করে সংরক্ষিত পুকুর থাকতে হবে। > সচেতনতা বৃদ্ধি করা > ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা	> গভীর নলকুপ বসাতে হবে। > এলাকায় বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। > ডাক্তারদের দুর্যোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	> উপজেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনদের সুদৃষ্টি রাখতে হবে। >বন বিভাগের সুদৃষ্টি রাখতে হবে। > ইউনিয়ন পরিষদের সুদৃষ্টি

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে. রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	করা > গ্রাম্য ডাক্তারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা		রাখতে হবে।
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর বন্যার প্রভাব: রামপাল উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৫২৫ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ও ৪ টি পুকুরের পানি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৯৬০ টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৬ টি পুকুরের পানি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৬০০ টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০ টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ২০০ টি কাঁচা, ৫ পাকা পায়খানা ১০ টি পুকুরের পানি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ৫০০ টি কাঁচা, ১০ আধাপাকা, ৩০ পাকা পায়খানা ৮ টি পুকুরের পানি, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ৫০০ টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা, ২০ পাকা পায়খানা ও ৫ টি পুকুরের পানি, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট৭০০টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ৮০০ টি কাঁচা, ২৫ টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৪ টি পুকুরের পানি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৫০০ টি কাঁচা, ২৫টি আধাপাকা, ১০টি পাকা পায়খানা ও ৩ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।	>অধিকাংশ ঘর-বাড়ি গুলো কাঁচা এবং নিচু। >এলাকার মানুষের সক্ষমতা কম থাকায়। > পায়খানা কাঁচা হওয়া	>পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থা না থাকা। >ভেড়িবাধ না থাকা।	> সরকারিভাবে খাল ও নদী পুন: খননের কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। > উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ফান্ডের সীমাবদ্ধতা
জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি সম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩৫৩৮একর ফসলি জমির মধ্যে ১০০ একর জমির আমন, ৭০ একর জমির রবিশস্য, ১০ একর জমির পেঁপে, ৭ একর জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার	> অতি বৃষ্টির কারণে। > পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকার কারণে।	> স্লুইচগেরট না থাকার কারণে। > পানি সরবরাহ করার জন্য	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থকা। > কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ফলে ২৫০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৫২৫০একর ফসলি জমির মধ্যে ৩০০ একর জমির আমন, ৪০ একর জমির রবিশস্য, ৫০ একর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০৫৫একর ফসলি জমির মধ্যে ৪০০ একর জমির আমন, ৫০ একর জমির রবিশস্য, ৩০ একর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩০১৮ একর ফসলি জমির মধ্যে ২০০ একর জমির আমন, ৮০ একর জমির রবিশস্য, ৫০ একর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩১৩৫একর ফসলি জমির মধ্যে ২০০ একর জমির আমন, ৫০ একর জমির রবিশস্য, ৩০ একর জমির খরিপশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার কারণে। > নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে।	কালভার্ট না থাকার কারণে। > অধিকাংশ ফসলী জমি নীচু হওয়ার কারণে। > স্লুইচ গেটের মুখে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে।	থাকা। > স্লুইসগেট স্থাপনের জন্য এলজিইডি’র কোন পদক্ষেপ না থাকা। > স্থানীয় জনগোষ্টির সচেতনতার অভাবে।
জলাবদ্ধতার কারণে গাছপালার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ গাছ ১৫০০ বনজ গাছ এবং ১১০০ ঔষধি গাছের, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১০০০ ফলদ গাছ ২০০০ বনজ গাছ এবং ৫০০ ঔষধি গাছের, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১১০০ ফলদ গাছ ১২০০ বনজ গাছ এবং ৮০০ ঔষধি গাছের, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ২০০০ ফলদ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ২০৮৭ ঔষধি গাছের, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১৮৭৫ ফলদ গাছ ২১৩০ বনজ গাছ এবং ৪৭৫ ঔষধি গাছের, গৌরম্ভা, মোট ৩০০০ ফলদ গাছ ২৫০০ বনজ গাছ বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ২০০০ ঔষধি গাছের, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২০৬০ ফলদ গাছ ১০৫০ বনজ গাছ এবং ১২৫০ ঔষধি গাছের, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১২০০ ফলদ গাছ ২০০০ বনজ গাছ এবং ৭৫০ ঔষধি গাছের, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ৮০০ ফলদ গাছ ৯০০ বনজ গাছ এবং ১২০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা না থাকা > নিচু এলাকা > ঘেরে বাঁধপাটা থাকা/ >জলাবদ্ধতা সহনশীল গাছ না থাকা	> খাল ও নদী ভরাট হয়ে যাওয়া > কালভার্ট না থাকা > পর্যাপ্ত স্লুইসগেট না থাকা >সুইচগেট ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় না থাকা > গাছ লাগানোর জন্য বিকল্প স্থান সা থাকা	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি কম থাকা > দাতাগোষ্ঠির সুদৃষ্টি কম থাকা > জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সুদৃষ্টি কম থাকা
জলাবদ্ধতার কারণে ঘরবাড়ির উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে রামপাল সদর ইউনিয়নে মোট ২০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৫ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ৪০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০টি পাকা ঘরবাড়ি, ৬০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ১৫০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ৩৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, গৌরম্ভা ইউনিয়নের ৩০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, বাঁশতলী ইউনিয়নে মোট ২৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৭০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, বাইনতলা ইউনিয়নে মোট ২৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা	বাড়ির উঠান ও বাড়ির ভিটা মজবুত ও উচু না থাকা নিচু এলাকা ড্রেজিং না থাকা । > সরকারি ও বেসরকারিভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যঅবস্থা না থাকা	> খাল খনন না করা। > সরকারি সাহায্যে খালে কালভার্ট ও স্লুইসগেট নির্মাণ না করা। > ঘের মালিকদের সচেতনতা কম থাকা। > লবণ পানির মাছ চাষ বন্ধ না করা ।	> পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলানির্বাহী কর্মকর্তা ও সরকারি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি কম থাকা

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ঘরবাড়ি, ৩০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নে মোট ৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৪০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নে মোট ৬০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৩০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।		> মজবুত গৃহ তৈরীর জন্য বিনা সুদে ঋন সহায়তা না থাকা	
অনাবৃষ্টির (খরা) কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: রামপাল উপজেলাতে খরার কারণে খাবার পানির অভাবে ও তাপদাহ বৃদ্ধির ফলে রামপাল সদর ইউনিয়নের মোট ৩২৬১৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে ও ১%লোক হিট ষ্ট্রোকে, পেড়িখালী ইউনিয়নের মোট ১৭২৪৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে ও ১%লোক হিট ষ্ট্রোকে, হুড়কা ইউনিয়নের মোট ৭৪২০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, ১% লোক হিট ষ্ট্রোকে, উজলকুড় ইউনিয়নের মোট ৩৬১০৩ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, ১%লোক হিট ষ্ট্রোকে, রাজনগর ইউনিয়নের মোট ১২০৯৯ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ৫% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে, গৌরম্ভা ইউনিয়নের মোট ১৮৭৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে, ১%লোক হিট ষ্ট্রোকে, বাঁশতলী ইউনিয়নের মোট ১৫৯৫৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৬% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে . ১%লোক হিট ষ্ট্রোকে, বাইনতলা ইউনিয়নের মোট ২৫৯৯৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, ১%লোক হিট ষ্ট্রোকে, মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মোট ১৩৩৭০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে, ১% লোক হিট ষ্ট্রোকে, ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের মোট ১০৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৩% চর্মরোগে ও ১% লোক হিট ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	> আবহাওয়া পরিবর্তণ হওয়ার কারণে। > সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে। > পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকার কারণে। > সচেতনতার অভাব	> গভীর নলকূপ স্থাপন না করার কারণে। > স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন না হওয়ার কারণে।	> বন বিভাগের সু- দৃষ্টি না থাকার কারণে। > স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশলীর সু- দৃষ্টি না থাকার কারণে।

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘমেয়াদী (৫+)
লবণাক্ততার কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পরিকল্পনা অনুযায়ী বাগদা চাষ বন্ধ করে গলদা ও সাদা মাছের চাষ করতে হবে এবং ধান চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। > লবণাক্ততা হতে রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল ফসল উৎপাদন করতে হবে। >কৃষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। > লবণাক্ততা হতে রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। > লবণ সহনশীল ফলদ গাছের বাগান তেরী করতে হবে। > স্থানীয় ফলদ গাছের চারার সাথে উন্নত জাতের ফলের গ্রাফটিং করা।	> স্লুইসগেট নির্মাণ করতে হবে। > ভেড়ি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > নদীর পাশে ভেড়ি বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে। > পানি নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। > নদীর পাশে ভেড়ি বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে। > পানি নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	> সরকারিভাবে ফারাক্কা বাঁধের সমস্যা সমাধান করতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতা প্রয়োজন। > এলাকার জনগনকে সচেতন হতে হবে।
লবণাক্ততার কারণে পশুসম্পদে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পানি নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। > পরিকল্পনা মাফিক মৎস্য ঘের করতে হবে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। > > পশুপালনের উপর চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষন ব্যবস্থা করতে হবে । > খাস জমিতে গবাদিপশুর ঘাস লাগাতে হবে। >আপদ সহনশীল গবাদি পশু পালন করতে হবে।	> নদীতে ড্রেজিং করতে হবে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে > নদী ও খালের পাশে স্লুইচগেট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে > পানি সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। > স্থানীয় পযায়ে পশুপাখির খাদ্যের ফ্যাকটরি বানাতে হবে। > ইউনিয়ন পর্যায়ে পশু চিকিৎসার ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করে।	> উপজেরা পশুসম্পদ অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি দিতে হবে । > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতা প্রয়োজন। > উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে।
লবণাক্ততার কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> অপরিকল্পিত চিংড়ি ঘের বন্ধ করতে হবে। > ইচ্ছাকৃতভাবে লবণ পানি বদ্ধ করে রাখা যাবে না। > মাটিতে অতিরিক্ত লবনের পরিমাণ কমাতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল মাছ উৎপাদন করতে হবে। >মৎস্য চাষীদের সচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > মৎস্য চাষের উপর চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে । > ঘেরের পাড় মজবুত করা > মাছ চাষের সাথে শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে ।	> নদী ও খালের পাশে মজবুত ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > নদী ও খালগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্লুইসগেট নির্মাণ করতে হবে। > পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। > মাটিতে অতিরিক্ত লবনের পরিমাণ কমাতে হবে। > জমিতে লবণ পনি প্রবেশ না করার জন্য নদীর কূলে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে।	> মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টির প্রয়োজন। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় এরাকায় মৎস্য গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। > সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎম্য চাষীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > এনজিও ও দাতা গোষ্টির সুদৃষ্টি থাকতে হবে।
লবণাক্ততার কারণে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পরিকল্পনা মাফিক মৎস্য ঘের করতে হবে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	> পরিকলপনা অনুযায়ী মৎস্য ঘের করতে হবে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	> উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহযোগীতায় অপরিকল্পিত চিংড়ি ঘের উচ্ছেদ করতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘমেয়াদী (৫+)
	> এলাকায় লবণ পানি প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং লবণ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সার ও কীটনাশকের ব্যবস্থা করতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল গাছপালা লাগাতে হবে। >কলমের মাধ্যমে স্থানীয় ফলদ গাছের উন্নতজাত বৃদ্ধি করতে।	> নদী ও খালের পাশে স্লইচগেট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। > পানি সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতা প্রয়োজন।
লবণাক্ততার কারণে মানুষের স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি	> নদীর পাশে ভেড়ি বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে। > নদীর লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। > লবণ পানির মৎস্য চাষ বন্ধ করতে হবে। > দূষিত পানি পান না করার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। > গভীর নলকুপ স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। > পি এস এফ এবং রেন ওয়াটার হারভেষ্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। > পুকুর পুন:খনন ও পিএসএফ স্থাপনে মাধ্যমে সৈরশক্তি ব্যবহার করে বাড়িতে বাড়িতে পানি সরবারহ	> ফসলী জমিতে লবণ পানি ওঠান বন্ধ করতে হবে। > লবণ পানি বন্ধ করে রাখা যাবে না। > পানি নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। > স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	> স্বার্থপর ও লোভী মৎস্য চাষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতার প্রয়োজন।
লবণাক্ততার কারণে পানি ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> এলাকায় মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করতে হবে। >দুস্ত পরিবারগুলোকে রেন ওয়াটার হাভেষ্ট স্থাপন করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা। >পুকুর খনন করা এবং সোলার সিস্টটিমের মাধ্যমে বারি বারি পানি সরবরাহ করা। > নদীর পাশে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।	>গভীর নলকুপ স্থাপন করা। >রেভার্স অসমোসিস প্রান্ট স্থাপন করা। > সরকারিভাবে স্লুইসগেট ও মেইনগেট নির্মাণ করতে হবে। > আলোচনা সাপেক্ষে মৎস্য চাষীদের ঘের কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারিভাবে মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ও নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করতে হবে।	>উপজেলা পরিষদে এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তর কে সক্রিয় হতে হবে। > ঘেরের মালিকদের সচেতন করতে হবে। > উন্নতমানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে। >বৃষ্টির সময় খাল গুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
লবণাক্ততার কারণে বসত বাড়ির উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> লবণ পানি মুক্ত এলাকা নিশ্চিত করতে হবে। > যথা সম্ভব উঁচু জমিতে বসত বাড়ি তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। > লবনপানি সহনশীল পাকা ঘরবারি নির্মান করতে হবে।	> নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ দিতে হবে। > সরকারিভাবে খালে স্লুইসগেট স্থাপন করতে হবে। > সরকারি ও দাতা গোষ্টির মাধ্যমে লবণ পানি নিষ্কাশন ও নিয়ন্ত্রন এর ব্যবস্থা করতে হবে। > অপরিকল্পিতভাবে মাছের ঘের করা বন্ধ করতে হবে। > পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।	> স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সুদৃষ্টি বাড়াতে হবে। > স্থানীয় জনগনকে সচেতন করতে হবে। >পানি উন্নয়ন বোডের সঠিক তদারকি করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য	> প্রাকৃতিক ভারসাম্য অনুকুলে আনার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও নিজ উদ্যোগে	> সরকারিভাবে এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা লাগাতে	> সরকারিভাবে কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকতে

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	**মধ্যমেয়াদী (৩-৫)**	**দীর্ঘমেয়াদী (৫+)**
ক্ষতি	এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। > আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস নিশ্চিত করতে হবে। > ঘূর্ণীঝড়ের সতর্ক সংকেত পাওয়া মাত্র ফসল কেটে ও মারাই করে ফেলতে হবে। > আবহাওয়া বার্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । > বীজ ধান নিরাপদ স্থানে সংরক্ষন করে ফেলতে হবে। > আপদের মৌসুমী দিনপুস্জি দেখে আবাদ করতে হবে।	হবে। > সরকারিভাবে সামাজিক বনায়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। > কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়া রোধ করতে হবে। > আবহাওয়া বার্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে এবং এর পাশাপাশি এলাকায় মাইকিং এর ব্যবস্থার আয়োজন করে প্রচারমূলক ব্যবস্থা চালু করতে হবে ।	হবে। > দাতা গোস্টির সহযোগীতায় এলাকায় কৃষি গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। > সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করতে হবে। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। > আবহাওয়া অধিদপ্তরের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> ঘেরের পাড় মজবুত করতে হবে। > জনগনকে সচেতন করতে হবে। > দর্যোগের পূর্বে ঘেরের মাছ ধরে বাজার জাত করণ। > আপদের দিনপুঞ্জি দেখে মৎস্য চাষ করা। > সাইক্লোনের পর পর গরীব জেলেদের মাছ ধরার জাল ও নৌকা সরবরাহ নিশ্চিত করা।	> ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বভাস সঠিক সময়ে জনগনের মাঝে পৌছানোর ব্যাবস্থঅ করতে হবে। > অপরিকল্পিতভাবে ঘের করা বন্ধ করতে হবে। > স্থানীয় মাছের বাজার উন্নতি করা। > সরকারি ও ব্যাক্তি উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। > অবাধে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করতে হবে। > বাধ নির্মান এবং মজবুত করা।	> মৎস্য বিভাগের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। > সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> গোয়াল ঘরগুলো পাকা ও মজবুত করে বানাতে হবে। > গোয়াল ঘর তৈরির উপকরণগুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল হতে হবে। > প্রতিটি ইউনিয়নে পর্যায়ে কমপক্ষে ১ টি করে মাটির কিল্লা নির্মান করতে হবে। > মৃত পশু পাখি মাটিতে পুতে রাখার জন্য সচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > দুযোর্গের পরবর্তী সময়ে ক্ষতি পোশাতে কৃষকদের বিনা মুল্যে পশু পাখি বিতরন করা।	> সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় গবাদিপশুর জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। > সরকারিভাবে আহত প্রানীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা করতে হবে। > পর্যাপ্ত পরিমাণে পশুদের জন্য টিকা সরবরাহ করতে হবে।	> উপজেলা পশু দপ্তর সুদৃষ্টি বাড়াতে হবে। > পশুসম্পদ বিভাগের পশুসম্পদ রক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অধিক হারে বৃক্ষরোপন করতে হবে > এলাকায় ছোট-বড় সব ধরনের বৃক্ষ কর্তন রোধ করতে হবে। > বাগানের বড় বড় গাছ কাটা হতে বিরত থাকতে হবে। > গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে গোড়া বেধে	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। > সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে হবে। > বৃক্ষ কর্তন রোধ করতে হবে। > ব্যক্তি উদ্যোগে অধিক হারে বৃক্ষ রোপন করতে হবে	> বন বিভাগের সুদৃষ্টির প্রয়োজন। > সরকারিভাবে সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। > সরকারি সহযোগীতা প্রয়োজন।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘমেয়াদী (৫+)
	দিতে হবে। > পার্যাপ্ত পরিমাণে স্থানীয় বনায়ন ব্যবস্থা করতে হবে।		
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ঘরবাড়িতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> অধিকাংশ ঘরবাড়ি পাকা এবং মজবুত করতে হবে। > ঘরবাড়িগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করতে হবে। > ঘরবারি চার পাশে দুর্বল ও বড় বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং মধ্যম,মাঝারি জাতীয় গাছ লাগানো। > বারির সামনে বাশ জাতীয় গাছ লাগানো জাতে ঘূর্নিঝড় সময় জলোজচ্ছাস প্রতিরোধ করে।	> বেরিবাধ মজবুত ও নির্মান করতে হবে। > উপকুলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পৌঁছানোর জন মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। > ঘরের খুটিগুলো মজবুত করতে হবে। > দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রচলন করতে হবে। > দুর্যোর পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ভিতরে ঘরের দ্রব্যাদি রিলিফ ও সাহায্য সহযোগীতার ব্যবস্থা করা।	> উপকুলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পৌঁছানোর জন মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। > পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে। > ঘরের খুটিগুলো মজবুত করতে হবে। > দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রচলন করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> নিম্নচাপের পূর্বে সতর্ক সংকেত দিতে হবে। > জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > ঘূর্নিঝড় সহনশীল স্যানিটেশন নির্মান করার জন্য সচেনতা বৃদ্ধি করা। > দুস্ত পরিবারের জন্য ঘূর্নিঝড় সহনশীল স্যানিটেশন নির্মান করা। > দুযোর্গের পূর্বে বড় পাত্রে খাবার পানি সংগ্রহ করা।	> বিদ্যুতের খুটিগুলো মজবুত করতে হবে। > বিদ্যুত লাইনের নিকটের বড় গাছ কেটে ফেলতে হবে > বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। > বাড়ির আশপাশে ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছাস প্রতিরোধের জন্য বাশ জাতীয় গাছপালা লাগানো। > বাড়ির সামনে দুর্বল এবং বড় গাছপালা কেটে ফেলা	> উপজেলা বন বিভাগের সু দৃষ্টি বাড়াতে হবে। >দাতা সংস্থার সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। > পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বিদ্যুতের খুটি ও লাইনগুলো সংস্কার করতে হবে। > পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে।
চিংড়ি ভাইরাসের কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> ভাইরাস সম্পর্কে মৎস্য চাষীদেরকে সচেতন করতে হবে। > সঠিক ভাবে খাবার প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের পুষ্টিমান ঠিক রাখতে হবে। > ভাইরাস আক্রমনের সাথে সাথে সনাক্ত করে প্রতিরোধ করতে হবে। > পানি বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। > দীর্ষ সময় লবণ পানি বদ্ধ করে রাখা যাবে না। > ভাইরাস চিহ্নিকরণ সম্পর্কে মৎস্য চাষীদের যথাযথ প্রশিক্ষন দিয়ে তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। > ভাইরাস মুক্ত পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। > ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সনাক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে > মৎস্য চাষীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	> পরিকল্পনা মাফিক মৎস্য চাষ করতে হবে। > ঘেরের পানি সময়মত শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে > ঘেরের মাটি শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। > প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। > মৎস্য বিভাগের সহযোগীতায় সবাইকে সচেতন করতে হবে। > ভাইরাস গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	> চিংড়ি ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য গবেষণার মাধ্যমে ভ্যাকসিন তৈরী ও সরবরাহ করতে হবে। > মৎস্য অধিদপ্তরের সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। > উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহযোগীতার প্রয়োজন। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সাহায্যের প্রয়োজন।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	**মধ্যমেয়াদী (৩-৫)**	**দীর্ঘমেয়াদী (৫+)**
নদীভরাটের কারণে মৎস্য চাষের উপর ক্ষতি	> খালগুলো খনন কতে হবে। > পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি করা <	>নদী খননের মাধ্যমে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারী খালে বাঁধ দিয়ে করা অপরিকল্পিত ঘের উচ্ছেদ করতে হবে। > নদী খননের ব্যবস্থা করতে হবে।	> মৎস্য দপ্তরের সুদৃষ্টির প্রয়োজন। > স্থানীয় মৎস্য চাষীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > সরকারি ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতায় ফারাক্কা পানি চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন।
নদীভরাটের কারণে কৃষিকাজের উপর ক্ষতি	> খালগুলো খনন কতে হবে। > পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। > কৃষি জমিতে সেচের জন্য পুকুর খনন করতে হবে। > গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।	>নদী খননের মাধ্যমে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারী খালে বাঁধ দিয়ে করা অপরিকল্পিত ঘের উচ্ছেদ করতে হবে। > নদী খননের ব্যবস্থা করতে হবে।	> কৃষি দপ্তরের সুদৃষ্টির প্রয়োজন। > স্থানীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > সরকারি ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতায় ফারাক্কা পানি চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন।
বন্যার কারণে কৃষিসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি	> ঘেরগুলোতে সঠিক মাত্রায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। > খাল গুলোতে পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করতে হবে। > ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর মাঝের চর অপসারণ করে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করতে হবে। > বন্যার পূর্বে জাল দিয়ে মাছের ঘের ঘিরে দিতে হবে। > প্রতিটি বাড়ির সাথে গবাদিপশু রাখার ঘর নির্মাণ করতে হবে।	> খালগুলো খনন করতে হবে। > নদীতে স্রোত বৃদ্ধির জন্য নদী খনন করতে হবে। > খাল গুলোতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। > ঘেরগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং ঘেরগুলোতে স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। > ক্ষতিগ্রস্ত কুষকদের সহায়তা প্রদান করতে হবে। > ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করতে হবে।	> নদী খনন করার ব্যাপারে সরকার ও দাতা গোষ্টি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
বন্যার কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি	> দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ সামুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > বন্যা লেভেলের উপরে গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলো ভাল ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুর গুলো পরিকল্পিতভাবে ঘিরে রাখতে হবে যেন কোন বিষাক্ত পোকামাকড় ঢুকতে না পারে। > বন্যার পরে পুকুরের দূষিত পানি ভালো ভাবে পরিষ্কার করা। > প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ওষুধ	> প্রতিটি ওয়ার্ডে বন্যা লেভেলের উপরে কমপক্ষে ২ টি করে সংরক্ষিত পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারি পুকুর গুলো লিজ দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলোতে কোন প্রকার রাসায়নিত পদার্থ প্রয়োগ করা বন্ধ করতে হবে। > ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩ টি করে পিএসএফ স্থাপন করতে হবে এবং ৫০টি বাড়ি অন্তর ১ টি করে আরডব্লিউএ ইচ ব্যবস্থা করতে	> সরকারিভাবে সংরক্ষিত পুকুরগুলো যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে। > উপজেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকতে হবে। > দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘমেয়াদী (৫+)
	ইউনিয়নে সংরক্ষন করা।	হবে। > স্বাস্থ্য ও আপদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।	
বন্যার কারণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি	> বৃষ্টির পানি সংরক্ষন করা > পাকা পায়খানা তৈরি করা > অপরিকল্পিত চিংড়ির ঘের বন্ধ করতে হবে। > বন্যার পরপরই খাবার পানির পুকুর পরিস্কার করা ইউনিয়ন ভিত্তিক জরুরী খাবার পানির < ব্যবস্থা রাখা > স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	সরকারিভাবে < খাল খননের ব্যবস্থা করতে হবে। > নদী ও খালগুলোতে স্লুইসগেট স্থাপন করতে হবে। > পানি সরবরাহের জন্য কালভার্টের সুব্যবস্থা করতে হবে > সরকারিভাবে স্লুইচগেটের মুখে জমে থাকা পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি রাখতে হবে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় > সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্টির সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
জলাবদ্ধতার কারণে কৃষিসম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি	> সরকারিভাবে খাল খননের ব্যবস্থা করতে হবে। > প্রশাসনের সাহয্য নিতে হবে। > অপরিকল্পিত চিংড়ির ঘের বন্ধ করতে হবে। > জলাবদ্ধতা সহনশীল কৃষি চাষ করতে হবে।	> নদী ও খালগুলোতে স্লুইসগেট স্থাপন করতে হবে। > পানি সরবরাহের জন্য কালভার্টের সুব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারিভাবে স্লুইচগেটের মুখে জমে থাকা পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। > অধিপরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি রাখতে হবে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় এলাকায় মৎস্য গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। > সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্টির সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
জলাবদ্ধতার কারণে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা করতে হবে। > ড্রেজিং এর মাধ্যমে বাগান উচু করতে হবে। > ঘেরে বাঁধ তুলে দিতে হবে। > জলাবদ্ধতা সহনশীল গাছ লাগানো।	> পুন:খননের মাধ্যমে খালের গভীরতা বাড়াতে হবে > কালভার্টের ব্যবস্থা করতে হবে। > স্লুইসগেট নির্মাণ করতে হবে। > সুইচগেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কে সক্রিয় হতে হবে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি আরো বাড়াতে হবে। > দাতাগোষ্ঠির সুদৃষ্টি রাখতে হবে। > জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সুদৃষ্টি রাখতে হবে।
জলাবদ্ধতার কারণে ঘরবারিতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> বাড়ির উঠান ও বাড়ির ভিটা মজবুত ও উচু করা। > নিচু এলাকা ড্রেজিং এর মাধ্যমে উচু করা। > সরকারি ও বেসরকারিভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। <	> খাল খনন করা। > খালে কালভার্ট ও স্লুইসগেট নির্মাণ করতে হবে। > ঘের মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > সরকারি ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় ঘরবাড়িগুলো লবণ পানি সহনশীল করে নির্মাণ করতে হব। > লবণ পানির মাছ চাষ বন্ধ করতে হবে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সরকারি অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি রাখতে হবে।
জলাবদ্ধতার কারণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> পায়খানাগুলো পাকা করার ব্যঅবস্থা করতে হবে। > পায়খানাগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করতে হবে। > বসতভিটা উচু করার সাথে সাথে পায়খানার ভিটা উচু করা। > জনগনের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।	> মজবুত উপকরণ দ্বারা পায়খানাগুলো তৈরি করতে হবে। > পায়খানাগুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীলভাবে তেরী করতে হবে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা	> জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সু-দৃষ্টি থাকতে হবে। > সরকরাী ও বেসরকারি সংস্থার সুদৃষ্টি থাকতে হবে। > প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের আরো সক্রিয়

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী (১-২)	মধ্যমেয়াদী (৩-৫)	দীর্ঘমেয়াদী (৫+)
	> বিনাসুদ্যে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নতি করা।	করতে হবে। > ড্রেজিং এর মাধ্যমে এলাকা উচু করা। > খাল খনন করতে হবে > সুইচগেট নির্মান ও মেরামত করতে হবে। > সুইচগেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কে এরা সক্রিয় হতে হবে	ভূমিকা রাখতে হবে।
অনাবৃষ্টির (খরা) কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> খাল ও নদী খনন করতে হবে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। > নদীর নাব্যতা বাড়াতে হবে। > নদীর পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। <খরা সহনশীল কৃষি সম্প্রসারন করতে হবে। <কৃষি জমিতে ছোট ছোট পুকুর খনন করতে হবে।	> পরিকল্পিতভাবে ঘের তেরী করতে হবে। > খাল খনন করতে হবে। > নদী ও খালের গভীরতা বাড়াতে হবে। > সরকারি খালগুলোতে পরিকল্পিতভাবে স্লুইচ গেটের ব্যবস্থা করতে হবে। >অপরিকল্পপিত ব্রিজ করা বন্ধ করতে হবে। > কৃষি জমিতে কিটনাসক দেয়া বন্ধ করতে হবে। > নদী বাচাও আন্দোলনে মানুষ কে উদ্দোগী করতে হবে।	> ফারাক্কা ব্রিজ চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। >সরকারি খালগুলোতে পরিকল্পিতভাবে স্লুইচ গেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিক্লপনা :

ক্রমিক নং	এনজিওর নাম ও প্রকল্পের কর্মকর্তা	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	কারিতাস হারুন গাজী ০১৭২০-০০২৮৬৭	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	১৬০০-১৭০০ ১৬০০-১৭০০ ৫০০-৭০০	৭	২০১০-২০১৫	ওয়ার্ড ভিত্তিক দলীয় ভাবে সদস্য রয়েছে। ডিপিকো এফভিআরআর এর কাজ করা হয়। রিলিফের সকল প্রকার কাগজপত্র আমাদের হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের কাছে কোন ডকুমেন্টস্ থাকে না।
২	কোডেক জাকির হোসেন ০১১৯৯-৪৪৪৪৮৪	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	১৭০০-১৮০০ ২০০-৩০০ ৪০০-৫০০	১	২০০৯-২০১৫	২০০৯ এর মার্চ মাস হতে ২০১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প রয়েছে সিডরের সময় অনেক সহায়তা করে। এইচ ই এস এস প্রকল্পের জন্য কাজ করছি
৩	ঢাকা আহসানিয়া মিশন জিএম মিরাজুল ইসলাম	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	২০০০-২২০০ ৫০০-৭০০ ৫০০-৭০০	১	২০১৭ সাল পর্যন্ত	আইএফএলএস, সিএমডি, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্প রয়েছে, ডিএমপির জন্য ইউনিট রয়েছে এছাড়াও অনেক কাজ করে থাকেন

	০১৭৪০-০৩৬৮৯৬					
৪	আরআরএফ মিন্টু ০১৭৪০-০৩৬৮৯৬	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	৫০০-৭০০ ৫০০-৭০০ নেয়	আপাতত নেয়		বিনা সূদে ঋণ দেওয়া হয় ঝুঁকি হ্রাসের জন্য।
৫	কোস্টাল ডেভলপমেন্ট পার্টনারশিপ এসএম ইকবাল হোসেন ০১৮১৯-৯০৯৭২৪	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	১৬০০-১৭০০ কাজ করে ৩০০-৪০০ ৫০০-৬০০	১	১০১০-১০১৭	সিডিপি গ্রুপ পর্যায়ে রিলিফের জন্য সাপোর্ট দেয়।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন ও প্রশিক্ষন	৯০ টি দল	১,৮০,০০০	ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	-	-	√	-
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৯০ টি	-	ইউপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	√
৩	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	৯০ টি	-	ইউপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	√
৪	স্থানীয় পর্যায়ে আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	১০ টি	৫০,০০০	ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	√	√	-
৫	আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত	২৩ টি	৪৬০,০০০	ইউপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	-
৬	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	১০ টি	৫০০,০০০	ইউপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	√
৭	মহড়ার আয়োজন	১০ টি	৩০০,০০০	ইউপি পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	√
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি	৫০,০০০	ইউপি পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	√
৯	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি	-	ওয়ার্ড পর্যায়ে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষমা	সম্ভাব্য	কোথায়	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
	(শুকনো খাবার,- ৯ টনচাল/ডাল-৬ টন , ও চিড়া ৮টন)								
১০	দুর্যোগ বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৭৭ টি স্কুলে	৪০০,০০০	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	√	-	-	√
১১	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UzDMC, UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার	-	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	√	-	√	√
১২.	শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা	৯০ টি	-	ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	দুর্যোগের ঠিক পূর্ব মূহর্তে	-	-	√	√

উন্নয়ন পরিকল্প -নার সাথে সমন্বয়-কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্ত্ততি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	১০০০ জন	-	ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে	দুর্যোগ মুহর্তে	√	√	√	√
২.	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	৫,০০০ জন	৫০০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহর্তে	-	√	√	√
৩.	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	৯০ টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহর্তে	√	-	√	√
৪.	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	৫০০০ পরি:	৫০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহর্তে	√	-	√	√
৫.	শুকনো খাবার বিতরন	৫০০০	৫০০,০	ঐ	দুর্যোগ মুহর্তে	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ	সম্ভাব্য	কোথায়	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
	করা		০০						
৬.	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা (চুরি ডাকাতি করতে না দেওয়া)	প্রতি ইউনিয়নে	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	√	√	-
৭.	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের)	৫০০ পরিবার	৫০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	-	√	√
৮.	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	প্রতি ঘন্টায়	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	√	√	-
৯.	উদ্ধার বা আশ্যয়কেন্দ্রে স্থানান্তর (আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের)	৫০০ জন	৫০০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	√	√	√
১০.	খাদ্য সরবরাহ বা ত্রাণ বিতরণ	৫০০০	৫০০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	-	√	√
১১.	প্রাথীমক চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর	আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	-	√	√
১২.	প্রয়োজনীয় উদ্ধার উপকরণ বা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	১০ সেট	৫০০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	-	√	√
১৩.	দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করণ ও স্থানান্তরের জন্য উপযোগী পরিবহনের ব্যবস্থা	৯০	৪৫০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	√	√	√	√
১৪.	স্থানীয় জনগনের দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ	৯০	-	ঐ	দুর্যোগ মুহুর্তে	-	√	√	√

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়- কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। কার্যক্রম গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১.	উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যত দ্রুত সম্ভব	১০ টি টিম	১,০০,০০০	ইউপি, উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	-
২.	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৫০০ জন	৫০,০০০	ইউপি, উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	√
৩.	মৃত মানুষ দাফন	১০০ জন	১০০,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী	-	√	√	-

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
					সময়ে				
৪.	গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৫০০ টি	-	ইউপি	দুর্যোগের পরে	-	√	√	-
৫.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	১০ টি	---	ইউপি,উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	-	√	√	√
৬.	অধিক ক্ষতি গ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	৫০০ জন	১০০০,০০০	উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরে	√	-	√	√
৭.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	প্রতিটি ইউনিয়নে	৫০০,০০০	ইউপি, উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	√
৮.	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	১০ টি	-	ইউপি,উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
৯.	জরুরী পুনর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	২০০ জন	৪০০,০০০-	ইউপি, উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√
১০.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	১২০০০ পরিবার	-	উপজেলা পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	-	√

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুর্ণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১	**বাঁধ স্থাপন** (লক্ষমাত্রা-২৬ টি; সম্ভাব্য বাজেট-২০ লক্ষ টাকা/কিলোমিটার; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল মাস)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > পেড়িখালী খেয়া ঘাট হতে আশ্রয়ন আবাশন প্রকল্প- ২ পর্যন্ত ২ কি:মি (১নং ওয়ার্ড) > মুসলমানপাড়া হতে হিন্দু পাড়া হয়ে ডাকরা কুমারখালী ব্রিজ পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ (৭নং ওয়ার্ড) > আমতলার কাটা খাল খেকে মধ্যের খাল পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ (২নং ওয়ার্ড) > পুটিমারি ব্রিজের পাশ হতে পেড়িখালী বাজার পর্যন্ত ২.৫ কিঃমিঃ (৩নং ওয়ার্ড) > দোয়ানির খাল হতে মান্দার তলার হিন্দু পাড়া হয়ে দোয়ানির ব্রিজ পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ (৫নং ওয়ার্ড) > পুটিমারির গোড়া হতে রমজয়পুর হিন্দুপাড়া পর্যন্ত ২কিঃমিঃ (৬নং ওয়ার্ড)	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		গৌরম্ভা ইউনিয়ন > বড় দুর্গাপুর চকগুণা খেয়াঘাট হতে ছোট দুর্গাপুর ইটের সলিং পর্যন্ত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড ২কিঃমিঃ > দক্ষিণ বাশের হোলা হতে উত্তর বাশের হোলা সিম পর্যন্ত ১নং ও ২নং ওয়ার্ড ৪কিঃমিঃ > গুণাবেলাই তক্তামারির গ্রামের উত্তর মাথা হতে গুণাবেলাই কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত ৭নং ওয়ার্ড ১.৫কিঃমিঃ **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >দাড়ার খালের গোড়া হতে বিসনা নদীর ব্রিজ পর্যন্ত ৩ কি: মি: (৩নং ওয়ার্ড) **হড়কা ইউনিয়ন** > বেলাই নদীর পাশ দিয়ে ২কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (১নং ওয়ার্ড)। >ভেকটমারী খালের পাশ দিয়ে ১.৫কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (২নং ওয়ার্ড) । >গজগজিয়া,কাঠামারী খালের পাশ দিয়ে ২.৫কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৩নং ওয়ার্ড)। >হুড়কা খালের পাশ দিয়ে ১কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৪নং ওয়ার্ড) । >হুড়কামধ্যপাড়া খালের পাশ দিয়ে ১.৫ কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৫নং ওয়ার্ড) >হুড়কা ছিদামখালী খালের পাশ দিয়ে ২কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৬নং ওয়ার্ড) > নলবুনিয়া গজগজিয়া খালের পাশ দিয়ে ১.৫কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৭নং ওয়ার্ড) । >চড়াখালী খালের পাশ দিয়ে ১ কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৮নং ওয়ার্ড) । >চড়াখালী খালের পাশ দিয়ে ১.৫কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে (৯নং ওয়ার্ড) । **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >বগুড়া নদীর পাশ দিয়ে আমতলার বাজার পর্যন্ত ১.৫কি:মি: >দাউদখালী নদীর দুই পাশে ৪ কি:মি:। >বেলাই নদীর দুই পাশে ৩কি:মি: >ইছামতি নদীর দুই পাশে ৩কি:মি:। >কামরাঙ্গা হতে রামপাল পর্যন্ত ৩কি:মি: **বাইনতলা ইউনিয়ন** >চাকশ্রী হতে রামপাল সদর পর্যন্ত ওয়াপদা ভেড়িবাঁধ নির্মাণ- ৫ কিঃমিঃ, ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >ঘষিয়াখালী হতে শুরু হয়ে আই.ডব্লিউ.টি.এ প্লান হয়ে ডাকরা বাজার হয়ে ভোজপাতিয়া অফিসের বাজার হয়ে কাটাখালীর ভোজপাতিয়ার সীমানা হয়ে				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		পুটিমারীর নদীর পাশ দিয়ে মানিকখোলা নদীর পাশ দিয়ে ঘষিয়াখালীর নদীর কুল পর্যন্ত- ১৬ কি.মি- ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড **উজলকুড় ইউনিয়ন** ভোলা নদীর পাড়ে ১ কি:মি: বাঁধ স্থাপন করতে হবে, ৩নং ওয়ার্ডে।				
২	**স্লুইজগেট মেরামত** (লক্ষমাত্রা-২ টি; সম্ভাব্য বাজেট-২০ লক্ষ টাকা/ স্লুইচগেট ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল)	**মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > ছবাকি স্লুইচগেট মেরামত (৬নং ওয়ার্ড) > মল্লিকেরবেড় স্লুইচগেট মেরামত। (৪নং ওয়ার্ড)	√	√	√	√
৩	স্লুইচগেট স্থাপন (লক্ষমাত্রা-২৯ টি; সম্ভাব্য বাজেট-১৫ লক্ষ টাকা/ স্লুইচগেট ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল মাস)	**বাঁশতলী ইউনিয়ন** >মুন্সির খালের গোড়ায় ১টি (১নং ওয়ার্ড) >মালো বাড়ির খালের গোড়ায় ১টি (১নং ওয়ার্ড) >সেদলার খালের মুখে ১টি (৪নং ওয়ার্ড) >বাঁশতলী খালের মুখে ১টি (৪নং ওয়ার্ড) >সুন্দপুর ব্রিজের নিকটগোগের খালের গোড়ায় ১টি (৬নং ওয়ার্ড) >সামলি খালের গোড়ায় ১টি (৬নং ওয়ার্ড) >নলবুনিয়া খালের মুখে ১টি (৭নং ওয়ার্ড) >বাঁশতলী খালের মুখে ১টি (৭নং ওয়ার্ড) >দাড়ার খালের মুখে ১টি (৮নং ওয়ার্ড) >ছোটকাটাখালি খালের মুখে ১টি (৯নং ওয়ার্ড) >শামখালি খালের গোড়ায় ১টি (৫নং ওয়ার্ড) **বাইনতলা ইউনিয়ন** >চাকশ্রী খালের মুখে ১টি- ১নং ওয়ার্ড >কালীবাড়ির খালের মুখে ১টি- ১ নং ওয়ার্ড >সরাল খালের মুখে ১টি- ২ নং ওয়ার্ড >পদৌর খালের মুখে ১টি- ৩ নং ওয়ার্ড >গিলাতলার খালের মুখে ১টি- ৩ নং ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া** >ঘষিয়াখালী নদীর মুখে ১টি- ৪ নং ওয়ার্ড >চ্যাটার্জী খালের মুখে ১টি- ৯ নং ওয়ার্ড >ডাকরার খালের মুখে ১টি- ৯ নং ওয়ার্ড >বাঁশবাড়িয়ার খালের মুখে ১টি-- ৯ নং ওয়ার্ড >পুটিমারী নদীতে ১টি- ২ নং ওয়ার্ড >মানিকখোলা ভোলা নদীর মুখে ১টি- ৬ নং ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > হেড়মা ও হুলার খেয়াঘাটের মুখে ১টি > মাদারদিয়া নারায়নখালী খালের মুখে ১টি । > বেদবুনিয়া চাড়াদোয়া খালের মুখে ১টি (৯নং	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		ওয়ার্ড) **উজলকুড় ইউনিয়ন** >সোনাপুর বাজারে ১টি (৪নং ওয়ার্ডে) >গোবিন্দপুর ১টি (১ নং ওয়ার্ডে)				
৪	**কালভার্ট স্থাপন** (লক্ষমাত্রা-৩৮ টি; সম্ভাব্য বাজেট-২.৫ লক্ষ টাকা/কালভার্ট; বাস্তবায়নের মাস-নভেম্বর – এপ্রিল)	**পেড়িখলি ইউনিয়ন** >পিসি রায়ের বাড়ির পাশে খালের উপর ১টি (৭ নং ওয়ার্ড) >শওকত হাও: বাড়ির সামনে খালের উপর ১টি (৯নং ওয়ার্ড) >আলকাছ শেখ ও সৈয়দ আলি শেখের বাড়ির মাঝ বরাবর ১টি (২নং ওয়ার্ড) >মোহাম্মদ আলী গোলদারের বাড়ির সামনে রাস্তায় ১টি (২নং ওয়ার্ড) >হিন্দুপাড়ার রাস্তায় ১টি (৩নং ওয়ার্ড) >শাহাদৎ ও মুজিবরের বড়ির মাঝখানে ১টি (৫নং ওয়ার্ড) >আবুল হক মাঝি ও মুনছুর চৌকিদারের বাড়ির মাঝখানে ১টি (৬নং ওয়ার্ড) **বাইনতলা ইউনিয়ন** >কাশিপুর আলম শেখের বাড়ি হতে সোলাকুড়ার রাস্তার মাথা বরাবর ১টি- ২ নং ওয়ার্ড **রাজনগর ইউনিয়ন** >শঙ্ক নগর পিত্তি মারির খালে ১টি- ৯ নং ওয়ার্ড >রিশি পাড়া রাস্তার উপর ১টি- ১ নং ওয়ার্ড **হড়কা ইউনিয়ন** >বেলাই খাল- ভেকটমারী সীমানার পাশে ১টি >নলবুনিয়া লাহোবাড়ির পাশে ১টি। >হড়কা ও রাজনগরের সীমানার পাশ দিয়ে দোয়ানিয়া ব্রিজের নিকট ১টি। >গজগজিয়া রাস্তার ভরতের ভিটার কালভাট ১টি (৭ নং ওয়ার্ড) । >ইউনিয়ন পরিষদের সামনের জিরবুনিয়া খালে ১টি । **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >কাকড়াবুনিয়া খালের উপর ১টি। >ঠাকুরনতলা খালের উপর ১টি। >বগুড়া খালের উপর ১টি। >জোড়াপুকুরিয়া খালের উপর ১টি। **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >মিরাখালী কাঠের ব্রিজ কালভার্ট করণ ১টি- ৯ নং ওয়ার্ড **বাঁশতলী ইউনিয়ন**	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>কাটাখালের মুখে ১টি (১নং ওয়ার্ড) >মুচি খারের গোড়ায় ১টি (১নং ওয়ার্ড) >চৌঘরিয়া আশরাফ আলীর বাড়ির সামনে ১টি (৪নং ওয়ার্ড) >তেঘরিয়া আব্দুল হাকিমের বাড়ির সামনে ১টি (৪নং ওয়ার্ড) >সুন্দরপুর নিমাই ঢালির বাড়ির সামনে ১টি (৬নং ওয়ার্ড) >সুন্দরপুর হরিপদর বাড়ির সামনে ১টি (৬নং ওয়ার্ড) >গাড়ামারা খালের উপর ১টি (৭নং ওয়ার্ড) >ছোট হাজি বাড়ির সামনে ১টি (৮নং ওয়ার্ড) >বিধান মিকদারের বাড়ির কাছে কেয়ারের রাস্তায় ১টি (৯নং ওয়ার্ড) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > মাধবমৃধার কাটাখালের গোড়ায় ১টি। > গঙ্গাদোষী ও মাধব মৃধার কাটাখালের সংযোগ স্থলে ১টি। > নারায়ণখালীর পশ্চিম মাথায় ছোবানের বাড়ি সংলগ্ন ১টি (৬নং ওয়ার্ডে) > কলমী দোয়ানিয়া খালের সংলগ্ন শিউলি বাড়ি নামক স্থানে ১টি। > সাহেবের কাটাখাল গদাধরের বাড়ি সংলগ্ন ১টি। > মহেন্দাখালী পশ্চিম মুখের পাশ খাল, কার্তিকের বাড়ি সংলগ্ন ১টি। > টঙ্গীর খালের উপর মনির হাওলাদারের বাড়ি সংলগ্ন ১টি। > শীতাখালী খালের উপর মিলি মিস্ত্রীর বাড়ির সামনে ১টি। **উজলকুড় ইউনিয়ন** >সোনাতুনিয়া মাদ্রাসার রাস্তায় ১টি (৬নং ওয়ার্ডে) >কদমদি গোদার খালে কবির মল্লিকের বাড়ির সামনে ১টি (৯ নং ওয়ার্ডে) >দুলালের খালের উপর ১টি কালভার্ট মেরামত ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের সংযোগ স্থলে।				
৫	**রাস্তা নির্মান** (লক্ষমাত্রা-৯৭ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১০ লক্ষ টাকা/ কিলোমিটার ইট সলিং রাস্তা ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-জুন)	**গৌরম্ভা ইউনিয়ন** >রাজনগর চালিতা খালি খালের গোড়ার কালভার্ট হতে সলিতা খালির খালের গোড়া পর্যন্ত ১ নং ওয়ার্ড ,২ কি:মি: >রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বুজবুনিয়া ত্রিমহনী বটতলা পর্যন্ত ৩নং ওয়ার্ড ,১ কি:মি; >কালেখার বেড় বসন্ত হালদারের পুকুর পাড়ের রাস্তা হতে ত্রিমহনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৫নং ওয়ার্ড় ২ কি:মি: **পেড়িখালী ইউনিয়ন**	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		> পেড়িখালী-মংলা মেইন রোডের চার গম্বুজ মসজিদের দক্ষীণ পাশ হতে আজমল ইজারদার এর বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৩নং ওয়ার্ড) > তোরাব সরদারের বাড়ি হতে মোশাররফের দোকান পর্যন্ত, ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৪নং ওয়ার্ড) > কওছার শেখের দোকান হতে মধ্য খালের চার পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (১নং ওয়ার্ড) > মতি মওলানার বাড়ি হতে মান্নান সাহেবের ঘেরের বাসা পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (১নং ওয়ার্ড) > হান্নান মল্লিকের বাড়ি হতে পূর্ব বিল পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (১নং ওয়ার্ড) > মল্লিক পাড়ার ভিতর .৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৭নং ওয়ার্ড) > চ্যাটারজিখালি ব্রিজ হতে বাঁশবাড়িয়া কালবার্ট পর্যন্ত, ২কি:মি: রাস্তা উচু ও ইট সলিং করণ (৭নং ওয়ার্ড) > মুক্তর বাড়ি হতে রায় পাড়া পর্যন্ত, ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৭নং ওয়ার্ড) > হায়াৎ আলি হাও: বাড়ি হতে আমজাদ ইজারদারের বাড়ি পর্যন্ত, .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) > রফিক হাও: বাড়ি হতে পলাশের পাড় পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) > হাতেম আলি হাও: বাড়ি হতে বিল পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) > ফকির বাড়ির মসজিদ হতে ইউনুছ মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) > রুহুল আমিন শেখের বাড়ি হতে আ: ওদুদ গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৮নং ওয়ার্ড) > আজিযার রহমান সরদারের বাড়ি হতে বিল্লাল শেখের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৮নং ওয়ার্ড) > অরুনের বাড়ি হতে জিতেনের বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৮নং ওয়ার্ড) > আমতলার কাটা খাল হতে মধ্যের খাল পর্যন্ত ৪কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (২নং ওয়ার্ড) > আশ্রয়ন প্রকল্প-১ এর ভিতরে ব্রাকের সামনে দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (২নং ওয়ার্ড) > আ: আজিজ সিকদারের বাড়ি হতে জাহিদুল সেখের বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (২নং ওয়ার্ড)				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		> নজরুল চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনের .৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৩নং ওয়ার্ড) > চরে মোশাররফের দোকান হতে নাছির সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৫নং ওয়ার্ড) > রমজায়পুর স্কুল হতে আজাহার সেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৫নং ওয়ার্ড) > শাহাদৎ ও মজিবরের বাড়ির মাঝখানে পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৫নং ওয়ার্ড) > তৈয়েব মাষ্টারের বাড়ি হতে ইউনুস হাও: বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৬নং ওয়ার্ড) > আম্মার শেখের বাড়ি হতে রশিদ হাও: দোকান পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৬নং ওয়ার্ড) > আবুল হক মাঝি ও মুনছুর চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৬নং ওয়ার্ড) > দোয়ানি ব্রিজ ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড এর মাঝখান পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ (৬নং ওয়ার্ড) **হড়কা ইউনিয়ন** >১ নং দোলখোলা হতে ৩ নং গাজীবাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >কাঠামারী প্রতাপহালদারের বাড়ি হতে নলবুনিয়া খাল পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >হুড়কা প্রধান সড়ক হতে ডাকুয়া বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >ইউনিয়ন পরিষদ হতে ডাকুয়াবাড়ি অভিমুখ পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >ডাকুয়াবাড়ি হতে নলবুনিয়া কেয়ার এর রাস্তা পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >বেলাই ব্রিজ হতে দোয়ানিয়া ব্রিজ পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >বাবুরবাড়ি হতে ভেকটমারী রাস্তা বেলাই ব্রিজ পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >নলবুনিয়অ অমিতোষের বাড়ি হতে ভেকটমারী হালদারবাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >কাঠামারী ইকরাম সাহেবের জমির সীমানা হতে সরদার বাড়িপর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >বগুড়া হতে পারিবারিক স্বাস্থ্য পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >উওর হুড়কা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সুনীল মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >হুড়কা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রিয়ং মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >নলবুনিয়া ব্রিজ হতে নলবুনিয়া খালের সীমানা পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ ।				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>নলবুনিয়া সুশান্ত মন্ডলের বাড়ি হতে প্রতাপ মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >৯ নং ওয়াডের আকরামের বাড়ি হতে গাউসমোল্লার বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >টেংরামারী গ্রামের ১.৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । >পশ্চিম পিপুলবুনিয়া গ্রামের ২ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >সুলতানিয়া ও পেপুলবুনিয়া সীমানার ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >নদীরহুলা ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >বেতকাটা গ্রামের .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >হাতির বেড় ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >ঝনঝনিরয়া শ্রীফলতলা চর ১.৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >আলিরদরগা ইটের সলিং হতে শ্রীকলস পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >ওড়াবুনিয়া গ্রামের ১.৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। **বাইনতলা ইউনিয়ন** >কাশিপুর দক্ষীণ পাড়ার নাছির মেম্বরের বাড়ি হতে শাহাজান শেখের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ । >কাশিপুর আলম শেখের বাড়ি হতে সোলাকুড়ার রাস্তার মুখ পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ । **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >চন্দ্রাখালী সীমানা হতে ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে জিওলমারী গ্রামের মল্লিকের বেড় ইউনিয়নের সীমানা পর্যন্ত- ১০ কি.মি. রাস্তা ইট সলিং করণ - ১, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড >জিওলমারীর পশ্চিম হোসেন আলী শেখের বাড়ি হতে শুরু করে জিওলমারী দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত ২ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ ৫ নং ওয়ার্ড। >বেতকাটা ৬ নং ওয়ার্ডের প্রফুল্ল শিকদারের বাড়ি হতে শুরু করে হোসেন আলীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ। >বাশবাড়িয়া ৯ নং ওয়ার্ডের উত্তর সীমানা হতে শুরু করে মিরাখালী গ্রাম হয়ে প্লান নদী পর্যন্ত কাঁচা ৪ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ। **রাজনগর ইউনিয়ন** >ইউনিয়ন পরিষদ হতে বাবুর হাটের খেয়া ঘাট				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		পর্যন্ত ৩.৫ কিলোমিটার রাস্তা ইট সলিং করণ - ৮, ৯ ও ১ নং ওয়ার্ড। >বর্ণি সুড়িঘাটা কালভার্ট হতে বর্ণির ব্রিজ পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তা ইট সলিং করণ - ৭ নং ওয়ার্ড >শশ্মান ঘাট হতে গৌরম্ভা বাজার পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ- ১ নং ওয়ার্ড। >সিএস হতে হামিদ শেখের বাড়ি পর্যন্ত ১.৫কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ- ১ ও ৭ নং ওয়ার্ড । >সুড়িঘাটা হতে ওহিদ হাজরার বাড়ি হয়ে রুস্তম শেখের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ - ৭ নং ওয়ার্ড। **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >চন্ডিতলা মোড় হতে তালবুনিয়া উত্তরপাড়া স:প্রা:বি: পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (১নং ওয়ার্ড) >তালবুনিয়া চর হতে বাইনতলা খালের গোড়া পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (১নং ওয়ার্ড) >মতলেবের বাড়ি হতে আজমের বাড়ি পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (২নং ওয়ার্ড) >বড়দিয়া সাইক্লোন হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত ৩কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (২নং ওয়ার্ড) >কালামের বাড়ি হতে ভরত মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত ২.৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (২নং ওয়ার্ড) >আরশাব তালুকদারের বাড়ি হতে গৌরনাথের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৩নং ওয়ার্ড) >কৃষ্ণর বাড়ি হতে তৈয়েব আলির বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৩নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা মেইন রাস্তা হতে বড় পুকুরপাড় দিয়ে ধিমান বাবুর বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৪নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা হালদার বাড়ির মেইন রাস্তা হতে >আকরাম গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৪নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা মেইন রাস্তা হতে আফরোজার বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৬নং ওয়ার্ড) >সুন্দরপুর মেইন রাস্তা হতে কালিচরন রায়ের বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৬নং ওয়ার্ড) >ঝিলের ঘাট হতে নলবুনিয়ার খাল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট সহ ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৭নং ওয়ার্ড) >বাঁশতলী মুজিবনগর জামে মসজিদ হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত ১.৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৭নং ওয়ার্ড) >গাড়ামারা খাল হতে বাঁশতলী খাল পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৭নং ওয়ার্ড) >বাঁশতলী আশ্রয়ন প্রকল্প হতে নলবুনিয়া খাল পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৮নং ওয়ার্ড)				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>বাঁশতলী পূর্ব পাড়া হাদি শেখের বাড়ি হতে দাড়ার খাল পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৮নং ওয়ার্ড) >গজালীয়া খাল হতে মদনাখালি গ্রাম পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) >জাহিদ শিকদারের বাড়ি হতে রফিকের বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা হাজি আরিফ বালিকা বিদ্যালয় হতে মাজেদ গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫কি:মি: রাস্তা মাটি ভরাট সহ ইট সলিং করণ (৫নং ওয়ার্ড) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > আলামিনের দোকান হতে আব্দুল হাই এর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৩নং ওয়ার্ড)। > আব্দুর রহমানের বাড়ি হতে করনীর মজিদ এর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৩নং ওয়ার্ড) > হক আলী হাওলাদারের বাড়ি হতে মালেক মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৩ নং ওয়ার্ডে) । > নজরুল হাওলাদারের বাড়ি হতে আজিজ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৪নং ওয়ার্ড) > এলজিইডি রাস্তা হতে হারুন আকুনজীর বাড়ি পর্যন্ত ০.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৪নং ওয়ার্ড) > মাটির কিল্লা হতে আলো গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) > ছোট সন্যাসী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে তৃমুখী সংযোগ সড়ক ২ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৯নং ওয়ার্ড) > কালীখোলা ব্রিজ হতে তৃমুখী সংগোক সড়ক পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ (৮ নং ওয়ার্ড) > সেলিমের বাড়ি হতে রুহুল শেখের বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ (১নং ওয়ার্ড) > তালতলা হতে সুলতানের বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (১ নং ওয়ার্ডে) > মল্লিকেরবেড় ব্রিজ হতে মাধবমৃধার কাটাখাল পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ > ইউসুফের বাড়ি হতে কামরুলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ > তালুকদারপাড়া ক্লিনিক হতে এলজিইডি রাস্তা পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ । > কালীখোলা ব্রিজ হতে আইডব্লিইটি রাস্তা পর্যন্ত ২				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ । **উজলকুড় ইউনিয়ন** >হাছানের দোকান হতে জাফর মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত, ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৬ নং ওয়ার্ডে) >আ: মালেক আকুন্জির বাড়ি হতে লতিফ ফরাজির বাড়ি পর্যন্ত, ১ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৬ নং ওয়ার্ডে)। >ইকবলের বাড়ি হতে সোরাব বিস্বাসের বাড়ি পর্যন্ত, ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা ইট সলিং করণ (৬ নং ওয়ার্ডে)। > শিবনগর খিলাফত তরফদারের বাড়ি হতে শাহজাহানের বাড়ির অভিমুখে- ৭ নং ওয়ার্ড- ২ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ । > ধলদা পানির পাম্প হতে নিরেণ কুন্ডুর বাড়ি পর্যন্ত- ১.৫ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ , ৩ নং ওয়ার্ড। > কদমদি মতলেব মাওলানার বাড়ি হতে আ: রশিদের বাড়ি পর্যন্ত- ২ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ, ৯ নং ওয়ার্ড। > চাঁদপুর স্কুলের সামনে হতে অনিমা মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত- ২ কি:মি রাস্তা ইট সলিং করণ , ৫ নং ওয়ার্ড। > চাঁদপুর খয়রাতুল্লা আকুনজীর বাড়ি হতে ভায়া চাঁদপুর স্কুল হইয়া আব্দুল আজিজের মসজিদ পর্যন্ত- ২ কি:মি: রাস্তা ইট সলিং করণ (৫ নং ওয়ার্ড)।				
৬	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান (লক্ষমাত্রা-৪৭ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১২০ লক্ষ টাকা/ আশ্রয়কেন্দ্র; বাস্তবায়নের মাস- নভেম্বর – এপ্রিল)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > ফুলপুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন (৩নং ওয়ার্ডে) >সিংগাড়বুনিয়া স্কুলের পাশে (৪ নং ওয়ার্ডে) >আশ্রয়ন আবাশন প্রকল্প- ২ এ (১ নং ওয়ার্ডে) >কুমারখালীতে (৭ নং ওয়ার্ডে) >ডাকরা হাইস্কুলের পাশে (৭ নং ওয়ার্ডে) >বড়কাঠালি গ্রামে (৯ নং ওয়ার্ডে) >আশ্রয়ন আবাশন প্রকল্প-১ এ (২ নং ওয়ার্ডে) >হিন্দু পাড়া শচিনের বাড়ির সামনে (৫ নং ওয়ার্ডে) >রমজায়পুর স্কুলের মাঠে (৫ নং ওয়ার্ডে) >আড়ুয়া ডাঙায় (৬ নং ওয়ার্ডে) **হড়কা ইউনিয়ন** >গাজীখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে >ছিদামখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে । **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** >প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে । **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >কামরাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে । >টেংরামারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে। >দ: পিপুলবুনিয়া সংলগ্ন মাঠ।	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>বেতকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে। **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >কালিকাবাড়ি ডালি পাড়ায়- ৪ নং ওয়ার্ড >ভোজপাতিয়ায় পশ্চিম পাড়ার মসজিদের পাশে- ৩ নং ওয়ার্ড >বেতকাটা ৬ নং ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ায় মল্লিক বাড়ির সামনে **রাজনগর ইউনিয়ন** >কৈগর্দাসকাঠি- ৪ নং ওয়ার্ড (৩০০০-৪০০০ লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >তালবুনিয়া উত্তর পাড়ায় (১ নং ওয়ার্ডে) >ইসলামাবাদ সিনিয়ার সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা সংস্কার (৩নং ওয়ার্ডে) >তেঘরিয়া গিলাতলা পশ্চিম পাড়ায় (৪ নং ওয়ার্ডে) >সুন্দরপুর স:প্র:বিদ্যালয়ের সাথে (৬ নং ওয়ার্ডে) >মুজিবনগর স:প্র:বিদ্যালয়ের সাথে (৭ নং ওয়ার্ডে) >নলবুনিয়া চরে (৮ নং ওয়ার্ডে) >মদনাখালীতে (৮ নং ওয়ার্ডে) **বাইনতলা ইউনিয়ন** >আলিপুর ও কাশিপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা ২ নং ওয়ার্ডে। >মন পবনতলা বাজারে **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > ৭ নং ওয়ার্ডের মেমোরিয়াল স্কুলে। > ৩ নং ওয়ার্ডের এবতেদায়ী মাদ্রাসায়। > ৫ নং ওয়ার্ডের সন্যাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। > ৮ নং ওয়ার্ডের তালুকদার স্কুলে। > ৯ নং ওয়ার্ডের মাটির কিল্লার উপরে। **উজলকুড় ইউনিয়ন** ১,২,৪,৬,৭,৮ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান করতে হবে।				
৭	আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত (লক্ষমাত্রা-৯ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৩.৫ লক্ষ টাকা/ মাটিরকিল্লা; বাস্তবায়নের মাস- নভেম্বর – এপ্রিল)	**হড়কা ইউনিয়ন** >হুড়কা স্কুলকাম সাইক্লোন সেন্টার মেরামত । >ভেকটমারী স্কুলকাম সাইক্লোন সেন্টার মেরামত । **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >শ্রীফলতলা প্রাথমিক স্কুলকাম সাইক্লোন সেল্টার মেরামত । >ঝনঝনিয়া প্রাথমিক স্কুলকাম সাইক্লোন সেল্টার মেরামত । >কদিরখোলা স্কুলকাম সাইক্লোন সেল্টার মেরামত। >কাষ্টবাড়িয়া স্কুলকাম সাইক্লোন সেল্টার মেরামত । **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >ইসলামাবাদ সিনিয়ার সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেল্টার সংস্কার (৩নং ওয়ার্ডে)	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন > ৪ নং ওয়ার্ডের হাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মান। > ১ নং ওয়ার্ডের মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেল্টার মেরামত। **উজলকুড় ইউনিয়ন** >চাদপুর- (৫ নং ওয়ার্ডে) >ফয়লা- (৩ নং ওয়ার্ডে)				
৮	পুকুর খনন (লক্ষমাত্রা-১৩ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৫ টাকা/ পুকুর; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – এপ্রিল)	**বাইনতলা ইউনিয়ন** >কুমলাই সালেহা মাদ্রাসার সন্নিকটে ১টি পুকুর খনন করতে হবে- ৫ নং ওয়ার্ড। **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > ৩ নং ওয়ার্ডের ইলিয়াস মেম্বরের বাড়ির পেছনে ১টি পুকুর খনন করতে হবে । > ২ নং ওয়ার্ডের ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের কাছে ১টি পুকুর খনন করতে হবে । > ১ নং ওয়ার্ডের বাদশা হাওলাদারের বাড়ি ১টি পুকুর খনন করতে হবে । > ৩ নং ওয়ার্ডের আর্মড ব্যাটালিয়নের বাড়ির কাছে ১টি পুকুর খনন করতে হবে । > ৯ নং ওয়ার্ডের বেতবুনিয়া বান্দাঘাট বাজার সংলগ্ন ১টি পুকুর খনন করতে হবে । > ৬ নং ওয়ার্ডের হুলার চর মাদারদিয়ায় ১টি পুকুর খনন করতে হবে । **উজলকুড় ইউনিয়ন** ১, ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে নতুন পুকুর খনন।	√	√	√	√
৯	পুকুর পুন:খনন ও পিএসএফ নির্মান (পিএসএফ কাম সোলার সিষ্টেম) (লক্ষমাত্রা-৩২ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১৮ লক্ষ টাকা/ পুকুর; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-অক্টোবর – মে)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > কাঁচারি পুকুর পুন:খনন (৪ নং ওয়ার্ডে) > বয়রাতলার পুকুর পুন:খনন (১ নং ওয়ার্ডে) > নারকেলবুনিয়ার দিঘি পুন:খনন (১ নং ওয়ার্ডে) > ডাকরা পিসি রায়ের পুকুর পুন:খনন (৭ নং ওয়ার্ডে) > আ: জলিল হাও: বাড়ির পুকুর পুন:খনন (৯ নং ওয়ার্ডে) > নুরমোহাম্মদ সরদারের বাড়ির পুকুর পুন:খনন (৮ নং ওয়ার্ডে) > আশ্রয়ন প্রকল্প-১ এর পুকুর পুন:খননও ঘাট নির্মান (২ নং ওয়ার্ডে) > ওয়াজেদ খানের পুকুর পুন:খনন (৫ নং ওয়ার্ডে) > মাদ্রাসার পুকুর পুন:খনন (৫ নং ওয়ার্ডে) > সাত পুকুরিয়া জামে মসজিদের পুকুর পুন:খনন (৬নং ওয়ার্ডে) > সাতপুকুরিয়া মিষ্টি পুকুর পুন:খনন (৬ নং ওয়ার্ডে) > আড়ুয়াডাঙা ঠাকুর বাড়ির পুকুর পুন:খনন (৬ নং ওয়ার্ডে)	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		হড়কা ইউনিয়ন >কাঠামারী কবিরাজবাড়ির পুকুর পুন:খনন । >কাঠামারী হালদারবাড়ির পুকুর পুন:খনন । >হড়কা মতুয়াবাড়ির পুকুর পুন:খনন । >৯ নং ওয়ার্ডের গাজীবাড়ির পুকুর পুন:খনন । **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >রামপাল দীঘি পুন:খনন। >ঝনঝনিয়া দীঘি পুন:খনন। >নীলিঘোষের দীঘি পুন:খনন। >পেপুলবুনিয়া দীঘি পুন:খনন। >জয়নগর দীঘি পুন:খনন। >টেংরামারী দীঘি পুন:খনন। **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >মোক্তারের পুকুর পুন:খনন (৮ নং ওয়ার্ডে) **বাইনতলা ইউনিয়ন** >খান তায়েব আলীর বাড়ির সামনের পুকুর- ২ নং ওয়ার্ড **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >চন্দ্রাখালী সাইক্লোন শেল্টারের পাশে সরকারী পুকুর পুন: খনন- ৭ নং ওয়ার্ড >চন্দ্রাখালী আ: হামিদ শেখের বাড়ির সামনের পুকুর- ৮ নং ওয়ার্ড **রাজনগর ইউনিয়ন** >খাম ঘাটা খলিল মাষ্টারের বাড়ির পুকুর পুন: খনন- ৯ নং ওয়ার্ড >চিত্রা সরকারী পুকুর- ৯ নং ওয়ার্ড >আদাঘাট সরকারী পুকুর- ৮ নং ওয়ার্ড >প্রষাদনগর মিঠাপুকুর পুন: খনন- ৫ নং ওয়ার্ড **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > ৮ নং ওয়ার্ডের মাদ্রাসার পুকুর।				
১০	রেইন ওয়াটার (প্লাষ্টিক ট্যাংক সাথে পাইপ সেটিং) (লক্ষমাত্রা-২৩৮ টি; সম্ভাব্য বাজেট-১২০০০ টাকা/ আশ্রয়কেন্দ্র; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস--ডিসেম্বর অক্টোবর)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩৬০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ২৭০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ২০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	-	-	√
১১	গভীর নলকুপ স্থাপন	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১২০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
	(লক্ষমাত্রা-১১৩০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৮০০০০ টাকা/প্রতিটি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-অক্টোবর – মে)	**গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৯০টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রামপাল সদর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)				
১২	স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা (লক্ষমাত্রা-১০০০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ২৫০০০ টাকা/প্রতিটি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য নভেম্বর-মাস– এপ্রিল)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১২০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হুড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৮০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রামপাল সদর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৯০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	√	√	√
১৩	মাটির কিল্লা নির্মান (লক্ষমাত্রা-১৩ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৭৮ লক্ষ টাকা/প্রতিটি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য নভেম্বর-মাস– এপ্রিল)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** >আশ্রয়ন আবাশন প্রকল্প-১ এ (২ নং ওয়ার্ডে) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >বেতকাটা গ্রামে- ৬ নং ওয়ার্ড (কারিতাস অফিসের সামনে) >আই.ডব্লিউ.টি প্লানের পূর্ব মাথায় ডালিপাড়া গ্রামে- ৪ নং ওয়ার্ড **রাজনগর ইউনিয়ন** >কৈগর্দাসকাঠি- ৪ নং ওয়ার্ড **বাইনতলা ইউনিয়ন** >মনপবনতলার বাজারের সন্নিকটে- ৬ নং ওয়ার্ড **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >নলবুনিয়ার চরে সরকারি খাস জমিতে (২ নং ওয়ার্ডে)	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>মদনাখালীতে (৯ নং ওয়ার্ডে) **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >শ্রীফলতলায় (৭ নং ওয়ার্ডে) >ঝনঝনিয়ায় (৪ নং ওয়ার্ডে) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > মাটির কিল্লার উপর গবাদিপশুর নিরাপত্তার জন্য ছাউনী স্থাপন।				
১৪	রিভার অসমোসিস প্লান্ট স্থাপন (লক্ষমাত্রা-৮ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ২০ লক্ষ টাকা/প্রতিটি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস:এপ্রিল - ডিসেম্বর	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > ইউনিয়ন পরিষদের কাছাকাছি ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি রিভার অসমোসিস প্লান্ট স্থাপন করতে হবে।	√	-	-	√
১৫	নদী/খাল পূন:খনন (লক্ষমাত্রা-৫৯ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১৫ লক্ষ টাকা/ কিলোমিটার; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – জানুয়ারী)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > পুটিমারি খাল খনন ২.৫ কি:মি: (১ ও ৩ নং ওয়ার্ডে) > বুদোর খাল খনন ২ কি:মি: (১ নং ওয়ার্ডে) > মধ্যের খাল খনন ২ কি:মি: (২ নং ওয়ার্ডে) > আমতলী কাটাখাল খনন ৩ কি:মি: (২ নং ওয়ার্ডে) > দোয়ানির খাল খনন ২ কি:মি: (৬ নং ওয়ার্ডে) > বুদোর খাল খনন ২ কি:মি: (৬ নং ওয়ার্ডে) > ইয়াছিনের খাল বুদোর খাল খনন ২ কি:মি: (৬ নং ওয়ার্ডে) > পাজাকুলার খাল বুদোর খাল খনন ৩কি:মি: (৬ নং ওয়ার্ডে) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** >বর্ণী খাল ২কি:মি:(৭ নং ওয়ার্ডে) >মুরুলীয়ার খাল ৩কি:মি:(৪ নং ওয়ার্ডে) >দোয়ানিয়ার খাল ২.৫কি:মি:(৬ নং ওয়ার্ডে) **হুড়কা ইউনিয়ন** >ঘোলার খাল খনন, ২ কি:মি: >গুনাই খাল খনন, ১.৫ কি:মি: >বেলাই খাল খনন, ২.৫ কি:মি: >পুকুরিয়া খাল খনন, ২কি:মি: >ছোট বেলাই খাল খনন, ১কি:মি: >কাটাখালী খাল খনন, ২.৫কি:মি: >তেলিখালী খাল খনন,২কি:মি: >নলবুনিয়ার খাল খন, ৩ কি:মি: **রামপাল সদর ইউনিয়ন** >নালের খাল খনন,২কি:মি: । >কাকড়াবুনিয়ার খাল খনন,১.৫কি:মি:। >কিসমত ঝনঝনিয়ার খাল খনন,২কি:মি: ।	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>তেতুলিয়ার খাল খনন,১কি:মি: । >ঠাকুরনতলার টেংরামারী খাল খনন,২কি:মি:। >বেতকাটা মবনতলার খাল খনন,২.৫কি:মি:। >পিপুলবুনিয়া জোড়াপুকুরিয়ার খাল খনন,২কি:মি:। >রামপাল খঅল খনন,৩কি:মি:। >ভাইজোড়ার খাল খনন,২কি:মি:। >ওড়াবুনিয়ার খাল খনন,১কি:মি:। **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সকুরহাট হতে কাল্যেতলা পর্যন্ত ৩ কি.মি- ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ড > কাশিপুর বিলের খাল ২ কি.মি- ২ নং ওয়ার্ড >চাকশ্রী হতে কুমলাই পর্যন্ত ১.৫ কি.মি- ১-৬ নং ওয়ার্ডের সীমানা পর্যন্ত > বাইনতলা হতে জগৎবেড় শোলাকুড়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত ৫ কি.মি- ৪ নং ওয়ার্ড > বিষ্ণু নদী হতে শুরু করে দাউদখালী হাসপাতাল পর্যন্ত ১০ কি.মি- ১,২,৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড > চেচর বিলের খালের গোড়া হতে পবনতলা বাজার পর্যন্ত ৪ কি.মি- ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড > চাকশ্রী বাজার হতে বারুইপাড়া হয়ে তেলিখালীর পাশ দিয়ে ফয়লার বাজার পর্যন্ত ৮ কি.মি.- ১, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড >কুমলাই পূর্বপাড়া বিলের খাল কুতুব সরদারের বাড়ি হইয়া মুনসুর শেখের বাড়ি পর্যন্ত ৪ কি.মি- ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড **রাজনগর ইউনিয়ন** >গুপ্ত খালীর খাল- ২ কি.মি- ৮ নং ওয়ার্ড >হেতেল মারি- ২ কি.মি- ৮ নং ওয়ার্ড >পিশে মারি- ৪ কি.মি- ৮ নং ওয়ার্ড >মান্দার খোলা- ২ কি.মি- ৮ নং ওয়ার্ড >ছোপট ও বড় পার্শের খাল- ৩ কি.মি- ৫ নং ওয়ার্ড >বশির খাল- ৩ কি.মি- ৫ নং ওয়ার্ড **বাঁশতলী ইউনিয়ন** >মুন্সির খাল খনন ৩কি:মি:(১ নং ওয়ার্ডে) গোলবুনিয়া খালের গোড়া হতে মালোবাড়ি খালের গোড়া ৩কি:মি:(১ নং ওয়ার্ডে) >বড়ইতলাথালের গোড়া হতে তালবুনিয়া মেইন রাস্তা পর্যন্ত খাল খনন ২কি:মি: (১ নং ওয়ার্ডে) >সেদলার খাল হতে গিলেতলা বাজার পর্যন্ত খাল খনন ৩কি:মি:(৪ নং ওয়ার্ডে) >গাড়ামারা খালের গোড়া হতে আইয়ুব আলী সরদারের বাড়ি পর্যন্ত খাল খনন ২কি:মি:(১ নং ওয়ার্ডে) >নলবুনিয়ার খাল খনন ৪কি:মি:(৮ নং ওয়ার্ডে)				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		>দাড়ার খাল খনন ২কি:মি:(৮ নং ওয়ার্ডে) >গজালিয়া ছোট কাটাখালি খনন ২কি:মি:(৯ নং ওয়ার্ডে) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** >শুম্ভ ভালির খাল খনন- ২.৫ কি.মি- ১, ২, ৩ ও ৬ নং ওয়ার্ড >জিওলমারী খাল- ৩ কি.মি- ৫ নং ওয়ার্ড >দেবরের নদী খনন ৩ কি.মি **উজলকুড় ইউনিয়ন** >সোনাতুনিয়া খাল ২ কি:মি: ৮ নং ওয়ার্ড >বামনডহর খাল ১.৫ কি:মি: ৯ নং ওয়ার্ড >চাচড়ির খাল ২ কি:মি: ৭ নং ওয়ার্ড >যো খাল ২.৫ কি:মি: ৩ নং ওয়ার্ড **উজলকুড় ইউনিয়ন** >দুলালার খাল ৬ নং ওয়ার্ড হয়ে ভোলা নদী হয়ে ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত ৪ কি:মি:। >ভোলা নদী পুন:খনন ৬ কি:মি:। >ইটনে শেষ সিমানা হতে শুরু করে ৯ নং ওয়ার্ড হয়ে৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত ৬ কি:মি:। >দাকুপার খাল ২ কি:মি: ৫ নং ওয়ার্ড >বাবুর খাল ২ কি:মি: ৬ নং ওয়ার্ড				
১৬	আপদ সহনশীল ঘরবাড়ি তৈরি (লক্ষমাত্রা-১০০০ টি; সম্ভাব্য বাজেট-১৫ লক্ষ টাকা/ ঘরবাড়ি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – জানুয়ারী)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রামপাল সদর** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হুড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	-	-	√
১৭	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট করণ	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ২৫ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন**	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
	(লক্ষমাত্রা-২৬০ টি; সম্ভাব্য বাজেট-২ লক্ষ টাকা / প্রতিটি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর – এপ্রিল)	> সমগ্র ইউনিয়নে ২০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রামপাল সদর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ২৫ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হুড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ২৫ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > চাঁদপুর জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ (৫ নং ওয়ার্ড) > ফয়লাহাট কামাল উদ্দিন স্কুল মাঠ (৩নং ওয়ার্ড)				
১৮	প্রতিবন্ধি বান্ধব দূর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মান (লক্ষমাত্রা-৩০০ টি; সম্ভাব্য বাজেট-৩ .৫ লক্ষ টাকা / প্রতিটি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস- ডিসেম্বর– এপ্রিল	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রামপাল সদর** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হুড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	-	√	√
১৯	দুস্থ মহিলাদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা (গাভি পালন, ছাগল পালন, হস্ত শিল্প ইত্যাদি)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে)	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		রামপাল সদর > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **হুড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৮০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ জন করে)				
২০	আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট তৈরি করা। (লক্ষমাত্রা-৪৫০টি ; সম্ভাব্য বাজেট- ২০ হাজার টাকা / প্রতিটি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস- ডিসেম্বর-— এপ্রিল	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হুড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন**	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
		> সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক)				
২১	সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা (লক্ষমাত্রা-১৫০০ পরিবার ; সম্ভাব্য বাজেট- ২ হাজার টাকা / কি:মি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-মে – জুলাই)	> প্রতিটি ইউনিয়নে ১৫০ টি পরিবারের মাঝে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরন করতে হবে। **পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ১৫০ টি সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	-	-	√
২২	পরিকল্পিত মৎস্য চাষের লক্ষে প্রর্দশনী ঘের তৈরি (লক্ষমাত্রা-৪৫০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১ লক্ষ টাকা / প্রতিটি)	**পেড়িখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
			উপজেলা প্রশাসন	**কমিউনিটি**	**ইউপি**	**এনজিও**
		প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হড়কা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড় ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৪৫ টি পরিকল্পিত মৎস্য চাষের প্রর্দশনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক)				
২৩	মৎস্যজিবীদের জন্য নৌকা, জাল ও নেটের ব্যবস্থা করণ (লক্ষমাত্রা-১০০০ জন; সম্ভাব্য বাজেট-২৫০০০টাকা / জন)	**পেড়িখালী:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **গৌরম্ভা:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাঁশতলী:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রাজনগর:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **বাইনতলা:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **হড়কা:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **ভোজপাতিয়া:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **মল্লিকেরবেড়:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **উজলকুড়:** সমগ্র ইউনিয়নে ১০০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	-	-	√

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়- স্বাভাবিক সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

রামপাল উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগ কালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্যযে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষন, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে একটি টেলিফোন ব্যবহারকরা হয় যার নম্বর ০১৭১১-৪৫০৮১৪/০১৭৭০-৩৫৯৩৯৩ ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১ টি একটি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মো: আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১-৩১০০২৮
২	সুব্রত কুমার শিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০০৫
৩	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০৭৩
৪	দিলারা খাতুন	মহিলা বিষয়ক অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০৭৬
৫	সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম	সমাজ সেবা অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০৮০
৬	কে এম জহুরুল আলম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭৮৭৪১৫২৮০

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর পরই উপজেলা পর্যায়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/4 জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

- জেলা/উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।

- বিভাগ/জেলা সদরের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্ব কালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা/উপজেলার ম্যাপ, বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামের যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাচাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

- দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ের কন্ট্রোল রুমে উপরোল্লিখিত কার্যবলী কার্যকর করা হয়। তবে কন্ট্রোল রুমে ঝুঁকি ম্যাপ না থাকায়, দুর্যোগের পরপরই সাধারন ম্যাপে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করা দুরহ হয়ে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কন্ট্রোলরুমে দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে তেমন কোন সরঞ্জাম নাই। যেমন- ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইনকোট ইত্যাদি নাই।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্রম. নং	কাজ	একক	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	জন	প্রতিটি ইউনিয়নে মোট ৪৫ জন	ফেব্রুয়ারী- মার্চ মাসে	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারি সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্কবার্তা প্রচার	জন সংখ্যা	১০০% জনসংখ্যা	সতর্কর্বাতা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, সাইরেনও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	সংখ্যা	৬ টি ইউনিয়নে ২৪ টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভব্য ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদে ফোন নং সংরক্ষণ করা	ঐ
৪	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	জন	৫০০	দুর্যোগের পরে	ঐ	বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরজ্জামসহ যান্ত্রিক নৌকা ব্যবহার করে	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য	সংখ্যা	প্রতিটি ইউনিয়নে ১ টি	দুর্যোগের পরে	ঐ	ঐ	নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	মৃতদেহ সৎকার করা	জন	১০০	দুর্যোগের পরে	ঐ	কমিউনিটির জনগণ	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাহায্য নিয়ে	UDMC
৬	গবাদি পশূ মাটিতে পোতা	সংখ্যা	২০০ জন	দুর্যোগের পরে	ঐ	কমিউনিটির জনগণ	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাহায্য নিয়ে	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মাণ উপকরণ ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত	শুকনা খাবার	৩ টন	দুর্যোগের পূর্বে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
		ডাল/ চাল	৫ টন					
		ওষুধ	২০০ জন					
৮	গবাদীপশুর চিকিৎসা/টিকা	ঔষধ (জন)	৫০০ টি	দুর্যোগের পূর্বে ও পরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা

					দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি			প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ (মেরামত)	সংখ্যা	৪০ টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভব্য ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	ঐ	সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	দল	৩০ টি	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	মহড়ার আয়োজন করা (সতর্কবার্তা, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রা. চিকিৎসা)	সংখ্যা	১২	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব এলাকায় বেশি দুর্যোগ প্রবন সে সব এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা (অপারেশন, কন্ট্রোল ও যোগাযোগ রুম)	রুম	৩	দুর্যোগের পূর্বে	ঐ	ঐ	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ড ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পযর্ন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করার বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহর্তে কোন কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষীত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এসওএস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ড প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে হতে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্ড জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার হতে সংগ্রহ করতে হবে
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার হতে সংগ্রহ করতে হবে
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার হতে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা / টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল হতে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঐষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানী চিতিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পরপরই উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে **দি**বা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষনিক ভাবে তত্তাবধায়ন করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন হতে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ জেলা/ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নিরাপদ স্থানসমূহের নাম	ইউনিয়নের নাম/ ওয়ার্ড	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটিরকিল্লা	মল্লিকেরবেড় মাটিরকিল্লা	৯	২৫০০	প্রায় সবগুলো আশ্রয় কেন্দ্রে পানি ও আলোর ব্যবস্তা নাই। এগুলোর ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী এছাড়া কিছু কিছু আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত করা খুবই প্রয়োজন।
	ভোজপাতিয়া মাটিরকিল্লা	২	২৫০০	
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	**শ্রীফলতলা আশ্রয়কেন্দ্র**	রামপাল ৭	৭৫০	
	ঝনঝনিয়া আশ্রয়কেন্দ্র	রামপাল ৪	৭৫০	
	কাদির খোলা আশ্রয়কেন্দ্র	রামপাল ১	৭৫০	
	কাষ্ঠবাড়িয়া আশ্রয়কেন্দ্র	রামপাল ২	৭৫০	
	বড়দুর্গাপুর বালিকা বিদ্যালয়	রাজনগর ৯	৭৫০	
	ফয়লাহাট আশ্রয়কেন্দ্র	**উজলকুড়** ৩	৭৫০	
	মানিক নগর আশ্রয়কেন্দ্র	**উজলকুড়**	৭৫০	
	পশ্চিম মল্লিকেরবেড় আশ্রয় কেন্দ্র	**মল্লিকেরবেড়** ২	৬০০	
	মল্লিকেরবেড় সাইক্লোন সেন্টার	**মল্লিকেরবেড়** ১	৭৫০	
	চন্দ্রাখালী সাইক্লোন সেল্টার	**ভোজপাতিয়া** ৫	৭৫০	
	জিয়েলমারী সাইক্লোন সেল্টার	**ভোজপাতিয়া** ৭	৭৫০	
স্কুল কাম সেল্টার	কাদির খোলা সঃ প্রাঃ বিঃ	রামপাল ২	৪০০	
	কাষ্ঠবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	রামপাল ১	৪৫০	
	রামপাল গার্লস স্কুল	রামপাল ৯	৫০০	
	শ্রীফলতলা মাঃ বিঃ	রামপাল	৪০০	
	ঝনঝনিয়া মাঃ বিঃ	রামপাল ৪	৪৫০	
	কাদিরখোলা মাঃ বিঃ	রামপাল ২	৪৫০	
	পেড়িখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	**পেড়িখালী** ১	৪০০	
	আড়ুয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	**পেড়িখালী** ৬	৪৫০	
	তালবুনিয়া উত্তর পাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশতলী ১	৫০০	
	গিলাতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ	বাঁশতলী ৫	৪০০	
	পূব বাঁশতলী উ:পাড়া সরকারি প্রাঃ বিঃ	বাঁশতলী ৯	৪০০	
	বড়দিয়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	বাঁশতলী ২	৪৫০	
	ইসলামাবাদ চন্ডীতলা সঃ প্রাঃ বিঃ	বাঁশতলী ৩	৪০০	
	বাঁশতলী রেজি: প্রাঃ বিদ্যালয়	বাঁশতলী ৮	৪০০	
	হাজী পাড়া সাইক্লোন কাম প্রাঃ বিঃ	**মল্লিকেরবেড়** ৪	৫৫০	

	৫৬ নং মল্লিকেরবেড় সরকারি প্রাঃ বিঃ	**মল্লিকেরবেড় ১**	৪০০	
	হুড়কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুড়কা৯	৫০০	
	উত্তর হুড়কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুড়কা৬	৪৫০	
	ভ্যাকটমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুড়কা২	৪৫০	
	গাজীখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুড়কা	৪৫০	
	নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হুড়কা	৪৫০	
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	রামপাল ডিগ্রী কলেজ	রামপাল ৯	৭৫০	দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।
	ভাগা সুন্দরবন মহিলা ডিগ্রী কলেজ	রামপাল ৫	৫৫০	
	পেড়িখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**পেড়িখালী** ১	৪৫০	
	বড় কাঠালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**পেড়িখালী** ৯	৪৫০	
	ডাকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**পেড়িখালী** ৭	৫৫০	
	আবুল কালাম ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়	বাঁশতলী ৫	৪৫০	
	বাঁশতলী মা: বি:	বাঁশতলী ৮	৫৫০	
	বাইনতলা কাশিপুর মা:বি:	বাইনতলা ৩	৪৫০	
	পবনতলা বালিকা বি:	বাইনতলা ৬	৫৫০	
	বাইনতলা ইউনিয়ন মা:বি:	বাইনতলা ৯	৫৫০	
	চাকশ্রী এ বি সি মা:বি:	বাইনতলা ১	৪৫০	
	ইসলামাবাদ ফাযিল মাদ্রাসা।	বাঁশতলী	৫৫০	
	বর্ণী ছায়রাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গৌরম্ভা ৭	৪৫০	
	রাজনগর ইউ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	রাজনগর ৯	২৫০	
	কালেখার বেড় ম্যাঃ বিঃ	রাজনগর ৯	৪৫০	
	ভূইয়ার কান্দর স্কুল	**উজলকুড়** ৪	৪৫০	
	মল্লিকেরবেড় মা: বি:	**মল্লিকেরবেড় ১**	৪৫০	
	সন্ন্যাসী মা: বি:	**মল্লিকেরবেড় ৫**	৫৫০	
	মল্লিকেরবেড় সাইক্লোন মাদ্রাসা	**মল্লিকেরবেড় ১**	৫৫০	
	মাদারদিয়া নিম্ন মাঃবিঃ কাম আশ্রয় কেন্দ্র	**মল্লিকেরবেড় ৬**	৫৫০	
	বেতকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**ভোজপাতিয়া ১**	৫৫০	
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	**হুড়কা ৫**	৪৫০	
	হুড়কা কমিউনিটি ক্লিনিক	**হুড়কা ৪**	৩৫০	
	বেলাই কমিউনিটি ক্লিনিক	**হুড়কা ১**	৩৫০	
ইউপি ভবন	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	-	২০০	দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।
	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	-	২৫০	
	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	-	২৫০	
	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	-	১৫০	
	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	৭	২৫০	
	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	-	২৫০	
	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	-	৩৫০	
	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	-	২৫০	
উঁচু রাস্তা/ওয়াপদার ভেড়ি বাঁধ	ওয়াপদার রাস্তা কলমী দোয়ানীর ব্রিজ হতে বড় সন্ন্যাসী গিলেরডাঙ্গা খেয়াঘাট পর্যন্ত	মল্লিকেরবেড় ৪ নং হতে ৮নং	৫৫০	দুর্যোগের ফলে গৃহহীন লোকজন এখানে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে
	ওয়াপদার ভেড়ি বাঁধ	মল্লিকেরবেড় ১ নং হতে ২ নং	৬৫০	
	কালেখার বেড় দিঘির পাড়	রাজনগর ৯ নং	৬৫০	
	গিলাতলা হতে বড়দিয়া পর্যন্ত	বাঁশতলী ২, ৩ ও ৪	১০০০	

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টার গুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশির ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশির ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানির কোন ব্যবস্থা নাই। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রর অবস্থান দেখানো হলো:

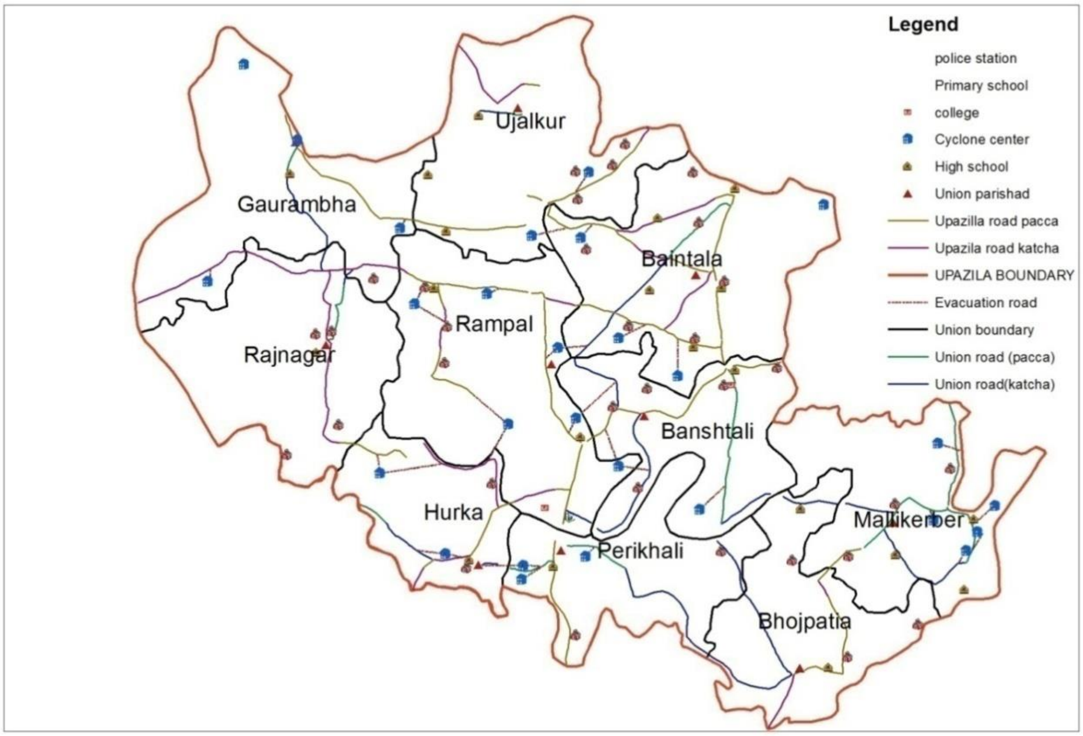
Legend
police station
Primary school
college
Cyclone center
High school
Union parishad
Upazilla road pacca
Upazila road katcha
UPAZILA BOUNDARY
Evacuation road
Union boundary
Union road (pacca)
Union road(katcha)
Ujalkur
Gaurambha
Baintala
Rampal
Rajnagar
Banshtali
Hurka
Perikhali
Mallikerber
Bhojpatia

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দৃষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র শুষ্ঠ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষা করে স্থানীয় ভাবে উদ্দোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্রের নামের তালিকা:

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপাপ্ত ব্যাক্তির নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
মাটিরকিল্লা	মল্লিকেরবেড় মাটিরকিল্লা (মল্লিকেরবেড় ৯নং)	তালুকদার নাজমুল কবির (ঝিলাম)	০১৭৪০৬২৫৮৯৯	
	ভোজপাতিয়া মাটিরকিল্লা (ভোজপাতিয়া ২ নং)	শেখ মো: নুরুল আমিন	০১৭১০৯৪১১৯৩	
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	**শ্রীফলতলা আশ্রয়কেন্দ্র** (রামপাল ৭)	**মোঃ জাকির হোসেন**	০১৯১৭-২২৭০০০	
	ঝনঝনিয়া আশ্রয়কেন্দ্র (রামপাল ৪)	**মোঃ সিরাজুল ইসলাম**	০১৭২১-৩৮৭০৭২	
	ওড়াবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টার (রামপাল ১)	-	-	
	শরাবপুর আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	
	বারুইপাড়া আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	
	কাদির খোলা আশ্রয়কেন্দ্র	**মোঃ মান্নান শেখ**		
	কাষ্ঠবাড়িয়া আশ্রয়কেন্দ্র (রামপাল ২)	**মিতা রানী বিশ্বাস**	০১৭২৪-৮৪৬৩৯৯	
	বড়দুর্গাপুর বালিকা বিদ্যালয় মাঠ (রাজনগর ৯)	-	-	
	ফয়লাহাট আশ্রয়কেন্দ্র (উজলকুড় ৩)	-	-	
	মানিক নগর আশ্রয়কেন্দ্র (উজলকুড়)	-	-	
	পশ্চিম মল্লিকেরবেড় আশ্রয় কেন্দ্র (মল্লিকেরবেড় ২	**প্রবীর দাস**	০১৭১৯৫৬৬৩৭৬	
	মল্লিকেরবেড় সাইক্লোন সেন্টার (মল্লিকেরবেড় ১)	**মতিউর রহমান শেখ**	০১৯১৩০২৩৩৭২	
	চন্দ্রাখালী সাইক্লোন সেল্টার (ভোজপাতিয়া ৫)	-	-	
	জিয়েলমারী সাইক্লোন সেল্টার (ভোজপাতিয়া ৭)	-	-	
স্কুল কাম সেল্টার	কাদির খোলা সঃ প্রাঃ বিঃ (রামপাল ২)	হাওলাদার হান্নান	০১৭১০৭০১৫১৯	
	কাষ্ঠবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ (রামপাল ১)	মিতা রানী বিশ্বাস	০১৭২৪৮৪৬৩৯৯	
	পেড়িখালী সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (পেড়িখালী ১)	**উম্মে মাহবুবা** (লতা)	**০১৯১৪-২৯১০৪৭ ০১৫৫২৮১৬২৬৮**	
	আড়ুয়াডাঙ্গা সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় (পেড়িখালী ৬)	**তাসলিমা সুলতানা**	**০১৭২০-৯৯৪৫৮৫**	
	তালবুনিয়া উত্তর পাড়া রেজিঃ প্রাঃবিঃ (বাঁশতলী ১)	হাসমা খানম	০১৭১৫২৩২৪২২	
	বড়দিয়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (বাঁশতলী ২)	মোহন সরকার	০১৭১৬৫৭০৩৯৫	
	ইসলামাবাদ চন্ডীতলা সঃ প্রাঃ বিঃ (বাঁশতলী ৩)	হাওলাদার আবুল হোসেন	০১৭১০১২৩৩৮৭	
	বাঁশতলী রেজি: প্রাঃ বিদ্যালয় (বাঁশতলী ৮)	শেখ শহিদুল ইসলাম	০১৯২৫২৬২৫৩২	
	হাজীপাড়া সাইক্লোন কাম প্রাঃবিঃ (মল্লিকেরবেড় ৪)	মিসেস হেলেনা	০১৭৪১০০৯৪২৫	
	হুড়কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (হুড়কা ৯)	বিচিত্র পাড়	০১৭১৭৮১০৬৩৭	
	উত্তর হুড়কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (হুড়কা ৬)	বুলু রানী গাঙ্গুলী	০১৯২৩০৬২৩৪২	
	ভ্যাকটমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (হুড়কা ২)	পান্না আক্তার	০১৭১৮১২৫৫৯৯	
	গিলাতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ (বাঁশতলী ৫)	কল্পনা রানী	০১৭২০৯০২৯৫৪	
	পূব বাঁশতলী উ:পাড়া সরকারি প্রাঃ বি (বাঁশতলী ৯)	ঝর্ণা রানী পাল	০১৭১১৬৬৯৯১৩	
	৫৬ নং মল্লিকেরবেড় সরকারি প্রাঃ বি (**মল্লিকেরবেড় ১**	শামছুন নাহার	০১৯২৩৩৯২৫৬৭	
সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	রামপাল ডিগ্রী কলেজ (রামপাল ৯)	মো: মজনুর রহমান	০১৫৫৮৩২১৬২৫/	দুর্যোগ কালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।
	পেড়িখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পেড়িখালী ১)	**শংকর কুমার**	**০১১৯৮-১১১৬৮১**	
	বড় কাঠালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পেড়িখালী ৯)	**অনাদি কুমার**	-	
	ডাকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পেড়িখালী ৭)	**পিয়ুষ কুমার**	-	
	কালেখার বেড় ম্যাঃ বিঃ (রাজনগর ৯)	**অধেন্দু মজুমদার**	-	
	বেতকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ভোজপাতিয়া ১)	**শংকর দাশ**	০১৯৮৩-৩৯৭৮৮৩	
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হুড়কা (**হুড়কা ৫)**	**ডা: পরিমোষ বেপারী**	০১৮৫০-৪০৮৬২৭	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপাপ্ত ব্যাক্তির নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
	হুড়কা কমিউনিটি ক্লিনিক (**হড়কা ৪**)	**শর্মিষ্ঠা মন্ডল**	-	
	বেলাই কিঃমিঃউনিটি ক্লিনিক (**হুড়কা ১**)	**মনোজিৎ মন্ডল (স্বাস্থ্য সহকারী**)	০১৬৮৭-৭৪০২৯০	
	বাইনতলা কাশিপুর মা:বি: (বাইনতলা ৩)	শেখ বিলাল উদ্দিন	০১৭১৫৪৪৮০১৪	
	পবনতলা বালিকা বি: (বাইনতলা ৬)	মো: আনোয়ার	০১৯৪৪২৩৩৫২২	
	বাইনতলা ইউনিয়ন মা:বি: (বাইনতলা ৯)	আবুল বাসার	০১৭১৮৮৩২০৩৫	
	চাকশ্রী এ বি সি মা:বি: (বাইনতলা ১)	রবীন্দ্রনাথ মন্ডল	০১৭২৬৩৮৮৫২৪	
	গিলাতলা বহুমুখী মা:বি: (বাঁশতলী ৫)	এস এম মুজিবুর রহমান	০১৭১১৪৫০২২৫	
	বাঁশতলী মা: বি: (বাঁশতলী ৮)	আশীষ কুমার মন্ডল	০১৮১১৩০৭১৩০	
	আবুল কালাম ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় (বাঁশতলী ৫)	শেখ মো: ছাদেক	০১৭২৩৭০৯০৩৬	
	মল্লিকেরবেড় মা: বি: (**মল্লিকেরবেড় ১**)	ছিদ্দিকুর রহমান	০১৯১৩৩৩৮১০২	
	মাদারদিয়া নিম্ন মা: বি (**মল্লিকেরবেড় ৬**)	মো: কামরুল ইসলাম	০১৯২২৩৬৯৪৪৭	
	সন্ন্যাসী মা: বি:(**মল্লিকেরবেড় ৫**)	হাওলাদার সাইদুর রহমান	০১৭২১৪৭৮৪৭৬	
ইউপি ভবন	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	শেখ বজলুর রহমান	০১৭১০৯০০৯২৪	দুর্যোগ কালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করে
	পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ	মো: রফিকুল ইসলাম	০১৭১১০১০৮০৬	
	বাঁশতলী ইউনিয়ন পরিষদ	শেখ মো:আবু সাইদ	০১৭১১৩১০০২৮	
	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	খাঁন তায়েব আলী	০১৭৫৬৩৯২৩৯০	
	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	মো: সেলিম সরদার	০১৭১১৩৪৩০১০	
	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	সরদার আ: হান্নান(ডাব্লু)	০১৭১১৩০৯৯৫১	
	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	খাজা মইনুদ্দিন আক্তার	০১৭১১৩৪৪২৩৭	
	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	তালুকদার নাজমুল কবির	০১৭৪০৬২৫৮৯৯	
	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	শেখ মো: নুরুল আমিন	০১৭১০৯৪১১৯৩	
	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	তপন কুমার গোলদার	০১৯৭১৮৫৪৩৪৮	

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
আশ্রয় কেন্দ্র	২৮	-	আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এবং অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, রেইন কোর্ট, রেডিওসহ প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে। দীর্ঘ দিন বড় কোন দুর্যোগ না হওয়া কিছু সম্পদ ইউনিয়ন সিপিপি অফিসে রয়েছে আর কিছু ইউনিট টিম লিডার, ইউনিট সদস্যদের কাছে রয়েছে।
বড় মেগাফোন, ছোট মেগাফোন	-	-	
ওয়ারলেস	-	-	
লাইফ জ্যাকট	-	-	
গামবুট, সাইরেন, হেলমেট, টর্চ লাইট	-	-	
উদ্ধার টুল বক্স, স্ট্রেচার	-	-	
মাইক, রেডিও (নষ্ট)	-	-	
ফাস্ট এইড বক্স			

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান হতে। কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস করে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন হতে ১% আয় ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই আয় দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিক ভাবে ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস / ধরণ	বাৎসরিক আয়										
	রামপাল	পেড়িখালী	হড়কা	বাঁশতলী	বাইনতলা	গৌরম্ভা	উজলকুড়	রাজনগর	মল্লিকেরবেড়	ভোজপাতিয়া	মোট
বসত বাড়ির বাৎসরিক ট্যাক্স	৪১১৫৪৭	১৮৫৫৩৫	৯৩০০০	-	১১৬৬০৫	১২০০০০	১০৫০০০	৩৮০৯৭০	৫০৬৭০	৫৭১৫৫	১৫২০৪৮২
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৫৬০৩৯	৩৯৪৮৫	২০৭০০	১৮২১১০	৫০০০	৫১০০০	৫৬৫০০	২২২০০	৭২২৫	৫৪৫০	৪৪৫৭৩৯
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় ইজারা ইত্যাদি)	২০১০০	১১৪৩৯০	৩০০০	৮৩৪৮০	২৪৫০০	২৫০০০	৮২০০০	৬৬০০	২৭৮৮৪০	-	৬৩৭৯১০
সম্পত্তি হতে আয়	১৭০০	৭২৪১৮	-	২৯৩০০	-	৮৬৫১০	৫০০	৫০০	১৭৮০	২৭০০	১৯৫৪০৮
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল		৭০৩০৮	-	-	-	-	-	-	-	৭০৪	৭১০১২
অন্যান্য/ (জন্মনিবন্ধন)	১৬, ৯৬০	৬৩৬০	৭২৭৪	-	২০০০০	-	২১০০০	১২৫০০	১, ৮৫০	-	৮৫৯৪৪

(খ) সরকারি সূত্রে অনুদান

উন্নয়ন খাত:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান										
	রামপাল	পেড়িখালী	হড়কা	বাঁশতলী	বাইনতলা	গৌরম্ভা	উজলকুড়	রাজনগর	মল্লিকেরবেড়	ভোজপাতিয়া	মোট
কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার প্রনালী, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত,		১৫৬০০৩	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫৬০০৩
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	১, ৫৫, ৭০০	৭৭৮৫০	১৫৫৭০০	-	১৬২০০	১১৭০০০	১৫৩০০০	১৭৪৩০০	১, ৫৫, ৭০০	-	১০০৫৪৫০
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল.জি.এস.পি)	১১, ৯০, ৫১৫	৮৩১৭১৭	৫৫৬৩২০	৮১৫৭১২	১২৭৭৫৮৮	১০৫৯৮৮৮	১৪০০০০০	১০০০০০০	৭, ১৫, ২৩৮	৬৩০৩০৪	৯৪৭৭২৮২
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	১, ৬৫, ৮৬৪	৪৪৫২৪৫	২৫৬৯১৮	-	৪১৯৬২২	৩১৮৩২২	৩৮৩৬৭০	৪২৩২৫০	৩, ৩৫, ৬২৪	-	২৭৪৮৫১৫
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	২, ১৪, ০০০	২২১১৫০	৪৭০০০	২১৭২০০	২০০০০০	২৫০০০০	২০০০০০	১৯৫০০০	১, ৩২, ৮০০	-	১৬৭৭১৫০

সংস্থাপন:

ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা:

চেয়ারম্যান (১০ জন) প্রতি: সরকারি: ১৪৭৫ এবং পরিষদ হতে: ১৫২৫/-
এম ইউ পি (১২০ জন) প্রতি: সরকারি: ৯৫০/-, পরিষদ হতে: ১২০০/-
সচিব (স্কেল) ১০ জন: ৭২০৬২/-
দফাদার (১০ টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-
গ্রাম পুলিশ (৯০ টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-

গ) স্থানীয় সরকার:

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা										
	রামপাল	পেড়িখালী	হুড়কা	বাঁশতলী	বাইনতলা	গৌরম্ভা	উজলকুড়	রাজনগর	মল্লিকেরবেড়	ভোজপাতিয়া	মোট
উপজেলা পরিষদ	৮৭৩৯৬২১	৪৮৭০০০২	৩০৫৩০৯৭	৫৬৮১৫২	৮০০০০০	৩৩৫০০০	৩৪৪০০০০	৫২০০০০	৪৯৯৫৫২১	১৬৫৬০	২৭৩৩৭৯৫৩
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক অনুদান টাকা										
	রামপাল	পেড়িখালী	হুড়কা	বাঁশতলী	বাইনতলা	গৌরম্ভা	উজলকুড়	রাজনগর	মল্লিকেরবেড়	ভোজপাতিয়া	১০ টি ইউনিয়নে মোট
সিডিএমপি	-	৬৮৮৫০৩	-	-	-	-	-	-	৫৭৭৮৯৬৬	-	৬৪৬৭৪৬৯
এডিপি	-		-	-	-	-	৮০০০০০	-	-	-	৮০০০০০

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বপরি সুশ্বাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরী, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে। (তথ্যের উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ)

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি- ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি (চেয়ারম্যান, সচিব, এনজিও প্রতিনিধি, সাধারণ কমিটি হতে ২ জন সদস্য)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল #
১.	শেখ মো: আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১৩১০০২৮
২.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০৭৩
৩.	মো; হাফিজুর রহমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০০৭
৪.	সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম	সমাজ সেবা অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০৮০
৫.	মো: হারুনগাজী	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭২০০০২৮৬৭

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনার কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেওয়া।
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তব সম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়নে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি- ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি (চেয়ারম্যান, সচিব, মহিলা সদস্য, সরকারী প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সাধারণ কমিটি হতে ২ জন সদস্য)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	শেখ মো: আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১৩১০০২৮
২.	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০০৫
৩.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০৭৩
৪.	হোসনেয়ারা মিলি	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	০১৭২৪৩৩৬০৩৪
৫	মো: নুরুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী	০৪৬৫৭-৫৬০২১
৬.	সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম	সমাজ সেবা অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০৮০
৭	মো: হারুনগাজী	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭২০০০২৮৬৭

কমিটির কাজ

১. প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
২. প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
৩. প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত কমপক্ষে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন করতে হবে।
৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে।
৬. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ণ

উপজেলার প্রধান প্রধান আপদগুলো হচ্ছে জলোচ্ছাস, ঘূর্নিঝড়, লবণাক্ততা, বন্য, যা মানুষের জীবন এবং জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ যেমন ফসল, মৎস্য, পশুসম্পদ, গাছপালা, সম্পদ, রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, ব্রিজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়:নিষ্কাশন এলাকাতে বিদ্যমান। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদ ভিত্তিক সামাজিক খাতের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখানো হলো:

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ২৭১৩৬ হেঃ জমির মধ্যে ১৮০৪০ হেঃ জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ২৭১৩৬ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৯০৪৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
মৎস্য	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৪৮৮১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৪৮৫৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৭৪০৮ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়ার চাষ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে নদীভরাটের কারণে মোট ১৪৮৮১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৪৮৫৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৪৯০০ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়ার চাষ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মোট ১৪৮৮১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৪৮৫৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১০২৬০ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে চিংড়ি ভাইরাসের কারণে মোট ১৪৮৮১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৪৮৫৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৬১৯ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক মাছ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাছের বিস্তার রোধ হতে পারে।
পশুসম্পদ	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ২০০০ গরু, ২৪০০ ছাগল, ১২০০ ভেড়া, ৩০০ মহিষ ও ৩০০ টি শুকরের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলায় মোট ২৪০০ গরু, ২৭০০ ছাগল, ১৩০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৪৫০০ হাঁস, ৫০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ১০০০ শুকর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রামপাল উপজেলাতে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২১০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ২০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাতসমূহ	**বর্ণনা**
স্বাস্থ্য	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততা কারণে মোট ১৫৪৯৬৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ১৫৪৯৬৫ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৪% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।
জীবিকা	● রামপাল উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জীবিকার লোক রয়েছে। যার মধ্যে মৎস্যজিবি ও মৎস্যচাষি ৮৪৫৩১ জন, কৃষিজীবি ২৮১৭৩ জন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ১১২৬৯ জন এবং কৃষি শ্রমিক ১৬৯০৪ জন। ● ঘূর্নিঝড়: ঘূর্নিঝড়ের কারণে রামপাল উপজেলার ৮৪৫৩১ জন মৎস্যজিবি ও মৎস্যচাষির মধ্যে ৪২২৬৫ জন মৎস্যচাষি ও ১০০০ জন মৎস্যজিবি, ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১৪৮৫ জন কৃষিজীবি, ১১২৬৯ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ২৭৩৪ জন ব্যবসায়ী ও ১৬৯০৪ জন কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ৬৭৬১ জন কৃষি শ্রমিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ● লবণাক্ততা: ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১১২৬৯ জন কৃষিজীবি তীব্র ক্ষতির সম্মুখিন হয়।এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র লবনের কারণে ৮৪৫৩১ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫০৭১৮ জন মৎস্যজীবি পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ● বন্যা: বন্যার কারণে রামপাল উপজেলার ৮৪৫৩১ জন মৎস্যচাষির মধ্যে ৫০৭২০ জন মৎস্যচাষি, ২৮১৭৩ জন কৃষিজীবির মধ্যে ২২৫৩৮ জন কৃষিজীবি, ১১২৬৯ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ২২৫৩ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ● চিংড়ী ভাইরাস: চিংড়ী ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় রামপাল উপজেলার ৮৪৫৩১ জন মৎস্যচাষির মধ্যে প্রায় ৭৬০৭৭ জন মৎস্যচাষির সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
গাছপালা	● রামপাল উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে উপজেলার মোট ১০০০০ ফলদ গাছ ৫০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০০ ঔষধি গাছসহ ৫০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ১০০০০ ফলদ গাছ ১২০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০০ ঔষধি গাছসহ ৬০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ৭০০০ ফলদ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ৯০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।
অবকাঠামো	● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৩০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৭৬টি আধাপাকা ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● রামপাল উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৩০০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
স্যানিটেশন	● রামপাল উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২০০০ টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা পায়খানা ১৫টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে ● রামপাল উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ৪০০০টি কাঁচা পায়খানা, ৫০টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট ও ১০ টি পি এস এফ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	শেখ মো: আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১৩১০০২৮
২.	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৭০৩৫৯৩৯৩/ ০৪৬৫৭-৫৬০০৫
৩.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৪৫০৮১৪/০৪৬-৫৬০৭৩
৪.	মো: হাফিজুর রহমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০১৭১৬১৮১২৮৪/০৪৬-৫৬০০৭
৫.	মো: নুরুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭৩২২৭৭৯৩০/০৪৬-৫৬০২১
৬	আ:জব্বার সরদার	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৫৬৪৫৫৪৪/০৪৬-৫৬০১৭
৭	কাজি দাউদ হোসেন	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(পুলিশ)	০১৭১৩৩৭৪১৩০/০৪৬৫৭-৫৬০০৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৭-৫৬০০৫
২.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬-৫৬০৭৩
৩.	মো: জাহিদ ইমাম	উপ-সহ: প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	০১৭১২২১২৫৬৩
৪.	মো: ফজলুল হক	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০৬৯
৫	মো: জাহিদুর রহমান	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১১৯৬৫১৯৭
৬	শেখ বজলুর রহমান	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯০০৯২৪
৭	মো: রফিকুল ইসলাম (বাবুল)	পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০১০৮০৬
৮	শেখ মো:আবু সাইদ	বাঁশতলী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩১০০২৮
৯	খাঁন তায়েব আলী	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৫৬৩৯২৩৯০
১০	মো: সেলিম সরদার	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৩০১০
১১	সরদার আ: হান্নান (ডাব্লু)	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩০৯৯৫১
১২	খাজা মইনুদ্দিন আক্তার	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৪২৩৭
১৩	তালুকদার নাজমুল কবির	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪০৬২৫৮৯৯
১৪	শেখ মো: নুরুল আমিন	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯৪১১৯৩
১৫	তপন কুমার গোলদার	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৭১৮৫৪৩৪৮

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	শেখ মো: আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১৩১০০২৮
২.	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০০৫
৩.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৪৫০৮১৪
৪.	সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম	সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০১৭১৭০০৪৭৭৪
৫.	মো: নুরুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী	০৪৬-৫৬০২১
৬.	শেখ বজলুর রহমান	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯০০৯২৪
৭.	মো: রফিকুল ইসলাম (বাবুল)	পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০১০৮০৬
৮.	শেখ মো:আবু সাইদ	বাঁশতলী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩১০০২৮
৯.	খাঁন তায়েব আলী	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৫৬৩৯২৩৯০
১০.	মো: সেলিম সরদার	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৩০১০
১১.	সরদার আ: হান্নান (ডাব্লু)	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩০৯৯৫১
১২.	খাজা মইনুদ্দিন আক্তার	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৪২৩৭

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১৩.	তালুকদার নাজমুল কবির (ঝিলাম)	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪০৬২৫৮৯৯
১৪.	শেখ মো: নুরুল আমিন	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯৪১১৯৩
১৫	তপন কুমার গোলদার	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৭১৮৫৪৩৪৮

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল #/ ইমেইল
১.	শেখ মো: আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১৩১০০২৮
২.	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০৪৬-৫৬০০৫
৩.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১১৪৫০৮১৪
৪.	সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০৮০
৫.	জয়দেব পাল	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	০১৭২৭৪২৯৩৫৪
৬.	মো: জাহিদুর রহমান	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০২৪
৭	মো: হাফিজুর রহমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৪৬৫৭-৫৬০০৭
৮	শেখ বজলুর রহমান	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯০০৯২৪ rabiulcec@gmail.com
৯	মো: রফিকুল ইসলাম (বাবুল)	পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০১০৮০৬ perikhaliup@gmail.com
১০	শেখ মো: আবু সাইদ	বাঁশতলী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩১০০২৮ a.hakimsk11@gmail.com
১১	খাঁন তায়েব আলী	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৫৬৩৯২৩৯০ Alaminsk8884@yahoo.com
১২	মো: সেলিম সরদার	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৩০১০ Uttamsarker1@gmail.com
১৩	সরদার আ: হান্নান (ডাব্লু)	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩০৯৯৫১
১৪	খাজা মইনুদ্দিন আক্তার	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৪২৩৭ Kobir.mollik@gmail.com
১৫	তালুকদার নাজমুল কবির (ঝিলাম)	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪০৬২৫৮৯৯ Enamul2013@yahoo.com
১৬	শেখ মো: নুরুল আমিন	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯৪১১৯৩ skbalacec@gmail.com
১৭	তপন কুমার গোলদার	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৭১৮৫৪৩৪৮

সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট

চেকলিষ্ট

রেডিও ও টিভি মারফত আপদ/ দুর্যোগের বিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্ক বার্তা প্রচারে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি বা দল ঠিক করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৩.	২/৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার ও নিরাপদ পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্যগুদাম/ ত্রাণ গুদাম এর প্রয়োজনীয় নিরপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।	না
৭.	অন্যান্য	

চেক লিষ্ট

প্রতি বছর এপ্রিল মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত ছক পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	প্রতিটি ইউনিয়নের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ রয়েছে	না
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ ভ্যাকসিক দেয়া হয়েছে	হ্যাঁ
৩.	১- ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	হ্যাঁ
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে	হ্যাঁ
৬.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ওরস্যালাইন মজুদ রয়েছে	হ্যাঁ
৭.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধ রয়েছে	না
৮.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পলস্নী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত রয়েছেন	না
৯.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী নলকুপ রয়েছে	না
১০.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন রয়েছে	হ্যাঁ
১১.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ঠিক রয়েছে	না
১২.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা নিরাপদ ব্যবস্থা রয়েছে	না
১৩.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত রয়েছে	না
১৪.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদেও দেখা শুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী রয়েছে	না
১৫.	গরম্ন-ছাগল হাস মুরগী রাখার জন্য উঁচু স্থান কিংবা কিলস্না নির্ধারণ করা হয়েছে	না
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু রয়েছে	হ্যাঁ
১৭.	কমপক্ষে ২/ ৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার, পানীয় জল সংরক্ষন করার জন্য জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৮.	অন্যান্য	

সংযুক্তি ২: উপজেলা/জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১.	শেখ মো: আবু সাইদ	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১৩১০০২৮
২.	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৭৭০৩৫৯৩৯৩/ ০৪৬৫৭-৫৬০০৫
৩.	মোয়াজ্জেম হোসেন	ভাইস চেয়রম্যান উপজেলা পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৩৪৮৩৫৪
৪.	হোসনেয়ারা মিলি	মহিলা ভাইস চেয়রম্যান উপজেলা পরিষদ	সদস্য	০১৭২৪৩৩৬০৩৪
৫.	উৎপল কুমার দেবনাথ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিক্লপনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১১৮৮৮৯৬/ ০৪৬৫৭-৫৬০৭৫
৬.	মো: জাহিদুর রহমান	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৯৬৫১৯৭/ ০৪৬৫৭-৫৬০২৪
৭.	মো: হাফিজুর রহমান	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬১৮১২৮৪/ ০৪৬৫৭-৫৬০০৭
৮.	কেএম জহুরুল আলম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য	০১৭৮৭৪১৫২৮০
৯.	জয়দেব পাল	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৭৪২৯৩৫৪
১০.	উৎপল কুমার দেবনাথ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১১৮৮৮৯৬/ ০৪৬৫৭-৫৬০৭৫
১১.	সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৭০০৪৭৭৪/ ০৪৬৫৭-৫৬০৮০
১২.	মো: নুরুজ্জামান	উপজেলা প্রকোশলী	সদস্য	০১৭৩২২৭৭৯৩০/ ০৪৬৫৭-৫৬০২১
১৩.	মো: ফজলুল হক	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৪৫১১৩০
১৪.	আ: জব্বার সরদার	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৫৬৪৫৫৪৪/ ০৪৬৫৭-৫৬০১৭
১৫.	কাজি দাউদ হোসেন	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(পুলিশ)	সদস্য	০১৭১৩৩৭৪১৩০/ ০৪৬৫৭-৫৬০০৪
১৬.	মো: জাহিদ ইমাম	উপসহঃ প্রকৌশলী জনস্বাঃ প্রঃ দপ্তর	সদস্য	০১৭১২২১২৫৬৩
১৭.	দিলারা খাতুন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৪৪৯২৬৩১/ ০৪৬৫৭-৫৬০৭৬
১৮.	মো: ফজলুল হক	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬১৯০৮৮৫/ ০৪৬৫৭-৫৬০৬৯
১৯.	মো: সেলিম	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৬৮৪২২৪৭৮৮/ ০৪৬৫৭-৫৬০০৬
২০.	দেবব্রত মিত্র	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১৯৯৩২৯৫৯/ ০৪৬৫৭-৫৬০৫৮
২১.	মো: লোকমান হোসেন	উপজেলা আনসার ওভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯২৩০৬৩১৩৯/ ০৪৬৫৭-৫৬০৭৮
২২.	মো: নজরুল ইসলাম	উপজেলা প্রতিনিধি, ফার্য়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য	০১৭১৫৪৪৮৪৮৪
২৩.	শেখ বজলুর রহমান	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১০৯০০৯২৪
২৪.	মো: রফিকুল ইসলাম	পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১০১০৮০৬
২৫.	শেখ আলী হুসেন	বাঁশতলী ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭২৫৪৫৯০১০
২৬.	খাঁন তায়েব আলী	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৫৬৩৯২৩৯০
২৭.	মো: সেলিম সরদার	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৩৪৩০১০
২৮.	সরদার আ: হান্নান (ডাব্লু)	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৩০৯৯৫১
২৯.	খাজা মইনুদ্দিন আক্তার	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৩৪৪২৩৭

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৩০.	তালুকদার নাজমুল কবির	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৪০৬২৫৮৯৯
৩১.	শেখ মো: নুরুল আমিন	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১০৯৪১১৯৩
৩২.	তপন কুমার গোলদার	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৯৭১৮৫৪৩৪৮/
৩৩.	-	সভাপতি বি আর ডি পি	সদস্য	০৪৬৫৭-৫৬০১৬
৩৪.	-	সহকারী পরিচালক সিপিপি	সদস্য	-
৩৫.	-	রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি	সদস্য	-
৩৬.	মো: মজনুর রহমান	অধ্যক্ষ রামপাল ডিগ্রী কলেজ	সদস্য	০১৫৫৮৩২১৬২৫/ ০৪৬৫৭-৫৬০০২
৩৭.	-	সভাপতি, প্রেসক্লাব রামপাল	সদস্য	-
৩৮.	মো: সেলিম রেজা	উপজেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	সদস্য	০১৭১২৫৭১২২৫/ ০১৯১৪৫৮৭০৯৩
৩৯.	-	সভাপতি, বনিক সমিতি	সদস্য	-
৪০.	মো: হারুনগাজী	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭২০০০২৮৬৭
৪১.	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১৪৫০৮১৪/ ০৪৬৫৭-৫৬০৭৩

সংযুক্তি ৩: ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

রামপাল সদর ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	মোবাইল নম্বর
০১	মো: গিয়াস উদ্দিন	আ: লতিফ শেখ	১	০১৭২১৮০৫৮৮২
০২	মো: ওহিদ শেখ	মৃত: খলিলুর রহমান	১	০১৭২৮৪২৬৩৬৫
০৩	মো: ওমর ফারুক	হারুন অর রশিদ	১	০১৭২৪৫৯৯৭৪৭
০৪	সালমা বেগম	আতিয়ার রহমান	১	০১৯৮৬৫৬৮৭৯৩
০৫	মো: শওকত হোসেন	তোরাব আলি শেখ	২	০১৭১৬৫৭৪৫৯৯
০৬	মো: সিদ্দিক সরদার	মৃত: ইসহাক সরদার	২	০১৮৬৪২৪৮৫৩০
০৭	মো: বিল্লাল বেপারি	আমিনউদ্দিন বেপারি	২	-
০৮	জেসমিন বেগম	শওকত হোসেন	২	০১৭১৬৫৭৪৫৯৯
০৯	শংকর বিশ্বাস	অরুন বিশ্বাস	৩	০১৭২০৯২৯১৪৪
১০	সমির মন্ডল	আশুতোষ মন্ডল	৩	০১৯১৭৭৬৩১১৬
১১	মেঘনাথ হালদার	মৃত:দিপালি হালদার	৩	০১৭২৮৩৭৩২৪৫
১২	তাপসি পাড়ে	বিকাশ পাড়ে	৩	০১৭২৩৫৭০৮১
১৩	শেখ রেজওয়ান মেহেদি	মৃত: শাহজাহান আলি	৪	০১৭১১২৪৮৪৩১
১৪	শেখ ইসমাঈল হোসেন	মৃত: শেখ এন্তাজ আলি	৪	০১৯২৫২১৯১৩২
১৫	শেখ রবিউল ইসলাম	মৃত: শেখ মোহাম্মদ আলি	৪	০১৭২৯৬৫৩৯১৬
১৬	ছালিমা আক্তার উর্মি	মৃত: শেখ ইলিয়াছ হোসেন	৪	০১৭২১১৯৩২১০
১৭	শেখ আকবর হোসেন	মৃত: আ: হাকিম শেখ	৫	০১৭১৬০৪০০১৪
১৮	হরিহর মল্লিক	মৃত: নগেন মল্লিক	৫	০১৭১০৮৬২১৩৮
১৯	অসিতকুমার মন্ডল	অনিল কৃষ্ণ মন্ডল	৫	০১৯১৪৮৩৫২৮৬
২০	লাভলি খাতুন	মৃত: শেখ এশার উদ্দিন	৫	০১৯১৬৮১৩৭৮৯
২১	মো: আছাবুর রহমান	মৃত: শেখ এমান উদ্দিন	৬	০১৭২৪৭০৫১১৪
২২	আ: মান্নান মল্লিক	মৃত: আলেক মল্লিক	৬	০১৭২০৫১৯৩৮৮
২৩	মো: আতিয়ার মোল্লা	মৃত: ইব্রাহিম মোল্লা	৬	০১৯৪৬৪২৯৩৯২
২৪	নাঈমা আক্তার ইরানি	আ: মান্নান মল্লিক	৬	০১৭৭৩৪৩১০৮১
২৫	মো:জিয়াউর রহমান	মৃত: সৈযদ আলি শেখ	৭	০১৭২৮৪৫৬৩৩৭
২৬	মো: শহাদত হোসেন	মৃত: আশ্রাব আলি শেখ	৭	০১৭৭০১৯৪৯৮৮
২৭	ইলিয়াছ সরদার	মৃত: আহম্মদ সরদার	৭	০১৭৩৪৪৩৪৮৫০
২৮	হেনারা বেগম	সেলিম হাওলাদার	৭	০১৭৫৮৯৫০২৫৫
২৯	মো: আরাফাত হোসেন	আলহাজ্জ নজমল হোসেন	৮	০১৭১২৫৭৭৭৭১
৩০	অসিত বরন কুন্ডু	রন্জতন কুমার কুন্ডু	৮	০১৯১৬১৩৯২৭০
৩১	শেখ আনেছ আলি	মৃত: শহর আলি শেখ	৮	০১৯২৮৪৫০৫৮২
৩২	জিনাত জেসমিন পপি	ইদ্রিস ফরাজি	৮	০১৭৪৫৬৬৮১১৮
৩৩	মো: নজরুল মোল্লা ডাবলু	মৃত: আ: রউফ মোল্লা	৯	০১৭১৩৯২০৭৩৪
৩৪	আনোয়ার মল্লিক	মৃত: ইসহাক মল্লিক	৯	০১৭৪৮৮৪১৯৮১
৩৫	কৃষ্ণা রানি দে	শংকর কুমার দে	৯	-
৩৬	মো: বিল্লাল শেখ	জাহাঙ্গির শেখ	৯	০১৭২৫২২৮২০৯

বি:দ্র: স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষন নাই।

পেড়িখালী ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	মোবাইল
১	শাহানাজ পারভিন	স্বামী খালিদ মল্লিক	১	০১৭২৫৩৫৮৯৫৯
২	টোকোন শেখ	আব্দুর রশীদ চান্ত	১	-
৩	রুবেল মল্লিক	লুৎফুর রহমান	১	০১৯৩৬৮২৪৩৪২
৪	মল্লিক নূর মোহাম্মাদ	মৃত সুনাই মল্লিক	১	০১৯২৫৪২৫৭৮৮
৫	শেখ মুরাদুল হক	আব্দুর রউফ	১	০১৯১৯৫০৯৬৫৫
৬	শেখ মহিতুর রহমান	মৃত মতিয়ার রহমান	২	০১৭১৩৯১৪৫৪৫
৭	শেখ রুস্তুমআলী	মৃত মজিবর রহমান	২	০১৯৪৪২২৭৮৩৭
৮	শেখ গোলাম হোসেন	মৃত নুরুল হক	২	০১৭১২৫০৩২৮৬
৯	আবুল কালাম আজাদ	আবু বক্কর শেখ	২	০১৯২১৭১০৫৮১
১০	কুলছুম বেগম	স্বামী আমজেদ মল্লিক	২	০১৯৪৮১৭৫১৪৯
১১	অঞ্জন কুমার মন্ডল	শশধর মন্ডল	৩	০১৭২৬৭৪৭৫৮৮
১২	দুলাল রায়	মৃত পুলিন রায়	৩	০১৯২২১৪৫৪৮২
১৩	তৌহিদুল ইসলাম	দুলাল শাহ ফকির	৩	০০১৯১২১৪৪৫৮৭
১৪	রওশনারা বেগম	স্বামী রেজাউল শেখ	৩	০১৯২৮২১৫২৪৪
১৫	তাহিরা খানম (কেয়া)	ফরিদ ইজারদার	৩	০১৯১২৫৩৭৭৩৭
১৬	নিখিল চন্দ্র মন্ডল	মৃত: অশ্বিনী কুমার মন্ডল	৪	০১৭২৭৫৬৯৯৩৭
১৭	হুমায়ুন শেখ	শেখ বেলায়েত হোসেন	৪	০১৭৫৩৬০৫১৪৭
১৮	শাহাদৎ হোসেন মাঝি	মতিয়ার রহমান মাঝি	৪	০১৭৭৯৪৪২৬১৯
১৯	আলমগীর খান	আ: রব খান	৪	০১৯৪৮১৩৬০০২
২০	নুর ইসলাম শেখ	সেকেন্দার আলি শেখ	৪	০১৭৩৬৫৯১৯১১
২১	মুকুল শেখ	মৃত: নুর মোহাম্মদ শেখ	৫	-
২২	তফসির গাজী	ইসমাইল গাজী	৫	-
২৩	জব্বার খান	মৃত: লতিফ খান	৫	-
২৪	মর্জিনা বেগম	বাবুল শেখ	৫	-
২৬	আজগর হাও:	কিরামত আলী হাও:	৬	০১৯১৭৯৪১১৫৯
২৭	রাহিলা বেগম	ইয়াকুব আলী খান	৬	০১৯১৮৫৯৭৮৮৯
২৮	তপন কুমার মন্ডল	নিরোদ বিহারি মন্ডল	৬	০১৯১৪১৮৭২৪৪
২৯	নজরুল ইসলাম মাঝি	মৃত: আরশাদ আলি মাঝি	৬	০১৭১৪৫৪৫৪২১
৩০	অশোক রায়	অধীর রায়	৭	০১৯৩৮১৪৪০৭৪
৩১	দিপক রায়	মৃত হরযীৎ রায়	৭	-
৩৩	জরিনা খাতুন	মহিউদ্দিন শেখ	৭	-
৩৪	দুলালি রানি মন্ডল	প্রফুল্ল মন্ডল	৭	০১৭৩৯৯৬৫৬৪৮
৩৫	ইকবাল মুছাল্লি	মতিয়ার মুছাল্লি	৮	০১৯১৪৫৬০৯৯৬
৩৫	প্রেমানন্দ মজুমদার	মৃত গোপাল মজুমদার	৮	০১৭২৭৮১৩৩০২
৩৭	নমিতা মৈত্র	স্বামী বাসুদেব মন্ডল	৮	০১৯২৪৫৩৩৯০৯
৩৮	ছালিমা বেগম	স্বামী কামরুল গাজী	৮	০১৮৩৭৬৩৬৪১৯
৩৯	মো: আব্দুল্লাহ আল মাছুম	মো: মোশারফ হোসেন	৯	০১৯১১১২২০১৪
৪০	মাহমুদ হাওলাদার	হাতেম আলী হাওলাদার	৯	-
৪১	সুপ্রিয়া অধিকারী	মন্মথনাথ অধিকারী	৯	-
৪২	শিবলী বেগম	স্বামী নুরল আমিন খান	৯	-

বি:দ্র: স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষন নাই।

হড়কা ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	শহিদ গাজী	করিম গাজী	১	নাই	০১৭১৬১৭৪৪৬২
০২	মিঠুন মল্লিক	বাবুল মল্লিক	১		০১৭১৭৮১০৩৭৪
০৩	শোভা মন্ডল	অশোক মন্ডল	১		০১৯২৭৬৭২১১০
০৪	শীলা মন্ডল	রনজিৎ মন্ডল	১		০১৯৬০০৯৩১১৬
০৫	শ্যামলী মন্ডল	প্রতাপ মন্ডল	২		-
০৬	ঝর্না বিশ্বাস	পার্থ ঠাকুর	২		-
০৭	দেবাশিষ মিস্ত্রি	তপন মিস্ত্রি	২		-
০৮	বরুন মন্ডল	রাজ কুমার মন্ডল	২		-
০৯	বিধান মন্ডল	সুবাস মন্ডল	৩		-
১০	ইন্দ্রনী রায়	প্রমান্দ রায়	৩		০১৯২৭৮৯৫৭৮০
১১	অরুময় ইজারদার	অতুল কৃষ্ণ ইজারদার	৩		০১৯৪০০১৫৯৮২
১২	বিল্ল মঙ্গাল কবিরাজ	মনিসংকর মন্ডল	৩		০১৯১৬৪৯৫৯৯৩
১৩	দেবব্রত বিশ্বাস	সুনীল বিশ্বাস	৪		-
১৪	গোবিন্দ বিশ্বাস	গৌতম বিশ্বাস	৪		-
১৫	মনিরুজ্জামান মোল্লা	মৃত: সোহরাব মোল্লা	৪		-
১৬	গায়ত্রি বিশ্বাস	চন্দন বিশ্বাস	৪		-
১৭	অজয় মন্ডল	অমল মন্ডল	৫		-
১৮	স্বপন বিশ্বাস	সুবোধ বিশ্বাস	৫		-
১৯	দিপ্তি কির্তনীয়া	কালাচান কির্তনীয়া	৫		-
২০	জাহিদ মোড়ল	মৃত: নুর মোহাম্মদ মোড়ল	৫		-
২১	রবিন্দ্রনাথ রায়	মৃত: কুঞ্জ বিহারি রায়	৬		০১৯২৮১৭১৩৯১
২২	শেখর মন্ডল	কার্তিক মন্ডল	৬		০১৯২০৩৯৪৫৩৪
২৩	সুজিৎ হালদার	মিলন হালদার	৬		০১৯৬২৭১৮৯৬২
২৪	সরলা মন্ডল	অমল মন্ডল	৬		০১৭৫৪৪৩২১৬১
২৫	বিথিকা রায়	পিতা:মৃত: অজিত রায়	৭		০১৭৫২২৭৩৪০০
২৬	দিপঙ্কর রায়	রঞ্জন রায়	৭		-
২৭	টুটুল মন্ডল	অমল মন্ডল	৭		-
২৮	প্রতাপ মন্ডল	মৃত: সুধনা মন্ডল	৭		-
২৯	মৌসুমী মন্ডল	মনিসংকর মন্ডল	৮		০১৯৩৬২৮০২৩১
৩০	হোসনেয়ারা বেগম	লুৎফর রহমান	৮		০১৯২৪৪১৬৪৫৫
৩১	বিভাস চৌধুরী	মৃত: অপুর্ব চৌধুরি	৮		০১৯৩৭২২৮৯০৫
৩২	রঞ্জন মন্ডল	রণজিৎ মন্ডল	৮		০১৯১১৭৪৫২৯৬
৩৩	আলেয়া বেগম	হোসেন আলী ফকির	৯		-
৩৪	মোয়জ্জেম সর্দার	মতিয়ার রহমান সর্দার	৯		-

বাঁশতলী ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মো: ইকবাল	পি: সোহরাফ হোসেন	১	নাই	০১৯১২১৬১৯৫১
০২	মাহাবুব রহমান	পি: শেখ মোকছেদ আলী	১		০১৯৪৪৮১৮৯৭০
০৩	বিপুল মজুমদার	পি: হরষিদ মজুমদার	১		০১১৯৭৩২৩৫৮২
০৪	ইকবাল হোসেন	পি: সোহরাব শেখ	১		০১৭৪৭৩২৫৪৬৭
০৫	শুকুর কাজি	পি: শামছু কাজি	১		০১৯২৪২২১৮০৭
০৬	তাহেরা খাতুন	পি: মোক্তার কাজী	১		০১৯১৯৮৯৫৭২৩

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৭	তুহিন কাজী	সফিক কাজী	১		০১৯৩২৬৯২৯৮৪
০৮	বোরহান সরদার	পি: গনি সরকার	২		০১৭১৬৯৭১১৫৯
০৯	সাইফুল শেখ	পি: একলাস শেখ	২		০১৭২১৬৭৪১৭২
১০	এনামুল শেখ	পি: আ: মজিদ শেখ	২		০১৭১৬৪৪৬৮৫১
১১	মোয়াজ্জেম খান	পি: খান আফসার	২		০১৭১৮২০৬৩৫৪
১২	জাকিরুল ইসলাম	পি: জব্বার মোল্লা	২		০১৯১৭২২৭০০৪
১৩	শুকুরুন্নেছা বেগম	স্বা: মকবুল শেখ	২		০১৯৩১৩৭৭০৮৭
১৪	জাকিরুল ইসলাম	পি: জব্বার মোল্লা	২		০১৯১৭২২৭০০৪
১৫	কাজি খোদেজা বেগম	স্বা: মৃত: কাজি আ: জব্বার	২		০১৭২৯৯৫২৭৮৪
১৬	বাবলু মল্লিক	পি: আজাহার মল্লিক	৩		০১৮৩০৫৯৯৩৪১
১৭	নাসিমা বেগম	স্বা: আইয়ুব আলী	৩		০১৮২৫৪৭৫০৮২
১৮	লিমা আক্তার	পি: মৃ: লুৎফর রহমান	৩		০১৯১৭০৭৭৭৯২
১৯	বিউটি বেগম	স্বা: আব্দুল হান্নান শেখ	৩		০১৯২৭৮৯৭১০৫
২০	বোরহান সরদার	পি: গনি সরদার	৩		০১৭১৬৯৭১১৫৯
২১	সাইফুল শেখ	পি: একলাস শেখ	৩		০১৭২১৬৭৪১৭২
২২	এনামুল শেখ	পি: আ: মজিদ শেখ	৩		০১৭১৬৪৪৬৮৫১
২৩	মোয়াজ্জেম খান	পি: খান আফসার	৩		০১৭১৮২০৬৩৫৪
২৪	জাকিরুল ইসলাম	পি: জব্বার মোল্লা	৩		০১৯১৭২২৭০০৪
২৫	শুকুরুন্নেছা বেগম	স্বা: মকবুল শেখ	৩		০১৯৩১৩৭৭০৮৭
২৬	নাসিমা বেগম	স্বা: হাও:আফজাল হোসেন	৪		০১৭৫৩৭৩০১৬০
২৭	কারিমা খাতুন	পি: হাওলাদার লুৎফর	৪		০১৭৫৪১৯৯২৪৪
২৮	উৎপল পাল	পি: বিষ্ণু পাল	৪		০১৭২১৭১৫৭১২
২৯	পিঞ্জর পাল	পি: গৌরপদ পাল	৪		০১৯৩০৮০৪৪৬৯
৩০	রিনা পারভিন	স্বা: গাজী আকরাম	৪		০১৭৫৮৪১৩৪৬৫
৩১	কারিমা খাতুন	পি: লুৎফর হাওলাদার	৪		০১৭৫৪১৯৯২৪৬
৩২	নুরুল ইসলাম	পি: শেখ আ: রহমান	৪		০১৭১৭৬৫৮৩৮২
৩৩	রিনা পারভিন	স্বা: গাজী আকরাম	৪		০১৭৫৮৪১৩৪৬৫
৩৪	শেখ নুরোল হোসেন	পি: আ: রহমান	৪		০১৭১৭৬৫৮৩৮২
৩৫	কারিমা খাতুন	পি: হাওলাদার	৪		০১৭৫৪১৯৯২৪৬
৩৬	মল্লিক মিজান	পি: আ: রহমান	৪		০১৯৩৭৮৭৭১৪৭
৩৭	মল্লিক আশ্বাব আলী	পি: মেছের আলী মল্লিক	৫		০১৭৩৯৯৯৭৯১০
৩৮	অজয় কুমার পাল	পি: মৃত. নরেন্দ্র নাথ পাল	৫		০১৭১১১৮১৩৫৭
৩৯	কমলেশ মিস্ত্রী	পি: মৃ: কৃশদ্ধজ মিস্ত্রী	৬		০১৭৪৮৪৬০৪৩০
৪০	অরিন্দম মিস্ত্রী	পি: মৃ: অমল মিস্ত্রী	৬		০১৯২৪২৩৩৬৪০
৪১	দুলাল মৈত্র	পি: মৃ: পুলিন বিহারী মৈত্র	৬		০১৯২৩৬৭৬৮৮২
৪২	নিভা রানী রায়	স্বা: গোলক রায়	৬		০১৯৪৬৫৮০২৯৬
৪৩	অনিমা মিস্ত্রী	স্বা: বিভুতি মিস্ত্রী	৬		০১৯২৩৬৭৬৮৮২
৪৪	রমা রানী রায়	স্বা: অশোক মিস্ত্রী	৬		০১৯১৫৪৩৪৬১১
৪৫	বিরেশ্বর মৈত্র	পি: মৃ: শশীভূষণ মৈত্র	৬		০১৭১৪৩৫৩৩২১
৪৬	মনিমোহন ব্যানার্জী	পি: মৃ: মুকুন্দ ব্যানার্জী	৬		০১৭২৫৮১৩৭৯৯
৪৭	সুব্রত বিশ্বাস	পি: মৃ: বুদ্ধদেব বিশ্বাস	৬		০১৭৪৬৯২৪৬৩০
৪৮	সুধীর কুমার মৈত্র	পি: মৃ: শরৎ চন্দ্র মৈত্র	৬		০১৭১৫৩৮১৯৫৪
৪৯	গোপাল মন্ডল	পি: মৃ: ভরত মন্ডল	৬		০১৭৬২২৬৭৮২৬
৫০	সুপ্রিয়া রায়	স্বা: সুরাজ রায়	৬		০১৯১৫৫৯৫২৫৩
৫১	রণজিৎ সরকার	পি: রমেশ চন্দ্র সরকার	৬		০১৯১৪৯৩৮৫৮০
৫২	অশোক মৈত্র	পি: নিরোদ বিহারী মৈত্র	৬		০১৭৪৪৯১৪২৭১
৫৩	বিপ্রদেব মৈত্র	পি: অরিন্দম মৈত্র	৬		০১৭২৭২২৩৮৯১

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৫৪	শুকুমার বিশ্বাস	পি: ভূপতি বিশ্বাস	৬		০১৯১৮৮৬৮৮৬৫
৫৫	পিযুষ বিশ্বাস	পি: সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	৬		০১৯১৪১৮৭৭৮৮
৫৬	সত্যজিৎ মৈত্র	পি: গৌর মৈত্র	৬		০১৯১৬৩৪০৫৫৪
৫৭	চঞ্চলা বিশ্বাস	স্বা: হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	৬		০১৯১৯৩৫০৫১১
৫৮	উৎপলা রায়	পি: মৃ: কৃষ্ণ রায়	৬		০১৭২০২৮০৪৮৮
৫৯	উর্মি বিশ্বাস	স্বা: শংকর বিশ্বাস	৬		০১৯১৪০৯২৬৮১
৬০	মুজিবার রহমান	পি: মাহাতাব শেখ	৭		০১৯২৪৮৪২৪৭৩
৬১	রফিক শেখ	পি: শাহাদাত শেখ	৭		০১৭৩৪৮০৮৫৭৭
৬২	শেখ তরিকুল	পি: আফসার আলী	৭		০১৯৩৭২২৯২৫৪
৬৩	মনিরুজ্জামান	পি: মোস্ত শেখ	৭		০১৭২১৩৬৩২৫৬
৬৪	দিণ মোহাম্মদ	পি: সোহরাব শেখ	৭		০১৭১৩৬৩৪৩১২
৬৫	মল্লিক আশ্বাব আলী	পি: মেছের আলী মল্লিক	৭		০১৭৩৯৯৯৭৯১০
৬৬	অজয় কুমার পাল	পি: মৃ: নরেন্দ্র নাথ পাল	৭		০১৭১১১৮১৩৫৭
৬৭	নাসির উদ্দিন	পি: হাজী আশফাক উদ্দিন	৮		০১৭২৪৪৩৪১৪৬
৬৮	শেখ আমির	পি: নোঢাব আলী	৮		০১৭৩৯০০৭২৫০
৬৯	মাকছুদুর রহমান	পি: শাহাবুদ্দিন	৮		০১৯২৫৩৬২৯০০
৭০	মঈন চৌধুরী	পি: মোছলেম উদ্দিন	৮		০১৭১২২১৭১০৭
৭১	রনজু শেখ	পি: আ: রাজ্জাক	৮		০১৭৪৬০৩৪২৩৩
৭২	শেখ জাহিদ	পি: ইসহাক আলী	৮		০১৭৪৩৫০০৬৪৫
৭৩	আরিফ শেখ	পি: তোফাজ্জেল	৮		০১৭৩৪৩৩৮৪৩৭
৭৪	শিকদার লিয়াকত আলী	পি: মৃত:ওমর আলী	৯		০১৭৩৪৩৩৮৪৩৬
৭৫	শিকদার জিয়াউর রহমান	পি: শিকদার কিরামত আলী	৯		০১৭১৬৬২১৫১৮
৭৬	দিপক বিশ্বাস	পি: বসন্ত বিশ্বাস	৯		০১৭৪১৩০১৯২৩
৭৭	হালিমা বেগম	স্বা: শেখ কাদের	৯		০১৮৩৩৬৮২৩৯৫
৭৮	কাজল রানি হালদার	স্বা: জদুবর হালদার	৯		-
৭৯	শিকদার সবুজ	পি: শিকদার নওশের	৯		০১৮৩৮৫৪৫০৫৬
৮০	তিথী মন্ডল	স্বা: স্বপন মন্ডল	৯		০১৭৩১২৯৯২৪৬

বাইনতলা ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	শে রজ্জব আলি	শেখ হোসেন আলি	১	নাই	০১৭১৭৩৮৮৪০২
০২	নিরেন মজুমদার	রাম চরন	১		০১৭২৪৪৬০০৩৪
০৩	শেখ আল আমিন	আ: রহমান	১		০১৯১১৬৮৮৮৪
০৪	তালুকদার রাজু আহম্মেদ	মো: আলাউদ্দিন	১		০১৯৪০৫১৯৮৪০
০৫	শেখ সৈয়েব আক্তার	শেখ কুদ্দুস	১		০১৭১৩৮০৭৯৩৫
০৬	মোল্লা আলেফ	মো: তুরফান মোল্লা	১		০১৭৩২০৮০২২৫
০৭	শেখ সাইফুল	-	১		০১৯২৭৩৯০৬১৩
০৯	রোজিনা বেগম	শেখ আহম্মদ	১		০১৭৬১৮৫৩৮৫১
১০	অঞ্জলী মন্ডল	সুশান্ত মন্ডল	১		০১৭৫৩৪৬৫৮৫২
১১	শেখ হোসেন আলি	মৃত: আমিনউদ্দিন	২		০১৭৪৫৪৪৮০৭০
১২	খান সোহাগ	খান তায়েব আলি	২		০১৭৬১১৭৫২১৫
১৩	মোল্লা দীন মোহাম্মদ	মৃত: আদিলউদ্দিন	২		০১৭৭৬৪৩১৯৪৩
১৪	ডাকুয়া জসিম	-	২		০১৭৪০৫৯১১২০
১৫	খান ফারুক	মৃত: খান বায়জিদ	২		০১৭৫২৪৬৯৯৪৩
১৬	রবিনদ্রনাথ পাল	-	২		০১৭১৮৫৬৪০০২
১৭	শেখ আমজাদ হোসেন	মৃত: আদম আলি	২		০১৭৩৯৮১৫০৫৮
১৮	শেখ আ: রহমান	মৃত: কাশেম	২		০১৭৩১৪৭৭৮৬৮

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১৯	মল্লিক নওশের	মো: গয়েজউদ্দিন	২		০১৭৭৩৪৩৯৫৪১
২০	হাছিনা বেগম	মৃত: মোহর ফকির	২		০১৭৭৭৬২২৩৬৫
২১	শেখ বাকিবিল্লা	মৃত: শেখ আ: জলিল	৩		০১৭১৪০২২২৫০
২২	শেখ মিকাঈল	মৃত: শেখ জালাল	৩		০১৯৬১৫৯৯৪২৭
২৩	হাও: মোখলেছ	মৃত: হাও: ফাহিম	৩		০১৭৪৩৫৪৯৩৩৪
২৪	শেখ রতন আলি	শেখ হাসেম	৩		০১৯৬০৪৫৩৮৬৯
২৫	শেখ এনামুল	শেখ লুতফর	৩		০১৯৩১০২৮২১১
২৬	শেখ বাবুল	মৃত: শেখ আ: গনি	৩		০১১৮৩৬৫৯৭৫৬
২৭	মোল্লা সিদ্দিক	মৃত: ছলেমান	৩		০১৭৪১৩০২৮১০
২৮	আকলিমা খাতুন	শেখ আবু বকর সিদ্দিক	৩		০১৭৫৪৪৩২৭০৫
২৯	সালমা খাতুন	মোল্লা রস্তুম আলি	৩		০১৮৩৩৯৭৬৬৩
৩০	নাছরিন	শেখ মাহফুজ	৩		০১৭৭৬১৯৩১২৭
৩১	গাজী মোস্তাফিজ	মৃত: গাজী জালাল	৪		০১৭১৬৬১৫৭১৭
৩২	মোল্লা বিল্লাল হোসেন	আজগর আলি	৪		০১৮২৯৭৮১২৬৮
৩৩	মেখ আলি আকবর	শেখ রায়হান	৪		০১৭৪০৫৪১০৭৪
৩৪	শেখ রুবেল	শেখ ইকলাছ	৪		০১৯৪৬৫১২০৩৫
৩৫	শেখ মোন্তাজ	শেখ জোনাব আলি	৪		০১৭৪৫৯২৯০২৮
৩৬	শেখ জামাল	শেখ ফজর	৪		০১৯৪১৩৪৪৭৮৪
৩৭	শেখ আলআমিন	শেখ আহম্মদ	৪		০১৮৩১৯৪৯৫৬৯
৩৮	শেখ তালেব	শেখ আফতাব	৪		০১৭৫৬০২১৭৬১
৩৯	শেখ জিন্নাত আলি	শেখ রাঙ্গাই	৪		০১৭৫৮৪১৩৪৮৩
৪০	মোছা:রাজিয়া বেগম	ফকির গেলাম মেস্তফা	৪		০১৯৩৬১৯৯৮৫১
৪১	শেখ তুহিন রানা	শেখ আনোয়ার	৫		০১৭২১০৪৬১৪৭
৪২	মোল্লা রাব্বি	মোল্লা আ: সালাম	৫		০১৭২৭০৬৫৯৮৮
৪৩	মল্লিক রেজাউল	মল্লিক ইলিয়াছ	৫		০১৯২৩৪০৪৪৪৬
৪৪	মল্লিক আবু সাইদ	আবু হানিফ	৫		০১৭১৩৯১২২৮৫
৪৫	মল্লিক আলম	আ: রশিদ	৫		০১৭৩৪৭৮৫৩১০
৪৬	মল্লিক মেহেদি	মল্লিক	৫		০১৭২৩৯৯০৫৯৯
৪৮	মল্লিক শরিফুল	লুতফর	৫		০১৭৭৯২৮৬৭৩৯
৪৯	মল্লিক দেলোয়ার	মল্লিক	৫		০১৭৪৯২১৭৩৩২
৫১	তরফদার দিদার	তরফদার মোসলেম	৬		০১৭১১৩৫৯৭৬৩
৫২	খান বিল্লাল	খান খয়রুল	৬		০১৭৪৫৯২৪৪৭৫
৫৩	খান হাবিবুর	খান সিদ্দিক	৬		০১৯৩৭৮৬৬৮১৭
৫৪	খান ইলিয়াস	খান আফেল	৬		০১৭১০৯৬৩০১৭
৫৫	খান মোনায়েম	খান হালিম	৬		০১৭৩১২৩৫৭৭৩
৫৯	পলি মজুমদার	বাচ্চু মজুমদার	৬		০১৯৪২২১৭৯৮৭
৬০	আত্তালিয়া বেগম	জাহাঙ্গীর	৬		০১৭৪৭৩২৮৩৪২
৬১	সৈয়দ সফিউল আলম	মৃত:খোরশেদ আলি	৭		০১৭২৮২২০৬২৯
৬২	সৈয়দ জয়নাল	সৈয়দ মোন্তাজ	৭		০১৯৩৮৬১০৭৬০
৬৩	হাও: সাজ্জাত	হাও: আফছার	৭		০১৯৪১৩৪৪৯৩৪
৬৪	শেখ আলী আহম্মদ	শেখ আমিন উদ্দীন	৭		০১৭৫৩৯৪২২২
৬৫	শৈখ আবু হুরাইরা	শেখ সোলায়মান	৭		০১৭২৪৬১৮৭৩০
৬৬	ননী হালদার	দিজবর হালদার	৭		০১৭১২২৪৯৯৭৪
৬৭	ফকির ওবায়েদ	ফকির হাসান আলী	৭		০১৭১২২৪৮০৪৫
৬৮	শেখ দীন মোহাম্মদ	শেখ মোহাম্মদ	৭		০১৭৫৪৬০৪৮৭৭
৬৯	আমেরুন বেগম	স্বামী হাওলাদার রুস্তুম	৭		০১৭২৩৪৬২৮৩৪
৭০	খাদীজা বেগম	স্বামী সৈয়দ এস্কেন্দার	৭		০১৯৪৩১৭৩১৯২

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
৭১	খান তৌকির	খান মহম্মদ	৮		০১৯২৯০৩৪৯১৬
৭২	তালুকদার সোহাগ	মৃব আ: জলিল	৮		০১৯৩০৩৪৪৬৯৮
৭৩	কজী মহব্বত	আ: হামিদ	৮		০১৯২৫৫৪৮৯৩২
৭৪	শেখ আতিয়ার	আ: হামিদ	৮		০১৭২৯১২৭৪৭৩
৭৫	শেখ হালিম	ধলা	৮		০১৭৩৫৮৬০০০২
৭৬	গাজী মোস্ত	ওফি গাজী	৮		০১৭৪০৩৬৮২৬০
৭৭	খান আলমঞ্জীর	আ: হামিদ	৮		০১৭২৫৮৫০০৮৯
৭৮	মল্লিক ইব্রাহীম	রমজান	৮		০১৭৪৩৩৫৯৯৯৭
৭৯	দিপংকর দেবনাথ	গোবিন্দ্র দেব	৮		০১৭৪১৮৬৯৬০
৮০	দুর্গারানী বিশ্বাষ	মনোরঞ্জন বিশ্বাষ	৮		০১৭২৫৮৮৮৭৯০
৮১	শেখ আছাদুজ্জামান	তোফাজ উদ্দীন	৯		০১৭৪৯৩৩৮১৮১
৮২	তরফদার রুস্তুম	ইউনুচ	৯		০১৭৬৬৭৪৪০৪৬
৮৩	শেখ মাজেদ	শেখ হোসেন	৯		০১৭১০৬১৯৮৩৫
৮৪	শেখ অহিদ	আ: জব্বার	৯		০১৯১১৫৪৯০৩৭
৮৫	শেখ মামুন	নুরইসলাম	৯		০১৯৪৬৫২৭১৩৯
৮৬	শেখ কামরুল ইসলাম	আবুল কালাম	৯		০১৯২৮৪৫০৪০২
৮৮	সপদার	তোরাফ	৯		০১৭৪৪৬৭৫২২০
৮৯	অমল কুমার পাল	শরত পাল	৯		০১৭৩৯৩৪৬৫৩৪
৯০	হাবিবা বেগম	মো: নাছিম	৯		০১৯২৮৪৫০৪২০

উজলকুড় ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রম. নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	আবু জাফর শেখ	লুৎফর রহমান	১	নাই	০১৭১১৯৫৩৪৩৬
০২	মো: শহিদুল্লা মোল্লা	জব্বার মোল্লা	১		০১৭৪৫৫৫১৬৯৯
০৩	মো: সেলিম মোল্লা	মো: শহিদুল্লা মোল্লা	২		০১৭৪৫৫৫১৬৯৯
০৪	আলতাফ ফকির	মনা মাস্টার	৩		-
০৫	নিজাম শেথ	তছির উদ্দিন শেখ	৩		-
০৬	আলমঞ্জীর শেখ	আ: রশীদ শেথ	৩		-
০৭	আতিয়ার হাওলাদার	মোঞ্জালা উদ্দিন	৪		০১৯৬৩২৬৫২৮
০৮	হাও: রেজাউল ইসলাম	দবির উদ্দিন হাওলাদার	৪		০১৯৮৬৬০৩৫৩৩
০৯	শেখ সাইদুর রহমান	রজ্জব আলী	৪		০১৭৩৬৫৯১৪২১
১০	ফাতেমা খাতুন	আতিয়ার রহমান	৪		০১৯৬৩২৬৫২৮
১১	তাজু হাওলাদার	রহিম উদ্দিন	৪		-
১২	মিজান শেখ	নুর উদ্দীন শেখ	৫		-
১৩	জেসমিন খাতুন	লুকমান	৫		-
১৪	লিপি	স্বামী রেজাউল	৫		০১৯৪৮৯৩৪৮৭৪
১৫	শাহাদাৎ হোসেন	সাক্কাত উল্লা শেথ	৫		-
১৬	কাজল শেখ	মনিরুজ্জামান	৬		০১৭১৭২৮৬২০২
১৭	মেরী মারগারেট বিশ্বাস	অমৃত বিশ্বাস	৬		০১৯৬১১৩৮০৪৪
১৮	মারুফ মোল্লা	রুহল মোল্লা	৬		-
১৯	এ এইচ দেলদার আহম্মদ	এস এম সৈয়দ আহম্মদ	৬		০১৭১৩৯০০৪৭২
২০	আয়শা বেগম	স্বামী মোস্তাক আহম্মদ	৬		০১৭২৬২৬৯৭৬২
২১	মো: সাবদুল্লা শেথ	মৃত সামছুর রহমান	৬		০১৯১১৯৫১৪৪১
২২	মো: আ; সালাম আজাদ	মৃত আকছার উদ্দিন	৬		-
২৩	নাসরিন বেগম	সিরাজুল ইসলাম	৬		-
২৪	হাফিজুর রহমান মোল্লা	জামাল উদ্দিন মোল্লা	৭		০১৯৪৬৪২৯১৬৬
২৫	শুকুর ফকির	পাইচ ফকির	৭		০১৭১০৬১৭৬৫৯

২৬	হোসনেয়ারা খাতুন	জামাল উদ্দিন মোল্লা	৭		০১৯৪৬৪২৯১৬৬
২৭	সোহান মোল্লা	সিরাজ মোল্লা	৭		০১৯২৬২৬৯৬৪৫৮
২৮	মনিরুজ্জামান	লিয়াকাত শেখ	৭		০১৯৬০৫১১২৩১
২৯	মকবুল ফকির	মুত ইরফান ফকির	৭		০১৮৫২০৮৮৯৩৮
৩০	হালিম শেখ	ইন্তাজ শেখ	৭		-
৩১	জামিল শেখ	সিদ্দিক আলী শেখ	৭		০১৭১১২৭৩৩৫২
৩২	হাসান হাওলাদার	মৃত: মুক্ত হাওলাদার	৮		-
৩৩	মুক্ত শেখ	মোসলেম উদ্দিন শেখ	৮		-
৩৪	নুর ইসলাম শেখ	হাবিবুর রহমান শেখ	৮		-
৩৫	মিজান হাওলাদার	সবেদ আলী হাওলাদার	৮		০১৯১২১১৩০৫০
৩৬	আকরাম	সুলতান আলী	৮		-
৩৭	কবির মল্লিক	জাফর মল্লিক	৯		০১৭১৬১৮৩৮৪৬
৩৮	ইমাদুল শেখ	আবু তালেব শেখ	৯		-
৩৯	ডা: এম এ কবির	মৃত হাসান আলী	৯		০১৭১২৮৬২০৬০
৪০	ডা: সুব্রত খান	সঞ্জিব খান	৯		০১৭২৯১৫৫৬৯১
৪১	এস এম আকবর হোসেন	সুলতান আলী	৯		০১৭১১২১০৬৫২
৪২	আফজাল হোসেন	লিয়াজ উদ্দিন শেখ	৯		০১৭৪৩৯৩৭৬৬৪

রাজনগর ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রম. নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	ফরহাদ ফকির	দলিল ফকির	১	নাই	০১৭১৬৯৩২৮৯৭
০২	আফজাল মোল্লা	ছত্তার মোল্লা	১		০১৭২৮৩২০৪১৩
০৩	মুজিবর শেখ	আ: জব্বার শেখ	১		০১৭২৫৮৯২৮২৫
০৪	মাজেদ সর্দার	আব্বাস সরদার	১		০১৭২৪৯৬৬৮৯২
০৫	ময়না বেগম	স্বামী মনি ফকিব	১		০১৯৪৪২২৭৬৬১
০৬	মিন্টু গোলদার	হেলাল গোলদার	২		০১৯২৯৬৫৭৪৮০
০৭	আ: মজিদ শেখ	ইজারদার শেখ	২		০১৯৩৫২১০৭৬১
০৮	অশোক ঘোষ	শশাধর ঘোষ	২		০১৯৪২০৯৪৫০৯
০৯	মাহাবুব মোল্লা	অজেদ মোল্লা	২		০১৯১১২২৪৮৫৮
১০	আবেদা বেগম	স্বামী আনছার শেখ	২		-
১১	নুরুল ইজারদার	উকিপ ইজারদার	৩		০১৭১৮৭৭৭৫১৬
১২	অরুন শীল	বিমল চন্দ্রশীল	৩		০১৭২৪২১৯৭৬৯
১৩	হুমায়ুন মোল্লা	আমিন উদ্দিন মোল্লা	৩		০১৭২৪৫৯৮৮০৪
১৪	ফজলু শেখ	মাহাতাব শেখ	৩		০১৯৪২২০৬২৮১
১৫	ওজিয়া বেগম	স্বামী ইদ্রিস মির	৩		-
১৬	মো: জাফর ইকবল	আতিয়ার শেথ	৪		০১৭১১৪৫০২০৬
১৭	জি এম ওমর ফারুক	আমীন উদ্দিন গাজী	৪		০১৯১২৪৪৫১০৫
১৮	আনছার ইজারদার	ছুকাতুল্লা	৪		০১৯২১৭৮১৯২৫
১৯	বদর মোল্লা	নওয়াব আলী মোল্লা	৪		০১৭১৬৯৭২৫১৩
২০	জাহানুর বেগম	স্বামী সালাম শেখ	৪		০১৯৪৩৭৪৭০২৩
২১	অনিমেষ রায়	কিরন রায়	৫		০১৯৪৭২৮৬৮৮২
২২	জয়ন্ত মন্ডল	নিরধ মন্ডল	৫		০১৯১৭০১৭০৩৪
২৩	গকুল ঢালী	রাভি কান্ড ঢালী	৫		০১৭১০৮৬২২২১
২৪	আলহাজ্জ জুলফিকার	জহুর ইজারদার	৫		০১৯৬৪৫৮৬৪৩২
২৫	সাগরিকা হালদার	অমেলিন্দু হালদার	৫		০১৯৬৪১৩৬০৫৪
২৬	তুষার সর্দার	পুলিণ সরদার	৬		০১৭১২৩৩৫৮৪৫
২৭	সুশান্ত তরফদার	বিরেন তরফদার	৬		০১৯৮৭৭৫০৫২৪
২৮	মোস্তাহিন শেখ	আনছার শেখ	৬		০১৯১৫৪৬১৫৩৩

২৯	সঞ্জ সর্দার	ত্রিনাল সরদার	৬		০১৭২৭০০০৮২২
৩০	আল্পনা শেখ	স্বামী মিজান ইজারদার	৬		০১৭২০৪০৯৪৩৬
৩১	তাপস মন্ডল	জগদীশ মন্ডল	৭		০১৭৫২২৭৩৪৯৩
৩২	রঞ্জন ঢালী	ভক্ত ঢালী	৭		০১৯২৮৪৫৭০৬৯
৩৩	রনজিৎ রায়	রবিন রায়	৭		০১৯২৮১৫৩৮০৮
৩৪	শিরিস মন্ডল	সহাদেব মন্ডল	৭		০১৯৪৬১১২৭৭৩
৩৫	তানিয়া মন্ডল	প্রশান্ত মন্ডল	৭		০১৯১৮২৯২৮৯০
৩৬	মায়া হালদার	স্বামী সুভাস হালদার	৮		০১৯৮২৮৬২০৩০
৩৭	মনোজ দাস	মহেন্দ্র দাস	৮		০১৭১৭০০৮০০২
৩৮	বিপুল হালদার	সতিশ হালদার	৮		০১৯১৬৫২৬১৬৭
৩৯	রিন্টু চক্রবর্তী	অশিত চক্রবর্	৮		০১৯৩৩৭৩০৪০৩
৪০	তুষার বৈরাগী	কুমুদ অধিকারি	৮		০১৯৪৪৭৯৩৫১১
৪১	ক্ষিতিশ চন্দ্র মোড়ল	রজেন্দ্রনাথ মোড়ল	৯		০১৯৩২২৪৮০২৮
৪২	সৎগুরু মন্ডল	সুরেশ মন্ডল	৯		০১৭১৪৬৩২৩৫৬
৪৩	ঠাকুর দাশ রায়	মিলন রায়	৯		০১৯৬৩২৪২০৩৩
৪৪	নির্মালা জোয়াদ্দার	স্বামী নিতাই জোয়াদ্দার	৯		০১৯১১৬৬৫২৭৭
৪৫	তপন রায়	বিনদ রায়	৯		০১৯৩২৬৯৮৮৭১

গৌরম্ভা ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রম. নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নম্বর
০১	মোস্তাক হোসেন ভাট্টি	আ: মান্নান শেখ	১	নাই	-
০২	আলম চৌধুরী		১		-
০৩	মোসলেম সর্দার	মৃত: রিমান সর্দার	১		-
০৪	নূর ইসলাম শেখ	আ:মহিদ শেখ	১		-
০৫	জেসমিন বেগম	শাহ আলম চৌধুরী	১		-
০৬	মহসিন মল্লিক		২		-
০৭	বেনজির শেখ	খালেক শেখ	২		-
০৮	মো: হাবিবর হালদার	আ: ছামাদ হালদার	২		-
০৯	জুলহাস ইজারদার	মৃত: ইসহাক ইজারদার	২		০১৯৫৩৮২৭৮০৭
১০	রহিমা আক্তার বৃষ্টি	রহমান আলী সরদার	২		০১৯২৩৫৮৩৯৬৩
১১	মো: সোহাগ শেখ	নূর আলী শেখ	৩		-
১২	মো:ইকবাল গাজী	সাহেব আলী গাজী	৩		-
১৩	মো: খোরশেদ গাজী	মৃত: সৈয়দ আলীগাজী	৩		-
১৪	মো: মনিরুল গাজী	হাজী আফতাব উদ্দিন	৩		-
১৫			৩		-
১৬	মো: মাইনুর গাজী	মো: খান জাহান	৪		০১৯২১১০৯৫৩৪
১৭	সাহাগীর শেখ	খোরশেদ শেখ	৪		০১৯৬৭৫৬০১৫০
১৮	জিয়াউল হক টুটুন	মো: সিরাজ	৪		০১৯১১৪৩৬২৯৮
১৯	বোরহান ফরাজি	আজিজুর ফরাজি	৪		-
২০	লায়জু বেগম	সাহাগীর শেখ	৪		০১৯৩৩৭১০৮৮৩
২১	মো: আমজাদ শেখ	মৃত: শকিরদ্দিন শেখ	৫		০১৭২১০৫৫৫০৬
২২	মো: শহর আলী শেখ	মৃত: রজব আলী	৫		-
২৩	যুতিকা রায়	তারাপদ রায়	৫		০১৯২২৬৫৪২৯৭
২৪	কনক রায়	নারায়ন চন্দ্র	৫		-
২৫	জবেদ শেখ		৫		-
২৬	মো:আক্ফান শেখ	মৃত: আকছার শেখ	৬		-
২৭	মো: সেলিম গাজী	হাসান গাজী	৬		-
২৮	মো: তমেজ শেখ	আলতাফ শেখ	৬		-

৩১	ইনামুল মুন্সি	মৃত: হাদি মুন্সি	৭		০১৬১১৬০০০২৯
৩২	আবুল হোসেন	মৃত: মুছা	৭		-
৩৩	সাজ্জাদ মল্লিক	মৃত: নুর মোহাম্মদ মল্লিক	৭		-
৩৪	ফরাদ শেখ	শহর আলী শেখ	৭		-
৩৫	তারিকা বেগম	আবুল হোসেন	৭		-
৩৬	মো: মনিরুজ্জামান	মালেক শেখ	৮		-
৩৭	ফজলু হাওলাদার	জহুরুল হক হাওলাদার	৮		-
৩৮	কেকা বেগম	জাহিদ শেখ	৮		০১৯৩৮৬১৬৮৬৫
৩৯	শেখ হারুনর রশিদ	মুত: হরমুজ আলী	৮		০১৭২৫২৬২১৭১
৪০	মোফাজ্জেল হোসেন বাবু	মালেক শেখ	৮		০১৯২১৮০৬৫৬৫
৪১	বাদশা মুন্সি	সৈয়দ মুন্সি	৯		০১৭১৬৩৪৮৬৮৫
৪২	বিউটি বেগম	ওয়াহেদ আলী শেখ	৯		০১৭২৪৪৫৯৪৫৮
৪৩	নজু খা	হেমায়েত খা	৯		০১৯৩৯৪১৫১৬৬
৪৪	গোবিন্দ ঘোষ	অনিল চন্দ্র ঘোষ	৯		০১৭১৩৯১২১৭৮
৪৫	নাছির মোল্লা	ইসহাক মোল্লা	৯		০১৯১৩৯৩৬৭১১

মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রম:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল নম্বর
১	শেখ শহিদুল ইসলাম শৈবাল	শেখ মহব্বত আলী	১	নাই	০১৯১৪৮৯৬৮০৩
২	মো: তরিকুল ইসলাম	আ: সাত্তার শেখ	১		০১৯১৮৮২৪২০০
৩	মো মজিদ হাওলাদার	মো: ছলেমান হাওলাদার	১		০১৯৩৬৬৪০৭০৪
৪	মো: স্বপন হাওলাদার	মো: সাহেব আলী হাও:	১		০১৯১১০৭৬০৯২
৫	মো: জয়নাল তালুকদার	তোফেল তালুকদার	১		০১৯২২৮৭১৯১৭
৬	মো: আ: আজিজ হাওলাদার	মৃত মোতাহার আলী হাও:	২		০১৭১৬০০২২৩২
৭	মহিনা লাকীয়া খানম	মো: বাদশা হাওলাদার	২		০১৯২৫৮৬৬৯০৯
৮	মো: আলমগীর হাওলাদার	মৃত আ: আজিজ হাও:	২		০১৯১১৯৭৬৪৮৩
৯	মো: রাজ্জাক মোল্লা	মৃত আ: রশীদ মোল্লা	২		-
১০	মোসাম্মৎ নাজিনা বেগম	নুরুজ্জামান খান	২		-
১১	মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম	স্বামী মৃত আ: হক	২		-
১২	আবু জাফর খান	তোফাজ্জেল খান	৩		০১৭১৮৬২৯৫৯
১৩	নাশির খান	বেলায়েত খান	৩		-
১৪	লোকমান তালুকদার	মৃত নূর তালুকদার	৩		-
১৫	জাহাঙ্গীর মৃধা	মৃত সুলতান মৃধা	৩		০১৯১৮২৩৫৫৯৭
১৬	ইলিয়াছ খান	মৃত হোসেন আলী	৩		
১৭	হাবিবুর রহমান গাজী	সুলতান গাজী	৪		০১৭১২১১০৮৭৩
১৮	দেপাল শিউনা	উদুব শিউনা	৪		০১৭১৮৮৩৩৯৬৬
১৯	রেজাউল করিম	সুলতান হাওলাদার	৪		০১৮৪৫০৭৮৪৬৪
২০	হাইজুল হাওলাদার	সৈয়দ আলী	৪		০১৮২৮১৯৫৩৭৪
২১	ডালিম হাওলাদার	আজিজ হাওলাদার	৪		০১৮৩১৫৮২৭৬০
২২	হারুন আকন	হুরমুজ আকন	৪		০১৯১২১১৬৩৬৩
২৩	ছরোয়ার হাওলাদার	নুর মহম্মাদ হাওলাদার	৪		০১৯১৪২৯৬৭৭৯
২৪	আলম শেখ	আশ্বাবলী শেখ	৪		০১৮৩৭৯৫৮২৫৮
২৫	আফজাল হাওলাদার	ইসমাইল হাওলাদার	৪		০১৯৩০৩৬২০২৬
২৬	মো: মতিয়ার রহমান	মৃত আ: আজিজ	৫		০১৯১৩২৬৬৩০৫
২৭	জুয়েল হাওলাদার	মান্নান হাওলাদার	৫		-
২৮	আলিম খান	সুলতান খান	৫		০১৯২২৩১৭৫০৪
২৯	সুভাষ মন্ডল	মৃত জিতেন	৫		-
৩০	ইব্রাহিম মিনা	মৃত শাহাদাৎ	৫		০১৯১৪১৮৬৬৩১

৩১	হাওলাদার আ: সালাম	মৃত আ: জব্বার	৬		০১৯২৫১৭৫৬০১
৩২	আ: হাকিম শেখ	জয়নাল শেখ	৬		০১৯৪৪৮৩০৪৩২
৩৩	মো: বাবুল শেখ	মৃত মগবর আলী	৬		০১৯২৩৬৪১৪২৩
৩৪	মো: বাশার হাওলাদার	মজিদ হাওলাদার	৬		০১৯২৯৬৩৬১৫২
৩৫	ছোহরাব হাওলাদার	ছেকেন্দার আলী	৬		০১৯৪৮৯৩৪৪৮৬
৩৬	মোসাম্মাৎ কুরদিয়া বেগম	রুস্তুম শিকদার	৬		০১৮২৫৯২২১৫৩
৩৭	রাজিয়া বেগম	ইদ্রিচ শেখ	৬		০১৯২২৮৭১৯৯৩
৩৮	আ: আজিজ শেখ	মৃত খবির উদ্দিম	৬		০১৮৩৭২৪৪২৪৩
৩৯	মো: জাকির হাওলাদার	মৃত রাহেন উদ্দীন হাওলাদার	৭		০১৭১৬১৬৯৮৮২
৪০	মো: নাজমুল হাওলাদার	মো: আলী আকবর হাও:	৭		০১৯১৭৬২৮১৫৪
৪১	মো: মাহফুজ হাওলাদার	মাহবুব হাওলাদার	৭		০১৭১৪৫৭৯৩৫১
৪২	মো: আবুল কালাম আকন	এসহাক আকন	৭		-
৪৩	আমিনুল শেখ	মৃত আবুল শেখ	৭		-
৪৪	মো: হুমায়ুন মল্লিক	মৃত আকছার মল্লিক	৭		০১৮৩৩৬৪২৭৪৮
৪৫	মো: জাহিদ মল্লিক	আমজাত মল্লিক	৭		-
৪৬	মোসাম্মাৎ ইয়াছমিন বেগম	স্বামী সোহেল হাওলাদার	৭		-
৪৭	সান্তনা রাণী দাস	স্বামী বাবুল চন্দ্র দাস	৮		০১৭১৫৫৯৫১৫৮
৪৮	নজরুল ইসলাম	মৃত আ:রব তালুকদার	৮		০১৭১৩৯১৬২৫৪
৪৯	সনদ কুমার রাম	মৃত হরিপদ রায়	৮		০১৯১৫৫১৭৩৭৬
৫০	পঙ্কজ মন্ডল	মৃত মনরঞ্জন মন্ডল	৮		০১৯১৮৬০৩৪৬০
৫১	স্বপন মিস্ত্রী	মৃত সুরেন মিস্ত্রী	৮		-
৫২	হারেজ জমাদ্দার	মৃত মমিন উদ্দীন জমাদ্দার	৮		-
৫৩	কালিপদ মন্ডল	মৃত হরিবর মন্ডল	৯		০১৯২১৯৫৩১৮০
৫৪	দেপাল মন্ডল	মৃত ধীরেন মন্ডল	৯		০১৭১৪৬৯৬৩৩২
৫৫	বাবলু ডাকুয়া	মৃত সুনিল ডাকুয়া	৯		০১৭১৩৯১৮৮৮৭
৫৬	বিরাশ হালদার	মৃত ফনিভুষন হালদার	৯		-
৫৭	শংকর বৈরাগী	রনজিৎ বৈরাগী	৯		০১৯১৩৯৩৭২০৪
৫৮	মরুভূষণ মন্ডল	মৃত সারদা মন্ডল	৯		-

ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রম:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল নম্বর
১	বিপ্লব কুমার মন্ডল	মৃত ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল	১	নাই	০৭১৭২১৯৫৮১০
২	কাজী ফজলুর রহমান	মৃত আশ্বাদ আলী	১		-
৩	নিরঞ্জন মন্ডল	মৃত অম্বিকা চরন	১		-
৪	ফেরদাউস শেখ	জবেদ আলী	১		-
৫	ঝুমা মুখার্জী	সদনাথ মুখার্জী	১		-
৬	জি এম পলাশ তরফদার	জিএম ফরহাদ তরফদার	২		০১৭১১৯৮৮০৩৩
৭	বাবুল শেখ	শহর আলী	২		-
৮	আ: রশীদ শেখ	মৃত খাদেম	২		০১৯১১০১০৬৭৪
৯	সেকেন শেখ	মৃত খোরশেদ	২		০১৯২৯১৯০৫১৯
১০	নুর মহম্মদ শেখ	সফিউদ্দীন	২		-
১১	শেখ মো: নুরুজ্জামান	মৃত খোরশেদ	৩		০১৭১৬৭৭৯১৫৩
১২	শফিকুল শেখ	মৃত শাহাদাৎ	৩		০১৭৩৯০০৭৬১৪
১৩	বাকী বিল্লাহ	কাদের	৩		০১৭২৫৩৫২৬
১৪	অদুদ শেখ	মৃত কুদ্দুস শেখ	৩		-
১৬	কিয়ার হাওলাদার	আ: রমীদ হাওলাদার	৪		০১৯১৩০৪১৪৩১
১৭	সোবহান মৃধা	আসমত মৃধা	৪		-
১৮	ছবিরানী রায়	নারায়ন রায়	৪		-

১৯	এস্কেন্দার মৃধা	মৃত আশ্বাব মৃধা	৪		-
২১	গাজী রেজাউল ইসলাম	আলহাজ আ: রাশেদ	৫		০১৭১৮৬২৪৭৫০
২২	শেখ মুজিবর রহমান	হোসেন আলী	৫		-
২৩	প্রশান্ত মুখার্জী	শরৎ মুখার্জী	৫		-
২৪	বেবী বিশ্বাস	বিপ্লব মুখার্জী	৫		
২৫	মাহামুদ হাওলাদার	আ: রাজ্জাক হাওলাদার	৫		-
২৬	সুদীপ্ত মুখার্জী	সুনীল মুখার্জী	৬		০১৭১২৪৪৭৭০১
২৭	বিকাশ বালা্	কৃষ্ণ বালা	৬		-
২৮	অচিন্ত মল্লিক	অজিৎ মল্লিক	৬		-
২৯	ইশারাত শেখ	হাসেম শেখ	৬		-
৩০	এনায়েত হাওলাদার	আ: ছত্তার হাওলাদার	৬		-
৩১	আসাদুজ্জামান শেখ	তৈয়ব আলী	৭		০১৭২৩৩৫৪৯৩৯
৩২	শেখ অহিদুজ্জামান	জিন্নাত আলী	৭		০১৯১৪৮৪৭১১০
৩৩	গাজী এলিজা বেগম	স্বামী হাসান গাজী	৭		-
৩৪	শেখ নুরুন্নবী	হাসেন আলী	৭		-
৩৫	মোহম্মদ জালাল উদ্দীন	কাশেম আলী	৭		-
৩৬	শেখ মাহাবুবুর রহমান	আলহাজ আ: রহমান	৮		০১৭১৭৪৫৪৮৮৭
৩৭	সরদার গোলাম রসুল	আলী আহম্মদ	৮		০১৭২৭৪৪৬০০৬
৩৮	মনু কাজী	ইব্রাহিম	৮		০১৭৩৪৮৭৯০৯৩
৩৯	আবু দাউদ ইজারদার	মোনসের আলী ইজারদার	৮		০১৭২৯৫৭৭০০৪
৪০	রিমু বেগম	স্বামী সালাম	৮		-
৪১	দীলিপ কুমার দাস	নিত্যনন্দ দাশ	৯		০১৮৫৭১৪০১৩৬
৪২	সুবোধ দাশ	শরৎ চন্দ্র দাশ	৯		-
৪৩	শোভারাণী	স্বামী অরুন হালদার	৯		-
৪৪	প্রবীর কুমার দাশ	মুত প্রমথ রঞ্জন	৯		-
৪৫	অমলেশ মন্ডল	অশুতোষ মন্ডল	৯		-

সংযুক্তি ৪ : আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটিরকিল্লা:

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	**দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**	**মোবাইল**	**মন্তব্য**
মল্লিকেরবেড় মাটিরকিল্লা	তালুকদার নাজমুল কবির (ঝিলাম)	০১৭৪০৬২৫৮৯৯	-
ভোজপাতিয়া মাটিরকিল্লা	শেখ মো: নুরুল আমিন	০১৭১০৯৪১১৯৩	-

আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
শ্রীফলতলা আশ্রয়কেন্দ্র	**মোঃ জাকির হোসেন**	০১৯১৭-২২৭০০০	-
ঝনঝনিয়া আশ্রয়কেন্দ্র	**মোঃ সিরাজুল ইসলাম**	০১৭২১-৩৮৭০৭২	-
কাদির খোলা আশ্রয়কেন্দ্র	**মোঃ মান্নান শেখ**	-	-
কাষ্ঠবাড়িয়া আশ্রয়কেন্দ্র	**মিতা রানী বিশ্বাস**	০১৭২৪-৮৪৬৩৯৯	-
পশ্চিম মল্লিকেরবেড় আশ্রয় কেন্দ্র	**প্রবীর দাস**	০১৭১৯৫৬৬৩৭৬	-
মল্লিকেরবেড় সাইক্লোন সেন্টার	**মতিউর রহমান শেখ**	০১৯১৩০২৩৩৭২	-
চন্দ্রাখালী সাইক্লোন সেন্টার	-	-	ইউপি চেয়ারম্যান
জিয়েলমারী সাইক্লোন সেন্টার	-	-	

স্কুল কাম সেন্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
কাদির খোলা সঃ প্রাঃ বিঃ	হাওলাদার হান্নান	০১৭১০৭০১৫১৯	-
কাষ্ঠবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মিতা রানী বিশ্বাস	০১৭২৪৮৪৬৩৯৯	-
পেড়িখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	**উম্মে মাহবুবা (লতা)**	**০১৯১৪-২৯১০৪৭** **০১৫৫২৮১৬২৬৮**	-
আড়ুয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	**তাসলিমা সুলতানা**	**০১৭২০-৯৯৪৫৮৫**	-
তালবুনিয়া উত্তর পাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	হাসমা খানম	০১৭১৫২৩২৪২২	-
বড়দিয়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	মোহন সরকার	০১৭১৬৫৭০৩৯৫	-
ইসলামাবাদ চন্ডীতলা সঃ প্রাঃ বিঃ	হাওলাদার আবুল হোসেন	০১৭১০১২৩৩৮৭	-
বাঁশতলী রেজি: প্রাঃ বিদ্যালয়।	শেখ শহিদুল ইসলাম	০১৯২৫২৬২৫৩২	-
গিলাতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ	কল্পনা রানী	০১৭২০৯০২৯৫৪	-
পূব বাঁশতলী উ:পাড়া সরকারি প্রাঃ বিঃ	ঝর্না রানী পাল	০১৭১১৬৬৯৯১৩	-
হাজী পাড়া সাইক্লোন কাম প্রাঃ বিঃ(পরিত্যাক্ত)	মিসেস হেলেনা	০১৭৪১০০৯৪২৫	-
৫৬নং মল্লিকেরবেড় সরকারি প্রাঃ বিঃ	শামছুন নাহার	০১৯২৩৩৯২৫৬৭	-
হুড়কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুলেখা বিশ্বাস	০১৯১৮৫২২১০১	-
উত্তর হুড়কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বুলু রানী গাঙ্গুলী	০১৯২৩০৬২৩৪২	-
ভ্যাকটমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	পান্না আক্তার	০১৭১৮১২৫৫৯৯	-

সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
রামপাল ডিগ্রী কলেজ	মো: মজনুর রহমান	০১৫৫৮৩২১৬২৫	দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।
পেড়িখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**শংকর কুমার**	**০১১৯৮-১১১৬৮১**	
বড় কাঠালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**অনাদি কুমার**		
ডাকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**পিযুষ কুমার**		
মল্লিকেরবেড় মা: বি:	ছিদ্দিকুর রহমান	০১৯১৩৩৩৮১০২	
মাদারদিয়া নিম্ন মা: বি	মো: কামরুল ইসলাম	০১৯২২৩৬৯৪৪৭	

সন্ন্যাসী মা: বি:	হাওলাদার সাইদুর রহমান	০১৭২১৪৭৮৪৭৬	
বেতকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**শংকর দাশ**	০১৯৮৩-৩৯৭৮৮৩	
বাইনতলা কাশিপুর মা:বি:	শেখ বিলাল উদ্দিন	০১৭১৫৪৪৮০১৪	
পবনতলা বালিকা বি:	মো: আনোয়ার	০১৯৪৪২৩৩৫২২	
বাইনতলা ইউনিয়ন মা:বি:	আবুল বাসার	০১৭১৮৮৩২০৩৫	
চাকশ্রী এ বি সি মা:বি:	রবীন্দ্রনাথ মন্ডল	০১৭২৬৩৮৮৫২৪	
গিলাতলা বহুমুখী মা:বি:	এস এম মুজিবুর রহমান	০১৭১১৪৫০২২৫	
বাঁশতলী মা: বি:	আশীষ কুমার মন্ডল	০১৮১১৩০৭১৩০	
আবুল কালাম ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়	শেখ মো: ছাদেক	০১৭২৩৭০৯০৩৬	
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হুড়কা	**ডা: পরিমোষ বেপারী**	০১৮৫০-৪০৮৬২৭	
হুড়কা কমিউনিটি ক্লিনিক	**শর্মিষ্ঠা মন্ডল**		-
বেলাই কিঃমিঃউনিটি ক্লিনিক	**মনোজিৎ মন্ডল (স্বাস্থ্য সহকারী)**	০১৬৮৭-৭৪০২৯০	

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ওয়াপদার রাস্তা কলমী দোয়ানীর ব্রিজ হতে বড় সন্ন্যাসী জিলেরডাঙ্গা খেয়াঘাট পর্যন্ত উঁচু রাস্তা/ওয়াপদা ভেড়ি বাঁধ	মো: হাবিবুর রহমান গাজী	০১৭১২১১০৮৭৩	দুর্যোগের ফলে গৃহহীন লোকজন এখানে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে বসবাস করে।
ওয়াপদার ভেড়ি বাঁধ (মল্লিকেরবেড়)	আ: আজিজ হাওলাদার ও ছিদ্দিকুর রহমান	০১৯১১৯৭৬৪৮৩ ০১৭১৫২৬৮৩৩৭	
গিলাতলা হতে বড়দিয়া পর্যন্ত (বাঁশতলী)	গাজী আলমগীর হোসেন	০১৯২৫০৬০১২২	
কালেখার বেড় দিঘির পাড় (রাজনগর)	**আইয়ুব আলী দফাদার**	০১৮২৬১৭১৩৮০	

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল	মন্তব্য
	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৭০৩৫৯৩৯৩	
	উৎপল কুমার দেবনাথ	উপজেলা স্বাসহ্য ও প:প: কর্মকর্তা	০১৭১১১৮৮৮৯৬	
	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭১১৪৫০৮১৪	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
বাগেরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	শেখ মো:আবু সাইদ	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৭১১৩১০০২৮
	সুব্রত কুমার সিকদার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৭০৩৫৯৩৯৩
	মো: নজরুল ইসলাম	জেলা অতিরিক্ত পরিচালক, বাগেরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০১৭১৫৪৪৮৪৮৪
	স্বপন কুমার ব্রক্ষ্ম	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭১১৪৫০৮১৪
	মো: নুরুজ্জামান	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭৩২২৭৭৯৩০
	শেখ বজলুর রহমান	রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯০০৯২৪
	মো:রফিকুল ইসলাম(বাবুল)	পেড়িখালী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০১০৮০৬
	শেখ মো:আবু সাইদ	বাঁশতলী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩১০০২৮
	খাঁন তায়েব আলী	বাইনতলা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৫৬৩৯২৩৯০
	মো: সেলিম সরদার	গৌরম্ভা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৩০১০
	সরদার আ: হান্নান(ডাব্লু)	রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩০৯৯৫১
	খাজা মইনুদ্দিন আক্তার	উজলকুড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১৩৪৪২৩৭
	তালুকদার নাজমুল কবির (ঝিলাম)	মল্লিকেরবেড় ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪০৬২৫৮৯৯
	শেখ মো: নুরুল আমিন	ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১০৯৪১১৯৩

ফায়ার স্টেশনের নাম	**দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**	**পদবী**	**মোবাইল**
	তপন কুমার গোলদার	হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৭১৮৫৪৩৪৮

জেলা অতিরিক্ত পরিচালক (অগ্নি নিরাপত্তা), বাগেরহাট- মো: নজরুল ইসলাম- ০১৭১৫৪৪৮৪৮৪

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মল্লিকেরবেড় ৪ ও ৬ নং	হায়দার শেখ	০১৯১৭৮৭৩৬৭৩	
	ইকবাল হাওলাদার	০১৭২১৬৮৯২৫৯	
বাঁশতলী, কালীগঞ্জ বাজার ৮ নং	আ: হামিদ	০১৮১৬২৯৪০৪৪	
	বোরহান মোল্লা	০১৮৫০১১৯৮৩৯	
	গোলাপ শেখ	০১৯৩০৩৪৩৮৮৯	
রামপাল খেয়াঘাট	মো: শুকুর আলী	০১৯২২৩০৭১২১	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
পেড়িখালী ৩ নং	মো: জহুরুল ইসলাম (মুদী)	০১৭১০১২২৮৮১	চাউল ও মুদী দোকান (শুকনা খাবার)
মল্লিকেরবেড় ৫ নং	মো: ইসরাফিল (ঔষধ)	০১৯১১৯৭৪৭৮৬	ফার্মেসি
	মো: সাইফুল ইসলাম (মুদী)	০১৯১৬৭৮২৩১৯	মুদি দোকান (শুকনা খাবার)
বাঁশতলী ৫ নং	আছাবুর রহমান (মুদী)	০১৭২১৩৮৭০৭৫	মুদি দোকান (শুকনা খাবার)
	আবুল কালাম শেখ (ঔষধ)	০১৭২৫০৩২৮৬৮	ফার্মেসি
বাইনতলা ১ নং	তালুকদার বখতিয়ার (মুদী)	০১৭১৩৯১৮৮২৯	মুদি দোকান (শুকনা খাবার)
	মোখলেছুর রহমান (ঔষধ)	০১৯৬২০১৭৭৯০	ফার্মেসি
রামপাল সদর	উৎপল সাহা (উৎপল ষ্টোর)	০১৭৪৫৪৩৯৬০২	মুদি দোকান (শুকনা খাবার)
	মোঃ নজরুল ইসলাম (কলেজ ষ্টোর)	০১৭১৮৪০৩৮৪৮	মুদি দোকান (শুকনা খাবার)
	কাজী ফজলুর রহামন (খালিদ ষ্টোর)	০১৮২৮২১৯৯১৩	মুদি দোকান (শুকনা খাবার)
	আবু দাউদ (কোহিনুর ফার্মেসি)	০১৭১১৩৯৮২৮৬	ফার্মেসি
	আবুল কালাম	০১৭১৩৯১১৮৪০	ফার্মেসি

সংযুক্তি ৫ :এক নজরে উপজেলা/জেলা

আয়তন	৩৩৫.৪৫ ব: কি: মি:		গীর্জা	৬ টি
উপজেলা পরিষদ	১ টি		ঈদগাহ	৪৬ টি
ইউনিয়ন পরিষদ	১০ টি		ভুমি অফিস	১১ টি
মৌজা	১১৬ টি		পোস্ট অফিস	৬ টি
গ্রাম	১৩৪ টি		ক্লাব	২৭ টি
পরিবার	৩৮১৭৩ টি		হাট বাজার	২৪ টি
মোট জনসংখ্যা	১৫৪৯৬৫ জন		আবহাওয়া অফিস	১ টি
পুরুষ	৭৭৫০৪ জন		কবরস্থান	৪ টি
মহিলা	৭৭৪৬১ জন		শ্মশান ঘাট	৯ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭টি		মোবাইল টাওয়ার	১০ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫০ টি		নলকূপ	১৫৭৭
কলেজ	৪ টি		নদী	১২ টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	২৭ টি		খাল	৪৫ টি
আবাদী জমি	১৯২৬০ হেঃ		পুকুর	৭০০২ টি
শিক্ষার হার	৬৭%		খাদ্য গুদাম	১টি
সরকারি স্বাস্থ কেন্দ্রের সংখ্যা	৩৩ টি		গুদামের ধারন ক্ষমতা	২৪০০ মে: টন
বাঁধ	১১ টি			
স্লুইচ গেট	৮ টি			
ব্রিজ	৫১ টি			
কালভার্ট	৯৭ টি			
মসজিদ	৩৩৭ টি			
মন্দির	১২১ টি			
থানা	১ টি			
বিআরডিবি অফিস	১ টি			
ময়দা কল	২ টি			
ডাক বাংলো	১ টি			

সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ি	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

সংযুক্তি-৭: ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম

ইউনিয়নের নাম	মৌজার সংখ্যা	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
রামপাল সদর	২৪	কিসমত ঝনঝনিয়া, ঝনঝনিয়া, হাতিরবেড়, ভাগা, বেতকাটা, মালিডাঙ্গা, বাছাড়েরহুলা, গাববুনিয়া, টেংরামারী, শ্রীফলতলা, কামরাঙ্গা, ওড়াবুনিয়া, কাঁকড়াবুনিয়া, রামপাল, কাষ্টবাড়িয়া, ছোট নবাবপুর, শ্রীকলস, নদীরহুলা, কাদিরখোলা, সুলতানিয়া, পিপুলবুনিয়া, জয়নগর, টেংরাখালী, ও গোপীনাথপুর
পেড়িখালী	৫	পেড়িখালী, ছোট কাঠালী, বড় কাঠালী, কুমারখালী, ও শিকিরডাঙ্গা
বাইনতলা	১৯	বাইনতলা, কাশিপুর, শরাবপুর, সগুনা, রামনগর, দুর্গাপুর, সোলাকুড়া, পিত্তে, ভূজরডাঙ্গা চাকশ্রী, কুমলাই, কেসমত-কুমলাই, দেবিতলা মহিষগাতা, খেজুর মহল, ব্রি চাকশ্রী, আলিপুর, বারইপাড়া, ও তেলিখালী
বাঁশতলী	৮	কিসমত চন্ডীতলা, চন্ডীতলা, তালবুনিয়া, বড়দিয়া, বাঁশতলী, তিওয়াকুড়ি, সুন্দরপুর, ও গিলাতলা
ভোজপাতিয়া	৬	ভোজপাতিয়া, চন্দ্রাখালী, বেতকাটা, জিয়েলমারী, কালিকাবাড়ি, ও বাঁশবাড়িয়া
গৌরম্ভা	১৬	গৌরম্ভা, শ্রীরম্ভা, কণ্যাডুব, কাপাশ ডাঙ্গা, মুরুলীয়া, কৈগর্দাশকাঠি, সোনাকুড়, শংকরণগর প্রশাদনগর, ভৈরব ডাঙ্গা, ছায়রাবাদ, বর্ণি, আদাঘাট, আলুকদিয়া, চিত্রা, ও উত্তর গৌরম্ভা
হুড়কা	৩	হুড়কা, বেলাই, ও চাড়াখালী
মল্লিকেরবেড়	৫	মল্লিকেরবেড়, বড় সন্ন্যাসী, মাদারদিয়া, বেতিবুনিয়া, ও বাশবাড়িয়া
রাজনগর	৭	কালেখার বেড়, বুজবুনিয়া, কালিকাপ্রষাদ, রাজনগর, বড় দুর্গাপুর ছোট দুর্গাপুর, ও গুনাবেলাই
উজলকুড়	২২	গোবিন্দপুর, তুলসিরাবাদ, দর্পনারায়নপুর, চাচুড়ি, রামদেবপুর, ধলদাহ, উজলকুড়, চকখন্দকার, বালিয়াঘাটা, দাকোপা, কদমদী, সোনাতুনিয়া, রণসেন, বড় নবাবপুর, বাসনডইর, দেবীপুর, ঝালবাড়ি, সন্তোষপুর, চাঁদপুর, মানিকনগর, ও হগলডাঙ্গা
মোট	**১১৬**	

সংযুক্তি-৮: ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা ও ভোটার সংখ্যা

ইউনিয়নের নাম	**জনসংখ্যা**							
	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০- ১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
রামপাল	১১৩১২	১১৩০৭	৭৫০২	৪৯৬	৭০	২২৬১৯	৫৫৭২	১৬৮৭৫
পেড়িখালী	৭১২৪	৭১২১	৩৯৬৬	৪৬৪	৪৫	১৪২৪৬	৩৫০৯	১০৬০৭
বাইনতলা	১১০০৪	১০৯৯৭	৫৯৭৮	৫৭৪	৬৫	২১৯৯৪	৫৪১৮	১৪৮৯৩
বাঁশতলী	৭৩১৯	৭৩১৫	৩৭০২	৬৩৮	২৬১	১৪৬৩৫	৩৬০৫	১০০৯১
ভোজপাতিয়া	৪৮৬৮	৪৮৬৬	২৪৬৯	৪২৯	৪০	৯৭৩৫	২৩৯৮	৬০৫১
গৌরম্ভা	৭৮৭৪	৭৮৬৯	৪৩১১	৫৬৩	৫৯	১৫৭৪৪	৩৮৭৮	১২৯৪৩
হুড়কা	৩৭১১	৩৭০৮	১৭০৬	২৯২	২৪	৭৪২০	১৮২৯	৪৭৯৭
মল্লিকেরবেড়	৫১৮৬	৫১৮৩	৩০৭৫	৩৮৫	৩৫	১০৩৭০	২৫৫৪	৭৩৫৫
রাজনগর	৫৫৫১	৫৫৪৮	২৭৮২	৩৯৪	৩৪	১১০৯৯	২৭৩৪	৮১০৭
উজলকুড়	১৩৫৫৫	১৩৫৪৭	৭৯৪২	১০৩৮	৭৮	২৭১০৩	৬৬৭৬	১৯৩০৯
মোট	**৭৭৫০৪**	**৭৭৪৬১**	**৪৩৪৩৩**	**৫২৭৩**	**৭১১**	**১৫৪৯৬৫**	**৩৮১৭৩**	**১০১১২৮**

সংযুক্তি-৯: ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

বাঁধ							
ইউনিয়নের নাম	**বাঁধের সংখ্যা**	**বাঁধের নাম**	**বাঁধের অবস্থান/ ওয়ার্ড**	**কত কিমি**	**কোথা হতে কোথা পর্যন্ত**	**প্রস্ত (ফুট)**	**উচ্চতা (ফুট)**
বাঁশতলী	৪	সেদলার		১.৫	সেদলার মোড় হতে বড়দিয়ার অভিমুখে	৯	৪.৫
		মোল্লাবাড়ি		১	মোল্লাবাড়ি হতে পালপাড়া পর্যন্ত	৮	৫

		কাটাখাল		১	কাটা খাল হতে শ্রীফলতলা ব্রিজ	৮	৪.৫
		বাশঁতলী		৪.০	বাশঁতলী হতে কালিগঞ্জ	৯	৪
ভোজপাতিয়া	-	-	-	-	-	-	-
রামপাল	-	-	-	-	-	-	-
বাইনতলা	-	-	-	-	-	-	-
হুড়কা	-	-	-	-	-	-	-
পেড়িখালী	-	-	-	-	-	-	-
গৌরম্ভা	১	পশুর নদীর বাঁধ	২, ৩, ৪ ও ৬	১৬	ভান্ডারকোট ব্রিজ হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাপমারী পর্যন্ত	১৫-১৬	৬
মল্লিকেরবেড়	১	ওয়াপদার ভেড়িবাঁধ	১ হতে ৯ পর্যন্ত	৫	ছবাক নদীর পাড় দিয়ে	১২	৫
রাজনগর	৪	উচিয়ার খাল বাঁধ	৯	১	উচিয়ার খালের উত্তর পাশ হতে দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত	১০	৫
		ভেকটমারী বাঁধ	১	১.৫	পূর্ব পাশ হতে পশ্চিম পাশ পর্যন্ত	১২	৫
		গড়ের বাঁধ	৬	১	হাসান মাষ্টার এর বাড়ি হতে উত্তর পাশ পর্যন্ত	৮	৬
		রায় মশায়ের বাঁধ	৯	১	দক্ষিনে গুরুদাস মোড়লের বাড়ি হতে উত্তরে	৮	৫
উজলকুড়	১	ওয়াপদার ভেড়ি বাঁধ	১ ও ৯	২	ভোলা নদীর পাড়	৮-১০	৫
মোট	**১১**			**৩৫**			

সংযুক্তি-১০: ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচ গেট সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

স্লুইচ গেট					
ইউনিয়নের নাম	**স্লুইচগেট সংখ্যা**	**স্লুইচগেট/ ওয়ার্ড**	**কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে**	**কাজ করে কি না**	**কোন ধরনের কাজ করে**
মল্লিকেরবেড়	৬	৯	বেতিবুনিয়া নদীতে-২ টা	ভালো	পানি নিষ্কাশন/সেচ
		৯	হেতালমারীখালের উপর	নষ্ট	পানি নিষ্কাশন/সেচ
		৬	মল্লিকেরবেড়/গঙ্গাদের খাল-২টা	আংশিক	পানি নিষ্কাশন/সেচ
		১	মাদার দিয়া রাস্তার উপর	আংশিক	পানি নিষ্কাশন/ কৃষি সেচ,জোয়ারের পানি ওঠা-নামা এবং বন্যার পানি সরানোর কাজ
পেড়িখালী	নাই	-	-	-	-
রামপাল	নাই	-	-	-	-
বাইনতলা	নাই	-	-	-	-
বাঁশতলী	নাই	-	-	-	-
ভোজপাতিয়া	নাই	-	-	-	-
গৌরম্ভা	নাই	-	-	-	-
হুড়কা	নাই	-	-	-	-
রাজনগর	১	১	ভেকটমারী খালের গোড়ায়	ভালো	জোয়ারের পানি ওঠা-নামা এবং বন্যার পানি সরানোর কাজ
উজলকুড়	১	৩	ভোলা নদীর মুখে	ভালো	পানি নিষ্কাশন/সেচ
মোট	**৮**				

সংযুক্তি-১১: ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রিজের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ব্রিজ সংখ্যা	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	ব্রিজ/ ওয়ার্ড	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
রামপাল	৭	দাউদ খালী নদীর উপর	৭	কাজ করে	কংক্রিট
		উড়াবুনিয়া খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		তেতুলতলা খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		বয়ের সিং খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		রামপাল খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		উড়াবুনিয়া খালের উপর	-	কাজ করে	কাঠের
		আমতলা হাটের খালের উপর	৯	কাজ করে	লোহা
পেড়িখালী	৩	কাটাখালের উপর	৩	কাজ করে	কংক্রিট
		পুটিমারী আগা খাল	৩	কাজ করে	কংক্রিট
		কুমারখালী খালের উপর	৭	কাজ করে	কংক্রিট
বাইনতলা	৩	গিলাতলা খালের উপর	৩	কাজ করে	কংক্রিট
		একব্বারিয়া খাল	১	কাজ করে	কংক্রিট
		চাকশী খাল	১	কাজ করে	কংক্রিট
বাঁশতলী	৬	কালিগঞ্জ লঞ্জ ঘাটের উপর	৮	কাজ করে	কংক্রিট
		সোরাব মাষ্টারের বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর	৮	কাজ করে	কংক্রিট
		বিসনা নদীর উপর	৬	কাজ করে	কংক্রিট
		তালবুনিয়া দাউদ খালী নদীর উপর	১	কাজ করে	কংক্রিট
		গিলাতলা খালের উপর	৫	কাজ করে	কংক্রিট
		গিলাতরা তেঘরিয়া খালের উপর	৪	কাজ করে	কংক্রিট
ভোজপাতিয়া	৮	বাঁশবাড়িয়া মজিবর সর্দারের বাড়ির পাশের ব্রিজ	৮	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		বাঁশবাড়িয়া উত্তর ব্রিজ	৯	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		পারুল রায়ের বাড়ির পাশের ব্রিজ	৯	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		রোডের হাটের ব্রিজ	১	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		আনার শেখের বাড়ির পাশের ব্রিজ	১	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		জুল হাজীর বাড়ির পাশের ব্রিজ	৬	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		জিয়েলমারী ব্রিজ	৫	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		কালিকাবাড়ির ব্রিজ	৪	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
গৌরম্ভা	২	পশুর নদীর উপর	২	কাজ করে	কংক্রিট
		বর্ণী নদীর উপর	৭	কাজ করে	কংক্রিট
হুড়কা	১০	ঘোলার খাল	-	কাজ করে	কংক্রিট
		গুনা খালের উপর	-	কাজ করে	কাঠের ব্রিজ
		বেলাই খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		পুকুরিয়া খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		ছোট বেলাই খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		কাটাখালী খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		কাটাখালী খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		তেলিখালী খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		নলবুনিয়ার খালের উপর	-	কাজ করে	কংক্রিট
		ঘোলার খাল	-	কাজ করে	কংক্রিট
মল্লিকেরবেড়	৯	সন্নাসী বাজার ব্রিজ	৫,৬	কাজ করে	কংক্রিট
		গোড়াখাল ব্রিজ	৫,২	কাজ করে	কংক্রিট
		উত্তর মল্লিকের বেড়	১,৬	কাজ করে	কংক্রিট
		ডালিপাড়া ব্রিজ	১	কাজ করে	কংক্রিট

ইউনিয়নের নাম	ব্রিজ সংখ্যা	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	ব্রিজ/ ওয়ার্ড	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
		মরিচবুনিয়াব্রিজ-২ টি	৮	কাজ করে	কংক্রিট
		কালিখোলা	৮	কাজ করে	কংক্রিট
		ছোট বায়জুরি	৯	কাজ করে	কংক্রিট
		বড় বায়জুরি	৯	কাজ করে	কংক্রিট
		সন্নাসী বাজার ব্রিজ	৫,৬	কাজ করে	কংক্রিট
রাজনগর	২	ভেকটমারী খালের উপর কাঠের ব্রিজ	১	কাজ করে	কাঠের
		গড়ের খালের উপর কাঠের ব্রিজ	৬	আংশিক	কাঠের
উজলকুড়	১	ভোলা নদীর উপর	৩	আংশিক	লোহা
মোট	৫১				

সংযুক্তি-১২: ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্ট সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	কালভার্ট সংখ্যা	কালভার্ট/ ওয়ার্ড	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
রামপাল	৩	৯, ৭	রামপাল খালের উপর	ভালো	কংক্রিট
		৪	ঝনঝনিয়া নাইলের খালের উপর	ভালো	কংক্রিট
		২	কাদির খোলা গ্রামের রাস্তার উপর	ভালো	কংক্রিট
বাইনতলা	২৬	১	রাস্তার উপর-১	ভাল	কংক্রিট
		২	রাস্তার উপর-৩	১ টি আংশিক	কংক্রিট
		৩	রাস্তার উপর-২	১ টি আংশিক	কংক্রিট
		৪	রাস্তার উপর-২	ভাল	কংক্রিট
		৫	রাস্তার উপর-৩	১ টি আংশিক	কংক্রিট
		৬	রাস্তার উপর-৫	১ টি আংশিক	কংক্রিট
		৭	রাস্তার উপর-২	ভাল	কংক্রিট
		৮	রাস্তার উপর-৩	১ টি আংশিক	কংক্রিট
		৯	রাস্তার উপর-৫	২ টি আংশিক	কংক্রিট
বাঁশতলী	১০	-	তালবুনিয়া মেন রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	তালবুনিয়া ইসলামাবাদ সীমানার রাস্তায়	কাজ করে	কংক্রিট
		-	চন্ডীতলা রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	গিলাতলা দেওয়াল ডাঙ্গার রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	তালবুনিয়া বাদামতলার রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	গিলাতলা মল্লিকের বাড়ির খালের উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	মিত্রাবাদ খালের উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	গিলাতলা সিকদারের বাড়ির সামনে রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	বাঁশতলী চৌধুরীর বাড়ির সামনে খালের উপর	কাজ করে	কংক্রিট
		-	বাঁশতলী প্রাঃ বিঃ সামনে রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
ভোজপাতিয়া	২	৩	কাদের মল্লিকের কালভার্ট	ভালো	কংক্রিট
		১	বড় মিজ্জার ঘেরের পাশে	ভালো	কংক্রিট
গৌরম্ভা	১৭	৩	শ্রীরম্ভা ২টি	কাজ করে	কংক্রিট
		২	গৌরম্ভা ১টি	কাজ করে	কংক্রিট
		১	উত্তর গৌরম্ভা ১টি	কাজ করে	কংক্রিট
		৫	প্রশাদনগর ১টি	কাজ করে	কংক্রিট
		৭	বর্ণী ২টি	কাজ করে	কংক্রিট
		৮	আদাঘাট ৪টি	কাজ করে	কংক্রিট
		৯	চিত্রা ৬টি	কাজ করে	কংক্রিট

ইউনিয়নের নাম	কালভার্ট সংখ্যা	কালভার্ট/ ওয়ার্ড	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
হুড়কা	৪	৮	চাড়াখালী রাস্তায়	পাকা (ভাল)	কংক্রিট
		৯	ঘোলার ডাঙ্গা রাস্তা	আংশিক ভাল	কংক্রিট
		৭	গজগজিয়া রাস্তা	ভাল	কংক্রিট
		৩	পাকা রাস্তার উপর	ভাল	কংক্রিট
মল্লিকেরবেড়	১৬	৪	হাজীপাড়ারাস্তার উপর-২ টি	ভাল	কংক্রিট
		৫	বড় সন্নাসীরাস্তার উপর-২টি	ভাল	কংক্রিট
		৪	সিউলিবাড়ি রাস্তার উপর-২টি	ভাল	কংক্রিট
		৫,৮	শনির বাজার রাস্তার উপর-২ টি	ভাল	কংক্রিট
		৮	বোরাই তালরাস্তার উপর	ভাল	কংক্রিট
		৮	তালতলা স্কুল সংগলগ্ন	ভাল	কংক্রিট
		৬	মাদাদিয়া রাস্তার উপর	ভাল	কংক্রিট
		১	জামালের বাড়ির পাশে	ভাল	কংক্রিট
পেড়িখালী	-	-	-	-	-
রাজনগর	১০	৬	কালেখার বেড়	কাজ করে	কংক্রিট
		৬	গড়ের ডর	কাজ করে	কংক্রিট
		৭	তালতলাবেলায়	কাজ করে	কংক্রিট
		৪	কালেখার বেড় উত্তর পাড়া বড়	কাজ করে	কংক্রিট
		৪	কালেখার বেড় উত্তর পাড়া ছোট	কাজ করে	কংক্রিট
		৩	কুচিয়ার খাল বড়	কাজ করে	কংক্রিট
		৩	বুজবুনিয়া রাস্তার ছোট	কাজ করে	কংক্রিট
		৩	ঘ্যাদার রাস্তার ছোট	কাজ করে	কংক্রিট
		৩	রাজনগর অভিমুখের রাস্তা বড়	কাজ করে	কংক্রিট
		৯	ম্যাড়ার ডাঙ্গা রাস্তার উপর	কাজ করে	কংক্রিট
উজলকুড়		নাই	-	-	-
মোট	**৯৭**				

সংযুক্তি-১৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচ বিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন	নাই	-	-	২	৮	বিদায়ে শিকদারের বাড়ি হতে খালেক শেখের বাড়ি পর্যন্ত	৮	৩২	>বারীক গাজীর বাড়ি হতে খালেক হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত, >বাঁশবাড়িয়া শংকর মাষ্টারের বাড়ির পূর্ব সিমানা হতে মিরাখালী পাকা রাস্তা পর্যন্ত, >চন্দ্রাখালী আরিফ বেল্লার দোকান হতে আকবর শেখের বাড়ি পর্যন্ত, >বাবলু হালদারের বাড়ি হতে ইছাফদুল শেখের বাড়ি হইয়া জিয়েলমারী ব্রিজ পর্যন্ত, >ভোজপাতিয়া মুনসুর মাষ্টারের বাড়ির পূর্ব সীমানা হতে সিদ্দিক খাঁর বাড়ি পর্যন্ত, >চন্দ্রাখালীর উত্তর মাথা হতে ইউসুপের মোড় পর্যন্ত, > ভোজপাতিয়া বাজার হতে পেড়িখালী ইউনিয়নের সীমানা ভেড়িবাঁধ পর্যন্ত, >ইছাদুল শেখের বাড়ি হয়ে জিয়েলমারী ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা
রামপাল সদর	২	১৬	১. ভাগাবাজার হতে চিত্রা , ২. ভাগা বাজার হতে রামপাল উপজেলা	২২	৩৯	১. উড়াবুনিয়া গ্রাম হতে উড়াবুনিয়া খালের গোড়া পর্যন্ত, ২. কাকড়াবুনিয়া গ্রাম হতে আগামাথা পর্যন্ত, ৩. রামপাল খালের পূর্বপার হতে কামরাঙ্গা গ্রাম পর্যন্ত, ৪. খামখেয়ালি মোড় হতে শ্রীফলতলা, ৫. শ্রীফলতলা হতে নিউমার্কেট, ৬. বালক মুন্দির মাজার হতে সর্দার বাড়ি, ৭. শ্রীফল তলা কুন্ডু পাড়া হতে মধ্য ডাঙ্গা,	২০	৪০	>টেংরামারী গ্রামের ১.৫ কি:মি: রাস্তা >পশ্চিম পিপুলবুনিয়া গ্রামের ২ কি:মি: রাস্তা >সুলতানিয়া ও পেপুলবুনিয়া সীমানার ১কি:মি: রাস্তা >নদীরহুলা ২কি:মি: রাস্তা >বেতকাটা গ্রামের .৫কি:মি: রাস্তা >হাতির বেড় ১ কি:মি: রাস্তা >ঝনঝনিরয়া শ্রীফলতলা চর ১.৫ কি:মি: রাস্তা >আলিরদরগা ইটের সলিং হতে শ্রীকলস পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা >ওড়াবুনিয়া গ্রামের ১.৫ কি:মি: রাস্তা

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচ বিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
						৮. ঝনঝনিয়া বাজার হতে শ্রীফলতলা আশ্রয়কেন্দ, ৯. ঝনঝনিয়া শিমুলের দোকান হতেবিশ্বাস পাড়া, ১০. ঝনঝনিয়া বাশের হাট হতেজুলফিকারের বাড়ি পর্যন্ত, ১১. গাববুনিয়া হাসান সাহেবের বাড়ি হতে মোল্লা বাড়ি পর্যন্ত, ১২. শাবুলতা হতে ঝনঝনিয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত, ১৩. বেতকাটা গ্রাম হতে মন্দির পর্যন্ত, ১৪. ভাগা গ্রাম হতে মালিডাঙ্গা, ১৫. পশ্চিম ভাগা হতে পংথি গ্রাম পর্যন্ত, ১৬. ছোট নবাবপুর হতে পশ্চিম দিকে, ১৭. পেপুলবুনিয়া হতে সুলতানিয়া, ১৮. কাদের খোলা হতে কাষ্টবাড়িয়া, ১৯. কোদের খোলা হতে নদীরহুলা ২০. বুথির হাট হতে টেংরাখালী, ২১. মজিদ দারোয়ান বাড়ি হতে শ্রীকলশ এবং ২২. সুলতানিয়া জামে মসজিদ হতে ইনতাজের বাড়ি			
বাইনতলা	১	৫		৩	৯		৫	২১	>কাশিপুর দক্ষীণ পাড়ার নাছির মেম্বরের বাড়ি হতে শাহাজান শেখের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কিঃমিঃ রাস্তা >কাশিপুর আলম শেখের বাড়ি হতে সোলাকুড়ার রাস্তার মুখ পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচবিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
বাঁশতলী	৩	১৩	১. তালবুনিয়া ব্রিজ হতে সুন্দরপুর ব্রিজ ২. গিলাতলা বাজার হতে বাঁশতলী চেয়ারম্যান বাড়ি ৩. ইসলামাবাদ ইউপি অফিস হতে সোলাকোড়ামি	৪৫	৫৫		৬০	৫৫	>চন্ডিতলা মোড় হতে তালবুনিয়া উত্তরপাড়া স:প্রা:বি: পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা (১নং ওয়ার্ড) >তালবুনিয়া চর হতে বাইনতলা খালের গোড়া পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা (১নং ওয়ার্ড) >মতলেবের বাড়ি হতে আজমের বাড়ি পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা (২নং ওয়ার্ড) >বড়দিয়া সাইক্লোন হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত ৩কি:মি: রাস্তা (২নং ওয়ার্ড) >কালামের বাড়ি হতে ভরত মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত ২.৫কি:মি: রাস্তা (২নং ওয়ার্ড) >আরশাব তালুকদারের বাড়ি হতে গৌরনাথের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কি:মি: রাস্তা (৩নং ওয়ার্ড) >কৃষ্নর বাড়ি হতে তৈয়েব আলির বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা (৩নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা মেইন রাস্তা হতে বড় পুকুরপাড় দিয়ে ধিমান বাবুর বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা (৪নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা হালদার বাড়ির মেইন রাস্তা হতে >আকরাম গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা (৪নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা মেইন রাস্তা হতে আফরোজার বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা (৬নং ওয়ার্ড) >সুন্দরপুর মেইন রাস্তা হতে কালিচরন রায়ের বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা (৬নং ওয়ার্ড) >ঝিলের ঘাট হতে নলবুনিয়ার খাল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট সহ ১কি:মি: রাস্তা (৭নং ওয়ার্ড) >বাঁশতলী মুজিবনগর জামে মসজিদ হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত ১.৫কি:মি: রাস্তা(৭নং ওয়ার্ড) >গাড়ামারা খাল হতে বাঁশতলী খাল পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা (৭নং ওয়ার্ড)

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচ বিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
									>বাঁশতলী আশ্রয়ন প্রকল্প হতে নলবুনিয়া খাল পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা (৮নং ওয়ার্ড) >বাঁশতলী পূর্ব পাড়া হাদি শেখের বাড়ি হতে দাড়ার খাল পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা(৮নং ওয়ার্ড) >গজালীয়া খাল হতে মদনাখালি গ্রাম পর্যন্ত ২কি:মি: রাস্তা (৯নং ওয়ার্ড) >জাহিদ শিকদারের বাড়ি হতে রফিকের বাড়ি পর্যন্ত .৫কি:মি: রাস্তা (৯নং ওয়ার্ড) >গিলেতলা হাজি আরিফ বালিকা বিদ্যালয় হতে মাজেদ গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫কি:মি: রাস্তা (৫নং ওয়ার্ড)
গৌরম্ভা	১	৮	১) ভান্ডারকোট ব্রিজ হতে নতুন হাট	১০	১৮	১. শ্রীরম্ভা ৩কি.মি, ২নং ওয়ার্ড, ২. জুলহাস মেম্বরের বাড়ি হতে ভান্ডারকোট ব্রিজ, ৩. ১ নং ওয়ার্ডে ২ কি.মি, ৪. ৪ নং ওয়ার্ডে ১ কি.মি, ৫. বর্ণী ব্রিজ হতে রাজনগর সীমানা পর্যন্ত ৪ কি.মি, ৬.বর্ণী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ভ্যাকটমারী খাল ভায়া কাপাশডাঙ্গা চার ৩ কি.মি, ৭. ৭ নং ওয়ার্ড বর্ণী ৩ কি.মি, ৮. ৮ নং ওয়ার্ড আদাঘাট ২ কি. মি, ৯. ৯ নং ওয়ার্ড ৪ কি. মি, ১০. কাপাশডাঙ্গা হতে কৈগর্দাসকাঠি ৪ কি.মি.	৩	২১	> কাঠি খেয়াঘাট ৪ কি.মি বাকি সব বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিত্রা শংকরণগর কাঁচা ৩ কি.মি. >রাজনগর চালিতা খালি খালের গোড়ার কালভার্ট হতে সলিতা খালির খালের গোড়া পর্যন্ত ১ নং ওয়ার্ড ,২ কি:মি: >রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বুজবুনিয়া ত্রিমহনী বটতলা পর্যন্ত ৩নং ওয়ার্ড ,১ কি:মি; >কালেখার বেড় বসন্ত হালদারের পুকুর পাড়ের রাস্তা হতে ত্রিমহনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৫নং ওয়ার্ড় ২ কি:মি:
হড়কা	১	২	১) গুরাই ব্রিজ হতে ইউনিয়ন পরিষদের মাঝামাঝী	৯	১৫	১. বগুড়ার খেয়াঘাট হতে ঝলমলিয়া দিঘী, ২. ঝলমলিয়া দিঘী হতে ঘোলার খালের ব্রিজ,	৩	২২	>নলবুনিয়া ব্রিজ হতে দক্ষীন মাথা পর্যন্ত, > চৌকিদার বাড়ি থেবে নলবুনিয়া রাস্তা, >বাড়ইবাড়ি হতে নলবুনিয়া আগাখাল পর্যন্ত >১ নং দোলখোলা হতে ৩ নং গাজীবাড়ি

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচ বিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
						৩. হুড়কা মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ঘোলার খালের ব্রিজ, ৪. ঝলমলিয়া দিঘী হতে চাড়াখালী খেয়াঘাট, ৫. বগুড়ার খেয়াঘাট হতে দোয়ানির কুল, ৬. বাবুর বাড়ি হতে তালতলা বেলাই, ৭. নলবুনিয়া ব্রিজ হতে বাবুর বাড়ি, ৮. বগুড়ার খেয়াঘাট হতে বেলাই ব্রিজ পর্যন্ত আংশিক, ৯. তেলিবাড়ি ব্রিজ হতে গজগজিয়ার			পর্যন্ত ১কি:মি: >কাঠামারী প্রতাপহালদারের বাড়ি হতে নলবুনিয়া খাল পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >হুড়কা প্রধান সড়ক হতে ডাকুয়া বাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >ইউনিয়ন পরিষদ হতে ডাকুয়াবাড়ি অভিমুখ পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >ডাকুয়াবাড়ি হতে নলবুনিয়া কেয়ার এর রাস্তা পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >বেলাই ব্রিজ হতে দোয়ানিয়া ব্রিজ পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >বাবুরবাড়ি হতে ভেকটমারী রাস্তা বেলাই ব্রিজ পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >নলবুনিয়অ অমিতোষের বাড়ি হতে ভেকটমারী হালদারবাড়ি পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >কাঠামারী ইকরাম সাহেবের জমির সীমানা হতে সরদার বাড়িপর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >বগুড়া হতে পারিবারিক স্বাস্থ্য পর্যন্ত ১কি:মি: রাস্তা >উওর হুড়কা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সুনীল মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা >হুড়কা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রিয়ং মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা >নলবুনিয়া ব্রিজ হতে নলবুনিয়া খালের সীমানা পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা >নলবুনিয়া সুশান্ত মন্ডলের বাড়ি হতে প্রতাপ মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা >৯ নং ওয়াডের আকরামের বাড়ি হতে গাউসমোল্লার বাড়ি পর্যন্ত ১ কি:মি: রাস্তা
মল্লিকেরবেড়	৩	১০	১. শিউলি বাড়ি হতে আউলিয়াবাজার ২. আউলিয়াবাজার হতেসন্নাসী বাজার	১	৮	টোটাল ভেড়িবাঁধ	১২	২২	> আলামিনের দোকান হতে আব্দুল হাই এর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > আব্দুর রহমানের বাড়ি হতে করনীর মজিদ এর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচ বিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
			৩. সন্নাসী বাজার হতে মল্লিকের বেড় নতুন বাজার						> হক আলী হাওলাদারের বাড়ি হতে মালেক মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা > নজরুল হাওলাদারের বাড়ি হতে আজিজ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ রাস্তা > এলজিইডি রাস্তা হতে হারুন আকুনজীর বাড়ি পর্যন্ত ০.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > মাটির কিল্লা হতে আলো গাজীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > ছোট সন্যাসী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে তৃমুখী সংযোগ সড়ক ২ কিঃমিঃ রাস্তা > কালীখোলা ব্রিজ হতে তৃমুখী সংগোক সড়ক পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ (৮ নং ওয়ার্ড) > সেলিমের বাড়ি হতে রুহুল শেখের বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ (১নং ওয়ার্ড) > তালতলা হতে সুলতানের বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > মল্লিকেরবেড় ব্রিজ হতে মাধবমৃধার কাটাখাল পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > ইউসুফের বাড়ি হতে কামরুলের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ রাস্তা > তালুকদারপাড়া ক্লিনিক হতে এলজিইডি রাস্তা পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > কালীখোলা ব্রিজ হতে আইডব্লিইটি রাস্তা পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ রাস্তা
পেড়িখালী	৩	৬	১. পেড়িখালী খেয়াঘাট হতে দক্ষীণ পেড়িখালী, ২. জহুর শেখের বাড়ি হতে পেড়িখালী আবাসন, ৩. পুটিমারী ব্রিজ হতে শিঙ্গাড়বুনিয়া স্কুল	৪	৮	১. ফুলপুকুর হতে পূর্ব দিকে পেড়িখালী সীমানা, ২. নিখিল মেম্বরের বাড়ি হতে শিঙ্গাড়বুনিয়া, ৩. ইউনুস মাঝীর বাড়ি হতে তৈয়বুর রহমান মাঝীর বাড়ি,	১৪	৩৯	১. পুটিমারী ব্রিজ হতে দোয়ানিয়ার খাল, ২. মালেক ফারাজীর বাড়ি হতে কাদের শেখের বাড়ি, ৩. তোরাব সরদারের বাড়ি হতে রমজায়পুর রাস্তা পর্যন্ত, ৪. কামরুল শেখের বাড়ি হতে কাঠালী খেয়া

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচ বিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
						৪. তৈয়বুর রহমান মাঝীর বাড়ি হতে বড়কাঠালী ঈদগাহ			ঘাট, ৫. পেড়িখালী মোংলা মেইন রোড হতে আজমল ইজারদারের বাড়ি , ৬. জিগিরমোল্লা খালের চার হতে হাজীর খেয়াঘাট ভায়া আলাউদ্দিনের বাড়ি, ৭. বাঁশতলী ইউনিয়ন সীমানা হতে রামপাল সীমানা খালের ফারাজী বাড়ি, ৮. পুটিমালী ব্রিজ হতে মজিদ শেখের বাড়ি, ৯. সিঙ্গাড়বুনিয়া কাঁচারী পুকুর হতে মুকুন্দ মন্ডলের বাড়ি, ১০. রাজেন বসুর বাড়ি হতে রমজায়পুর খেয়াঘাট, ১১. জি.সি. সড়ক হতে জিগিরমোল্লা কামরুল শেখের বাড়ি
রাজনগর	নাই			২	৪	১. ঠাকুরানী দিঘির পাড় হতে বুজবুনিয়া বাজার পযর্ন্ত, ২. আক্কেল চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে দক্ষিনে পুটিমারি পযর্ন্ত	৪	২২	১. ঠাকুরাণীর দিঘির পশ্চিম পাড় হতে বুজবুনিয়া পাকা রাস্তআ পযর্ন্ত, ২. কালেকারবেড় ছোট দুর্গাপুর হতে বড় দুর্গাপুর পাকা রাস্তা পযর্ন্ত, ৩. পারদিঘির পাড় প্রাঃ বিঃ হতে রাজনগরের পাকা রাস্তা পযর্ন্ত, ৪. বড় দুর্গাপুর যোয়াদ্ধার বাড়ি হতে কুচিয়া খালের বাধ পযর্ন্ত
উজলকুড়	২	২০		৫	১৬		৬	৩২	>হাছানের দোকান হতে জাফর মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত, ১ কিঃমিঃ রাস্তা >আ: মালেক আকুন্জির বাড়ি হতে লতিফ ফরাজির বাড়ি পর্যন্ত, ১ কিঃমিঃ রাস্তা >ইকবলের বাড়ি হতে সোরাব বিস্বাসের বাড়ি পর্যন্ত, ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা > শিবনগর খিলাফত তরফদারের বাড়ি হতে শাহজাহানের বাড়ির অভিমুখে- ৭ নং ওয়ার্ড- ২ কি:মি: রাস্তা ।

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কি.মি.)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচবিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কি.মি.)	এইচবিবি রাস্তার নাম ও অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কি.মি.)	কাঁচা রাস্তার নাম ও অবস্থান
									> ধলদা পানির পাম্প হতে নিরেণ কুন্ডুর বাড়ি পর্যন্ত- ১.৫ কি:মি: রাস্তা > কদমদি মতলেব মাওলানার বাড়ি হতে আ: রশিদের বাড়ি পর্যন্ত- ২ কি:মি: রাস্তা > চাঁদপুর স্কুলের সামনে হতে অনিমা মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত- ২ কি:মি রাস্তা, ৫ নং ওয়ার্ড। > চাঁদপুর খয়রাতুল্লা আকুনজীর বাড়ি হতে ভায়া চাঁদপুর স্কুল হইয়া আব্দুল আজিজের মসজিদ পর্যন্ত- ২ কি:মি: রাস্তা (৫ নং ওয়ার্ড)।
মোট	১৫	১০৪		১০০	১২৫		১৫৫	৪১৬	

সংযুক্তি-১৪: ইউনিয়ন ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	শ্যালোমেশিন সংখ্যা
রামপাল	৭০
বাইনতলা	৩৫
বাঁশতলী	৮০
ভোজপাতিয়া	২০-২৫
গৌরম্ভা	৭০
হুড়কা	১৮
মল্লিকেরবেড়	৮০
পেড়িখালী	২০
রাজনগর	৫
উজলকুড়	৫০
মোট	**৪২৮**

সংযুক্তি-১৫: ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

হাট-বাজার						
ইউনিয়নের নাম	হাটের সংখ্যা	হাটের নাম	হাটের/ ওয়ার্ড নং	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্যা (প্রায়)	সমিতি সংখ্যা
রামপাল	৬	ঝনঝনিয়া বাজার	৪	শনিবার, বুধবার	২৫	বাজার সমিতি
		শ্রীফলতলা বাজার	৭,৮	রবিবার, বৃস্পতিবার	২৫	বাজার সমিতি
		রামপাল বাজার	৯	সাতদিন	৩৫	বাজার সমিতি
		ভাগা বাজার	৫	শক্রবার, মঙ্গলবার	৪৫	বাজার সমিতি
		চেয়ারম্যানের মোড়বাজার	৯	সাতদিন	৩৫	বাজার সমিতি
		কাদিরখোলা বাজার	২	শনিবার, সোমবার	২০	বাজার সমিতি
বাইনতলা	২	সাকসি বাজার	১	শুক্র, মঙ্গল	৬০	হাট সমিতি
		কুমলায় পবন তলা	৬	শনি,বুধ	৩০	নাই
বাঁশতলী	২	গিলাতলা	৫	-	৩১	হাট সমিতি
		কালিগঞ্জ	৮	সোম, বৃহঃ, রবি	২৭	নাই
ভোজপাতিয়া	১	বেতকাটা বোর্ডের বাজার	১	শুক্র ও মঙ্গল বার	৪০	নাই
গৌরম্ভা	৩	গৌরম্ভা বাজার	১	সোম ও বৃহস্পতি	৬০	হাট সমিতি
		নতুন হাট	৯	মঙ্গল ও শুক্র	৮৫	হাট সমিতি
		বুজবুনিয়া বাজার	৯	বুধ ও শনি	২৫	হাট সমিতি
হুড়কা	১	গুনাই ব্রিজ	৩	সোম, শুক্র	৫৫	নাই
মল্লিকেরবেড়	৪	**আওলিয়া বাজার**	৮,২	শনিবার ও মঙ্গলবার	৮০	হাট সমিতি
		বড় সন্ন্যাসী বাজার	৫	সোমবার ও বৃহসপতিবার	৭০	হাট সমিতি
		মাদ্রাসার বাজার	১	শুক্রবার	৩৫	নাই
		রাস্তার উপরের হাট	৬	রবিবার ও বুধবার	২৫	নাই
পেড়িখালী	৩	পেড়িখালী বাজার/হাট	১	শুক্র ও মঙ্গল	১২০	হাট সমিতি
		বড় কাঠালী হাট	৯	শনি ও মঙ্গল	৭০	নাই
		ডাকরা হাট	৭	বুধ	৫০	নাই
রাজনগর	৩	ভগবানের হাট	৪	মঙ্গল, শুক্র	১৫	নাই
		কালেখার বেড় ঠাকুরানী দিঘিপাড় হাট /ছগার হাট	৯	বৃহ , রবি	৩০	হাট সমিতি আছে
		কালিপ্রাসাদ ব্রিজ হাট	৮	বুধ, শনি	৫	নাই
উজলকুড়	২	পোলেরহাট বাজার	৭	শনি,সোম ও বুধ	৫০	নাই
		ফয়লারহাট	৩	রবি ও বৃহস্পতি	৪৫	নাই
মোট	২৭				১১৪৮	

সংযুক্তি-১৬: ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘরবাড়ি পরিসংখ্যান

ঘরবাড়ি						
ইউনিয়নের নাম	**মোট বাড়ি**	**কাঁচা**	**আধা পাকা**	**পাকা**	**গৃহহীন**	**অন্যের জমিতে বাড়ি**
রামপাল	৬২৩২	৫১১১	৬২৩	১২৫	-	-
বাইনতলা	৩৫৬৮	৫৪০০	২৮০	৭৪	-	-
বাঁশতলী	৭০০০	৩৩৩২	১৩০	২৬	-	-
ভোজপাতিয়া	৩৪৯২	২০৬১	১৫০	৩৫	-	-
গৌরম্ভা	২১৪৭	৩৬২২	৭৫	৩৬	-	-
হুড়কা	৩৯৩৬	১৪৮০	৪৬	৩১	-	-
মল্লিকেরবেড়	১৫৫৮	২৫৯০	১৯৯	৫৭	-	-
পেড়িখালী	২৮৫০	৩০১৬	১০৭	৭২	-	-
রাজনগর	২৪১৯	৪৫২৯	৬৩১	৫৭	-	-
উজলকুড়	৫৮৯১	৪৮৫০	২৩৫	৫৯	-	-
মোট	**৩৯০৯৩**	**৩৫৯৯১**	**২৪৭৬**	**৫৭২**	**০**	**০**

সংযুক্তি-১৭:   ইউনিয়ন ভিত্তিক খাবার পানির উৎস এর পরিসংখ্যান

পানির উৎস										
ইউনিয়নের নাম	অগভীর নলকুপ সংখ্যা	গভীর নলকুপ সংখ্যা	পুকুর সংখ্যা	বৃষ্টি ধারক সংখ্যা	ড্রামের পানি (সংখ্যা)	অগভীর নলকুপ ভালোর সংখ্যা	অগভীর নলকুপ নষ্টের সংখ্যা	গভীর নলকুপ ভালোর সংখ্যা	গভীর নলকুপ নষ্টের সংখ্যা	নলকুপ বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা	কত % অধিবাসী নলকুপ পানি ব্যবহার করে
রামপাল	২৯৪	২৯৭	৫৮	২	-	১১৩	৩৮	২৯৪	৩	৩১৮	৫০%
বাইনতলা	২৯২	২৯৩	৮	০	-	৬৮	২১	২৯২	১	৭০	৫০%
বাঁশতলী	১২১	১৪৭	৪	১	-	৯৪	২৭	১৪৭	০	৩৫৫	৫০%
ভোজপাতিয়া	৪২	১	-	৬	-	২৪	১৮	১	০	-	৫%
গৌরম্ভা	১৪১	২২৪	৩	০	-	১২৫	১৬	২২২	২	৭৫	৩০%
হুড়কা	৪০	৪১	১	২	-	২০	৬	৪০	১	২২	৩০%
মল্লিকেরবেড়	৬৭	৬	১৫	৯	-	৫০	১৭	৫	১	৪	১%
পেড়িখালী	০	১	১	৫	-	৯০	১৬	০	১	-	০%
রাজনগর	১১৫	১১৯	২	০	-	২৭	৭	১১৫	৪	৬	৫%
উজলকুড়	৪৩২	৪৭২	-	০	-	৩৪৪	৮৮	৪৬৭	৫	-	-
মোট	**১২১৯**	**১৬০১**	**৯২**	**২৫**	**০**	**৯৫৫**	**২৬৪**	**১৫৮৩**	**১৮**	**৮৫০**	

সংযুক্তি-১৮: ইউনিয়ন ভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	অস্বাস্থ্যকর পায়খানা (খোলা/কাচাঁ)	স্বাস্থ্যকর পায়খানা (কাঁচা)	স্বাস্থ্যকর পায়খানা (পাকা)	মোট	বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা	বন্যার সময় কতগুএলা ব্যবহার উপেযাগী থাকে	কত % অধিবাসী এই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে
রামপাল	২৯৬	৫৩২৮	২৯৬		৩৫৫২	৩৫৫২	৯৫%
বাইনতলা	৫৫০	৪৮৬০	৯০		৩৩০০	৩৩০০	৯০%
বাঁশতলী	১০৮	১৯৭২	৭২		৮৬০	৮৬০	৯৫%
ভোজপাতিয়া	২৬০	২২৯০	৫০		১১০০	১১০০	৯০%
গৌরম্ভা	১৯৬	৩৭০৪	৩৬		১৫৭৫	১৫৭৫	৯৫%
হুড়কা	১৪৮	১৩০৯	২৩		৫৯২	৫৯২	৯০%
মল্লিকেরবেড়	১৩৯	২৫৯৮	৫৭		৮৩৭	৮৩৭	৯৫%
পেড়িখালী	১৬৯	৩১৩১	৮৯		১৩৫৫	১৩৫৫	৯৫%
রাজনগর	২৫৫	২২৪৫	৫০		১০২০	১০২০	৯০%
উজলকুড়	২৮০	৫০৩৭	২৭৯		২২৩৮	২২৩৮	৯৫%
মোট	**২৪০১**	**৩২৪৭১**	**১০৪২**	**৩৫৯১৭**	**১৬৪২৯**	**১৬৪২৯**	**৯৩.৩৩%**

সংযুক্তি-১৯: ইউনিয়ন ভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	ঘুর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
রামপাল	সরকারী	রামপাল সঃ প্রাঃ বিঃ	১৪০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		শ্রীফলতলা সঃ প্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		গাববুনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		ঝনঝনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২৫	৫	৪	ব্যবহার হয়
		কিসমত ঝনঝনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২৫	৫	৪	ব্যবহার হয়
		বেতকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		হাতির বেড় সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		কামরাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		টেংরাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		শ্রীকলস সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	১	ব্যবহার হয়
		কাদির খোলা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	২	ব্যবহার হয়
		কাষ্ঠবাড়িয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	১	ব্যবহার হয়
		পিপুল বুনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		জয়নগর সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		টেংরামারি সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		দক্ষিন শ্রীফলতলা সঃ প্রাঃ বিঃ	১১০	৫	৭	ব্যবহার হয়
বাঁশতলী	সরকারী	তালবুনিয়া সঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৫	১	ব্যবহার হয়
		মিত্রাবদ রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৫	১	ব্যবহার হয়
		তালবুনিয় উত্তর পাড়া রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৫	১	ব্যবহার হয়
		হাজী আরিফ সঃপ্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	২	ব্যবহার হয়
		দক্ষিণ পাড়া রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	২	ব্যবহার হয়
		ইসলামাবাদ চন্ডীতলা সঃপ্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		চন্ডীতলা রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	২	ব্যবহার হয়
		হাওলাদার পাড়া রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	৪	ব্যবহার হয়
		তেঘরীয়া রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	৪	ব্যবহার হয়
		গিলাতলা সঃপ্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		সুন্দরপুর সঃপ্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		সুন্দরপুর রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	৮	ব্যবহার হয়
		পশ্চিম বাঁশতলী সঃপ্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	৭	ব্যবহার হয়
		মুজিবনগর চর বাঁশতলী রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	৭	ব্যবহার হয়
		বাঁশতলী সঃপ্রাঃ বিঃ	১৩০	৫	৭	ব্যবহার হয়
		শিকদার পাড়া রেঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	৯	ব্যবহার হয়
		পূর্ব উত্তর পাড়া সঃপ্রাঃ বিঃ	১১০	৪	৯	ব্যবহার হয়
বাইনতলা	সরকারী	দুরগাপুর সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		আলীপুর কাশিপুর সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	২	ব্যবহার হয়
		চাকশ্রী সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	১	ব্যবহার হয়
		বারুইপাড়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		তেলিখালী সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		সগুনা সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		আমতলা সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		শোলাকুড়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	২	ব্যবহার হয়
		কাশিপুর সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		পবনতলা সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		কুমলাই সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		সগুনা সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়	১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		কুমলাই দক্ষিন পাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		কাশিপুর দক্ষিন পাড়া প্রাঃ বিঃ	১২০	৪	২	ব্যবহার হয়

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	ঘুর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
ভোজপাতিয়া	সরকারী	হাজী জোনাবালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		চন্দ্রাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৭	ব্যবহার হয়
		বেতকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		জিয়েলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		কালিকাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৪	ব্যবহার হয়
		দক্ষীণ বেতকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		মিরাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		বাঁশবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
গৌরাম্ভা	সরকারী	গৌরম্ভা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	১নং	ব্যবহার হয়
		দ. পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	২নং	ব্যবহার হয়
		দিলখোলা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	২নং	ব্যবহার হয়
		পূর্ব পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৩ নং	ব্যবহার হয়
		শ্রীরম্ভা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৪ নং	ব্যবহার হয়
		কাপাশডাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৪ নং	ব্যবহার হয়
		কৈগর্দাসকাঠী সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৫ নং	ব্যবহার হয়
		প্রসাদনগর সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৬ নং	ব্যবহার হয়
		সায়রাবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৭ নং	ব্যবহার হয়
		বর্ণী বয়েজ সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৭ নং	ব্যবহার হয়
		বর্ণী বালিকা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৮ নং	ব্যবহার হয়
		আদাঘাট সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৯ নং	ব্যবহার হয়
		চিত্রা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৯ নং	ব্যবহার হয়
		সোনাকুড় সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	১নং	ব্যবহার হয়
হুড়কা	সরকারী	হুড়কা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		উত্তর হুড়কা সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		ভ্যাকটমারী সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	২	ব্যবহার হয়
		গাজীখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	-	ব্যবহার হয়
		নলবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	-	ব্যবহার হয়
		নলবুনিয়া রেজিষ্টার্ড প্রাঃ বিঃ	৯০	৪	৭	ব্যবহার হয়
		গাজীখালী রেজিষ্টার্ড প্রাঃ বিঃ	৯০	৪	৩	ব্যবহার হয়
		ছিদামখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ।	১২০	৪	-	ব্যবহার হয়
মল্লিকেরবেড়	সরকারী	মল্লিকেরবেড় সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	১	ব্যবহার হয়
		পশ্চিম মল্লিকেরবেড় সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	২	ব্যবহার হয়
		বড় সন্ন্যাসী সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৮	হয় না
		বড় সন্ন্যাসী হাজিপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৪	ঝুকিপূন
		ছোট সন্ন্যাসী সঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
		দক্ষিন সন্ন্যাসী রেঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৭	ব্যবহার হয়
		মাদারদিয়া রেঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		তালুকদার পাড়া রেঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		মাতৃমঞ্জল রেঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		বড় সন্ন্যাসী উত্তরপাড়া রেঃ প্রাঃ বিঃ	১২০	৫	৪	ব্যবহার হয়
পেড়িখালী	সরকারী	পেড়িখালী সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	১	ব্যবহার হয়
		ফুলপুকুরিয়া সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		সিংগাড়বুনিয়া সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	৪	ব্যবহার হয়
		আড়ুয়াডাঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		রমজায়পুর সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	৫	ব্যবহার হয়
		ডাকরা সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	৭	ব্যবহার হয়
		বড় কাঠালী সঃপ্রাঃবিঃ	১১৫-১২০	৫	৯	ব্যবহার হয়
রাজনগর	সরকারী	রাজনগর কালিকাপ্রসাদ সঃপ্রাঃবিঃ।	১১০-১৩০	৫	৩	ব্যবহার হয়
		কালেখারবেড় সঃপ্রাঃবিঃ।	১১০-১৩০	৫	৬	ব্যবহার হয়

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	ঘুর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
		রাজনগর সঃপ্রাঃবিঃ।	১১০-১৩০	৫	৭	ব্যবহার হয় না
		বুজবুনিয়া রেজিঃপ্রাঃবিঃ।	৭০-৮০	৪	৩	ব্যবহার হয় না
		বড়দুর্গাপুর পার দিঘিরপাড় রেজিঃপ্রাঃবিঃ	৭০-৮০	৪	৮	ব্যবহার হয় না
		রাজনগর দক্ষিনপাড়া রেজিঃপ্রাঃবিঃ।	৭০-৮০	৪	৯	ব্যবহার হয় না
		কালেখারবেড় ত্রিমোহনী রেজিঃপ্রাঃবিঃ।	৭০-৮০	৪	৫	ব্যবহার হয় না
		বড়দুর্গাপুর মধ্যপাড়া রেজিঃপ্রাঃবিঃ।	৭০-৮০	৪	৯	ব্যবহার হয় না
		কালেখারবেড় পূর্বপাড়া রেজিঃপ্রাঃবিঃ।	৭০-৮০	৪	৫	ব্যবহার হয় না
		বড়দুর্গাপুর দক্ষিনপাড়া রেজিঃপ্রাঃবিঃ।	৭০-৮০	৪	১	ব্যবহার হয়
উজলকুড়	সরকারী	সোনাতুনিয়া সঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		সোনাতুনিয়া বাঃসঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১২৫	৫	৮	ব্যবহার হয়
		বড়নবাবপুর সঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	৭	ব্যবহার হয়
		তুলশিরাবাদ সঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১২৫	৫	৭	ব্যবহার হয়
		উজলকুড় সঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		উজলকুড় প্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	৬	ব্যবহার হয়
		ভূইয়ারকান্দর সঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	৮	ব্যবহার হয়
		ফয়লাহাট সরকারী প্রাঃ বিঃ	১২০-১২৫	৫	৩	ব্যবহার হয়
		হোগলডাঙ্গাগা সরকারী প্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	২	ব্যবহার হয়
		ফয়লা আর্দশগ্রাম সঃপ্রাঃ বিঃ	১২০-১২৫	৫	৩	ব্যবহার হয়
		দেবীপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ	১২০-১২৫	৫	৯	ব্যবহার হয়
		গোবিন্দপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৫	১	ব্যবহার হয়
		রনসেন সরকারী প্রাঃ বিঃ	১২০-১২৫	৫	৪	ব্যবহার হয়
রামপাল	মাধ্যমিক /বেসরকারী	রামপাল গালস স্কুল	১৬০-১৭০	১০	৯	ব্যবহার হয়
		শ্রীফলতলা মাঃ বিঃ	১৮০-২০০	১০	৮	ব্যবহার হয়
		ঝনঝনিয়া মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	১০	৪	ব্যবহার হয়
		বেতকাটা মাঃ বিঃ	১৩০-১৪০	৯	৫	ব্যবহার হয়
		কাদিরখোলা মাঃ বিঃ	১৩০-১৪০	৯	২	ব্যবহার হয়
		জয়নগর মাঃ বিঃ	১৩০-১৪০	৯	৩	ব্যবহার হয়
বাঁশতলী	মাধ্যমিক /বেসরকারী	চন্ডীতলা ইউঃ মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	১০	৭	ব্যবহার হয়
		সুন্দরপুর নিম্ন মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	১০	৮	ব্যবহার হয়
		পশ্চিম বাঁশতলী নিম্ন মাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৯	৭	ব্যবহার হয়
		বাঁশতলী মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	১০	৭	ব্যবহার হয়
		গিলাতলা বহমূখী মাঃ বিঃ	১২০-১৩০	৯	৫	ব্যবহার হয়
		গিলাতলা হাজী আরিফ বাঃবিঃ	১১০-১২০	৯	৫	ব্যবহার হয়
		গিলাতলা পলি ট্যাকনিক্যাল স্কুল	৯০-১০০	৮	৫	ব্যবহার হয়
বাইনতলা	মাধ্যমিক /বেসরকারী	বাইনতলা কাশিপুর মাঃবিঃ	১৮০-২০০	৯	২	ব্যবহার হয়
		চাকশ্রী এ বি সি মাঃবিঃ	১৮০-২০০	৯	১	ব্যবহার হয়
		বাইনতলা ইউনিয়ন মাঃবিঃ	১৮০-২০০	৯	৯	ব্যবহার হয়
		পবনতলা বালিকা বিদ্যালয়	১৮০-২০০	৯	৬	ব্যবহার হয়
		কুমলাই মাঃবিঃ	১৮০-২০০	৯	৬	ব্যবহার হয়
		সগুনা নিম্ন মাঃবিঃ	৮০-৯০	৮	৭	ব্যবহার হয়
		আমতলা নিম্ন মাঃবিঃ	৮০-৯০	৮	৭	ব্যবহার হয়
ভোজপাতিয়া	মাধ্যমিক /বেসরকারী	বেদকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০০-৩২০	১১	৬	ব্যবহার হয়
গৌরাম্ভা	মাধ্যমিক /বেসরকারী	খানজাহান আলী মাঃবিঃ	১৬০-১৭০	১০	১ নং	ব্যবহার হয়
		দিলখোলা জুনিয়র মাঃবিঃ	১৩০-১৪০	১১	২ নং	ব্যবহার হয়
		বর্ণী ছায়রাবাদ মাঃবিঃ	১৫০-১৬০	৯	৭ নং	ব্যবহার হয়
		বর্ণী ছায়রাবাদ বালিকা মাঃবিঃ	১২০-১৩০	৯	৭ নং	ব্যবহার হয়
		আদাঘাট মাঃবিঃ	১৪০-১৫০	৯	৮ নং	ব্যবহার হয়
হুড়কা	মাধ্যমিক	হুড়কা শীতানাথ মাঃবিঃ	১৬০-১৭০	৮	৮	ব্যবহার হয়

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	ঘুর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
	/বেসরকারী	শেফালিকা বালিকা নিম্ন মাঃবিঃ	১২০-১৩০	৭	৪	ব্যবহার হয়
		বিশ্বসুখ মাঃবিঃ	১৫০-১৬০	৮	৩	ব্যবহার হয়
		ভ্যাকটমারী মাঃবিঃ	১৫০-১৬০	৮	২	ব্যবহার হয়
মল্লিকেরবেড়	মাধ্যমিক /বেসরকারী	বড় সন্ন্যাসী মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	৯	৫	ব্যবহার হয়
		মল্লিকের বেড় মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	৯	১	ব্যবহার হয়
		গফুর মেমোরিয়াল নিঃ মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	৯	৭	ব্যবহার হয়
		মাদারদিয়া নিঃ মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	৯	৬	ব্যবহার হয়
		ছোট মাদারদিয়া নিঃ মাঃ বিঃ	১৫০-১৬০	৯	৯	ব্যবহার হয়
পেড়িখালী	মাধ্যমিক /বেসরকারী	পেড়িখালী মাঃবিঃ	১৫০-১৬০	৮	১	ব্যবহার হয়
		বড় কাঠালী মাঃবিঃ	১৫০-১৬০	৮	৯	ব্যবহার হয়
		ডাকরা মাঃবিঃ	১৫০-১৬০	৮	৭	ব্যবহার হয়
রাজনগর	মাধ্যমিক /বেসরকারী	বড়দুর্গাপুর নিমণমাধ্যমিকবালিকাবিদ্যালয়।	১৫০-১৬০	৮	৮	ব্যবহার হয়
		কালেকারবেড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০০-২২০	৯	৯	ব্যবহার হয়
উজলকুড়	মাধ্যমিক /বেসরকারী	উজলকুড় মাঃ বিঃ	১৬০-১৭০	৯	৬	ব্যবহার হয়
		তুলশিরাবাদ মাঃ বিঃ	১৬০-১৭০	৯	৭	ব্যবহার হয়
		চাঁদপুর শংকরণগর মাঃ বিঃ	১৬০-১৭০	৯	৫	ব্যবহার হয়
		ভূইয়ারকান্দর মাঃ বিঃ	১৬০-১৭০	৯	৪	ব্যবহার হয়
		ফয়লাহাট কামাল উদ্দিন মাঃ বিঃ	১৬০-১৭০	৯	৩	ব্যবহার হয়
		সোনাতুনিয়া জে,কে নিম্ন মাঃ বাঃ বিঃ	১১০-১২০	৭	৮	ব্যবহার হয়
		উজলকুড় নিম্ন মাঃ বাঃ বিঃ	১১০-১২০	৭	৬	ব্যবহার হয়
রামপাল	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	-	-	-	-	-
বাঁশতলী	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	বাঁশতলী পূর্ব পাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাঃ	১৫০-১৬০	৭	৮	ব্যবহার হয়
		ব্যারিস্টার ছাইদুর রহমান মহিলা মাঃ	১৫০-১৬০	৮	২	ব্যবহার হয়
		বড় হাজী বাড়ি ফোরকনিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৭	২	ব্যবহার হয়
		পূর্ব পাড়া ফোরকনিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৮	২	ব্যবহার হয়
		আশ্রয়ন কেন্দ্র ফোরকনিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৯	২	ব্যবহার হয়
		দক্ষিণ পাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৯	২	ব্যবহার হয়
		হাজী আরিফ এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৫০-১৬০		২	ব্যবহার হয়
		ফাতেমাতুজ্জোহরা (রাঃ)মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৭	৪	ব্যবহার হয়
		ইসলামাবাদ সিদ্দিকীয়া সিঃ ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৬	৩	ব্যবহার হয়
বাইনতলা	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	শরাফপুর কেরামতিয়া সিঃ মাঃ	১৫০-১৬০	৭	৯	ব্যবহার হয়
		বাইনতলা চাকশ্রী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৮	৯	ব্যবহার হয়
		বারুইপাড়া সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৮	৯	ব্যবহার হয়
		কুমলাই ছালেহা দাখিল মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	১০	৯	ব্যবহার হয়
		কুমলাই খেজুর মহল দাখিল মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	১০	৯	ব্যবহার হয়
ভোজপাতিয়া	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	-	-	-	-	-
গৌরাম্ভা	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	আবু-বক্কর সিদ্দিক আলিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	১৪	১ নং	ব্যবহার হয়
		গৌরম্ভা কওমি মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	১২	২ নং	ব্যবহার হয়
		কাপাসডাঙ্গা হাফেজিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৭	৪ নং	ব্যবহার হয়
		গ্রহণখালী হাফেজিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৭	৪ নং	ব্যবহার হয়
		প্রসাদনগর হাফেজিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৮	৫ নং	ব্যবহার হয়
		বর্ণী সায়রাবাদ হাফেজিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৭	৭ নং	ব্যবহার হয়
		আদাঘাট হাফেজিয়া মাদ্রারা	১৫০-১৬০	৭	৮ নং	ব্যবহার হয়
হুড়কা	মাদ্রাসা/বে-	চাড়াখালী ফারকানিয়া মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৪		ব্যবহার হয়

ইউনিয়ন	**স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/**	**প্রতিষ্ঠানের নাম**	**শিক্ষার্থী**	**শিক্ষক/ শিক্ষিকা**	**অবস্থান/ ওয়ার্ড**	**ঘুর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার**
	সরকারী					
মল্লিকেড়বেড়	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	মল্লিকের বেড় সিঃ ফাঃ মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৯	১	ব্যবহার হয়
		এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৯	৩	ব্যবহার হয়
		ফাজিল মাদ্রাসা	১৫০-১৬০	৯	১	ব্যবহার হয়
পেড়িখালী		-	-	-	-	-
রাজনগর		-	-	-	-	-
উজলকুড়	মাদ্রাসা/বে-সরকারী	সোনাতুনিয়া আজিজিয়া সিঃ ফাঃ মাঃ	১৫০-১৬০	১২	৮	ব্যবহার হয়
		গোবিন্দপুর এ,জে,এস ফাজিল মাদরাসা	১৫০-১৬০	১৩	১	ব্যবহার হয়
		ফয়লাহাট দাখিল মাদরাসা	১৫০-১৬০	১৪	৩	ব্যবহার হয়
		ফয়লাহাট আছিয়া মাদরাসা	১৫০-১৬০	৮	৩	ব্যবহার হয়
		সোনাতুনিয়া আজিজিয়া সিঃফাঃ মাঃ	১৫০-১৬০	১০	৫	ব্যবহার হয়
রামপাল	কলেজ/ বেসরকারী	রামপাল ডিগ্রী কলেজ	৪৫০-৫০০	১৮	৯	ব্যবহার হয়
		ভাগা সুন্দরবন মহিলা ডিগ্রী কলেজ	৫৫০-৬০০	১৮	৫	ব্যবহার হয়
বাসতলী	কলেজ/ বেসরকারী	গিলাতলা আবুল কালাম ডিগ্রী	৪০০-৪৫০	১৩	৫	ব্যবহার হয়

সংযুক্তি-২০ ইউনিয়ন ভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	মসজিদ সংখ্যা	মন্দির সংখ্যা	গীঁজা সংখ্যা	মসজিদ অবস্থান	মন্দির অবস্থান/ওয়ার্ড	গীঁজা অবস্থান
রামপাল	৪৩	১৫	-	সব ওয়ার্ডে	৩নং ওয়ার্ডে-৫টি, ১নং ওয়ার্ডে-১ টি, ৬নং ওয়ার্ডে-৩ টি, ৭নং ওয়ার্ডে-২টি, ৯নং ওয়ার্ডে-৩টি	-
বাইনতলা	৫২	৬	-	১ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৬ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-৭টি	৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৯নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৭নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮নং ওয়ার্ডে-১টি	-
বাঁশতলী	২৬	১৫	১	১ নং ওয়ার্ডে-০৬ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-০৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-০২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-০৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-০২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-০৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-০৪ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে-০২ টি	১-০১, ২-০১, ৩-০২, ৬-০১, ৯-০৪	৬ নং ওয়ার্ডে
ভোজপাতিয়া	১৭	৯	-	৩নং- ২টি, ২নং- ১টি, ১নং- ২টি, ৭নং- ১টি, ৮নং- ৩টি, ৬নং- ৩টি, ৪নং-২টি, ৫নং- ৩টি	১নং- ১টি, ৬নং- ৫টি, ৪নং-১টি, ৯নং- ১টি, ৬নং- ১টি	-
গৌরম্ভা	৪২	১১	-	১নং ওয়ার্ডে- ৩টি, ২নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৩নং ওয়ার্ডে- ৩টি, ৪নং ওয়ার্ডে- ৫টি, ৫নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৬নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৭নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৮নং ওয়ার্ডে- ৪টি, ৯নং ওয়ার্ডে- ৬টি	১নং- ৫টি, ৩নং- ২টি, ৪নং-১টি, ৮নং- ১টি, ৯নং-২টি	-
হুড়কা	৪	১৫	-	২নং- ২টি, ৩নং- ১টি, ৯নং- ১টি	১নং- ১টি, ২নং- ১টি, ৩নং-২টি, ৪নং-৫, ৬নং- ৩টি, ৭নং- ২টি, ৯নং-১	-
মল্লিকেরবেড়	৩৪	১৮	-	১নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ২নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৩নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৪নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৮নং ওয়ার্ডে ২ টি	১নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৫নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৭নং ওয়ার্ডে ১টি, ৮নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৯নং ওয়ার্ডে ৬টি	-
পেড়িখালী	৩৪	১০	-	১নং- ২টি, ২নং- ২টি, ৩নং- ৩টি, ৪নং- ৪টি, ৫নং- ৩টি, ৬নং- ৩টি, ৭নং- ৫টি, ৮নং- ৪টি, ৯নং- ৩টি	১নং- ১টি, ৩নং- ২টি, ৪নং-১টি, ৫নং- ১টি, ৭নং- ২টি, ৯নং- ৩টি,	-

ইউনিয়নের নাম	মসজিদ সংখ্যা	মন্দির সংখ্যা	গীঁজা সংখ্যা	মসজিদ অবস্থান	মন্দির অবস্থান/ওয়ার্ড	গীঁজা অবস্থান
রাজনগর	১৪	১৬	-	১ নং-২টি, ২ নং-২টি, ৩ নং-4টি, ৪ নং-২টি, ৬ নং-২টি, ৯ নং-৩টি	৮নং-২ টা, ৭ নং-টা, ৫নং টা, ৯নং-২টা, ৬ নং-৬ টা	-
উজলকুড়	৭১	৬	৫	১ হতে ৯ পর্যন্ত	-	৭নং-১টা,৫নং-১টা,৬নং-৩টা
মোট	৩৩৭	৭৩	৪			

সংযুক্তি-২১: ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাহর পরিসংখ্যান

ঈদগাহ				
ইউনিয়নের নাম	ঈদগাহ সংখ্যা	ঈদগাহ নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যায় আ: কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
রামপাল	৩	সার্বজনীন	১নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-০১ টি	ব্যবহার হয়
বাইনতলা	৪	সার্বজনীন	৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৬ নং ওয়ার্ডে-০১ টি	ব্যবহার হয়
বাঁশতলী	৫	সার্বজনীন	১ নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৮ নং ওয়ার্ডে-০২ টি	ব্যবহার হয়
ভোজপাতিয়া	৫	সার্বজনীন	১ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৭ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৮ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৯ নং ওয়ার্ডে-০১ টি	ব্যবহার হয়
গৌরম্ভা	১৪	সার্বজনীন	১ নং ওয়ার্ডে-০২ টি,২ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,4 নং ওয়ার্ডে-০২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-০২ টি,৬ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৭ নং ওয়ার্ডে-০২ টি,৮ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৯ নং ওয়ার্ডে-০২ টি	ব্যবহার হয়
হুড়কা	১	সার্বজনীন	৯ নং ওয়ার্ডে-০১ টি	ব্যবহার হয়
মল্লিকেরবেড়	১	সার্বজনীন	১ নং ওয়ার্ডে-০২ টি	ব্যবহার হয়
পেড়িখালী	৭	সার্বজনীন	১নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৫ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৭ নং ওয়ার্ডে-০২ টি,৮ নং ওয়ার্ডে-০১,৯ নং ওয়ার্ডে-০১	ব্যবহার হয়
রাজনগর	৫	সার্বজনীন	২ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৭ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৯ নং ওয়ার্ডে-০২ টি	ব্যবহার হয়
উজলকুড়	৬	সার্বজনীন	১নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৩ নং ওয়ার্ডে-০১ টি,৫ নং ওয়ার্ডে-০১ টি, ,৮ নং ওয়ার্ডে-০১,৯ নং ওয়ার্ডে-০১	ব্যবহার হয়
মোট	**৫১**			

সংযুক্তি-২২: ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা / হাসপাতালের পরিসংখ্যান

স্বাস্থ্য সেবা / হাসপাতাল					
ইউনিয়নের নাম	স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	ডাক্তার সংখ্যা	নার্স সংখ্যা /কর্মচারী
রামপাল	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৪	৫	৫
		উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৯		-
		শ্রীফলতলা কমিউনিটি কিঃ	৭	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		ভাগা কমিউনিটি কিঃ	৫	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		কাদিরখোলা কমিউনিটি কিঃ	২	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
বাইনতলা	৪	আলিপুর কমিউনিটি	২	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		কুমলে কমিউনিটি	৬	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		বারইপাড়া কমিউনিটি	৯	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		চাকশী স্বাস্থ্য কেন্দ	১	১	১
বাঁশতলী	৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চন্ডিতলা কমিউনিটি কিঃ, বাশঁতলী কমিউনিটি ক্লিঃ	৫, ৩, ৮	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
ভোজপাতিয়া	১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র		উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
গৌরম্ভা	৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		কাপাসডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৪	১	৩

স্বাস্থ্য সেবা / হাসপাতাল					
ইউনিয়নের নাম	স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	ডাক্তার সংখ্যা	নার্স সংখ্যা /কর্মচারী
		চিত্রা সোনাকুড় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৯	১	৩
		প্রসাদনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৫	১	৩
হুড়কা	৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৫	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	-
		হুড়কা কমিউনিটি ক্লিনিক	৪	পঃপঃপঃ- ১	২
		বেলাই কিমিউনিটি ক্লিনিক	১	পঃপঃপঃ- ১	২
মল্লিকেরবেড়	৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র	২	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	৩
		বড় সন্নাসী কমিউনিটি ক্লিনিক	৮	পঃপঃপঃ- ১	১
		মাদার দিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	৬	পঃপঃপঃ- ১	১
পেড়িখালী	৩	ইউ.পি. স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	২
		শিঙ্গাড়বুনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	৪	পঃপঃপঃ- ১	-
		বড় কাঠালী	৯	পঃপঃপঃ- ১	-
রাজনগর	৩	রাজনগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	৯	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	৪
		কালিকাপ্রসাদ কমিউনিটি ক্লিনিক	৩	পঃপঃপঃ- ১	১
		গোলাবেলাই কমিউনিটি ক্লিনিক	৭	পঃপঃপঃ- ১	১
উজলকুড়	৫	ফয়লা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	৫
		গোবিন্দপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	১	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	১
		চাদপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	৫	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	১
		উজলকুড় কমিউনিটি ক্লিনিক	৬	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	১
		কদমদী কমিউনিটি ক্লিনিক	৯	উপঃ-সঃকঃমেঃ- ১	১
মোট	৩১			১৪ জন	৩০

সংযুক্তি-২৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের পরিসংখ্যান

ব্যাংক				
ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	সার্ভিসের ধরন
রামপাল সদর	২	সোনালী ও কৃষি ব্যাংক	-	টাকা লেনদেন, ডিপোজিট, সঞ্চয় পত্র, কৃষি লোন, ব্যাবসায় লোন ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে।
বাইনতলা	১	কৃষি ব্যাংক	-	
বাঁশতলী	১	গিলাতলা সোনালী ব্যাংক	-	
ভোজপাতিয়া	-	-	-	
গৌরম্ভা	১	সোনালী ব্যাংক	১	
হুড়কা			-	
মল্লিকেরবেড়	-	-	-	
পেড়িখালী	-	-	-	
রাজনগর	-	-	-	
উজলকুড়	১	জনতা ব্যাংক	-	
মোট	**৬**			

সংযুক্তি-২৪: ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	সার্ভিসের ধরন
রামপাল	৪	রামপাল পোষ্ট অফিস	৯	মোবাইল মানি অর্ডার ,চিঠি প্রদান,ষ্টাম্প বিক্রয়,ডিপিএস,পোষ্টল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে।
		ঝনঝনিয়া পোষ্ট অফিস	৪	
		ভাগা পোষ্ট অফিস	৫	
		পিপুল বুনিয়া পোষ্ট অফিস	৩	
বাইনতলা	৩	সাকসী ব্রিজ পোষ্ট অফিস	১	
		খেজুর মহল পোষ্ট অফিস	৬	
		বাইনতলা পোষ্ট অফিস	২	

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	সার্ভিসের ধরন
বাঁশতলী	৩	ইসলামাবাদ পোষ্ট অফিস	২	
		বাসতলী পোষ্ট অফিস	৮	
		গিলাতলা পোষ্ট অফিস	৫	
ভোজপাতিয়া	১	ভোজপাতিয়া পোষ্ট অফিস	১	
গৌরম্ভা	১	গৌরম্ভা পোষ্ট অফিস	১	
হুড়কা	১	ভ্যকটমারি পোষ্ট অফিস	২	
মল্লিকেরবেড়	৩	বড় সন্নাসী	৪	
		ছোট সন্নাসী	৯	
		মল্লিকের বেড়	১	
পেড়িখালী	২	পেড়িখালী	১	
		বড় কাঠালী	৯	
রাজনগর	১	কালেখার বেড় পোষ্ট অফিস	৬	
উজলকুড়	৫	ফয়লার হাট	৩	
		ভুইয়ারকান্দর	৪	
		বাবুরহাট	৬	
		সোনাতুনিয়া	৮	
		ভরসাপুর	৭	
মোট	**২৩**			

সংযুক্তি-২৫: ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র পরিসংখ্যান

ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র				
ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	কি কাজে সহায়তা করে (সমাজসেবা/উন্নয়ন মুলক)
রামপাল	২	ঝনঝনিয়া নবারুন যুব সংঘ	৪	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		রামপাল ক্রিড়াচক্র	৯	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
বাইনতলা	২	ক্রিড়া সংগঠন	৯	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
বাঁশতলী	৬	বাঁশতলী ক্রীড়া সংগঠন, গিলাতলা ক্রীড়া সংগঠন-২, তালবুনিয় ক্রীড়া সংগঠন, ইসলামাবাদ ক্রীড়া সংগঠন, সুন্দরপুর ক্রীড়া সংগঠন	৮, ৫, ৪, ১, ২, ৬	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
ভোজপাতিয়া	নাই	-	-	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
গৌরম্ভা	৭	ক্রীড়া সংগঠন ৩টি	৩	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		সাংস্কৃতিক সংগঠন ২টি	৫	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		পেশাজীবি সংগঠন ২টি	৭	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
হুড়কা				
মল্লিকেরবেড়	২	বড় সন্নাসী উত্তর পাড়া আইপিএম ক্লাব	৪	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		ছোট সন্ন্যাশী প্রভাতী যুব সমবায় সমিতি	১	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
পেড়িখালী	২	পেড়িখালী দিশারী যুব গোষ্টি	১	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		বড় কাঠালী শেখ রাসেল সৃতি সংঘ	৯	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
রাজনগর	৬	ক্রীড়া সংগঠন- ২ টি	-	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		সংস্কৃতি সংগঠন- ৪ টি	-	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
		পেশাজীবি সংগঠন-২	-	সেবামূলক সহায়তা করে থাকে
উজলকুড়	নাই	-	-	-
মোট	**২৭**			

সংযুক্তি-২৬ : ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলার মাঠের পরিসংখ্যান

খেলার মাঠ				
ইউনিয়নের নাম	**সংখ্যা**	**নাম**	**অবস্থান/ওয়ার্ড**	**দুর্যোগের সময় কাজে লাগে**
রামপাল	৫	রামপাল কলেজ মাঠ	৯	মাঠ গুলো নিচু হওয়ায় দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে না
		শ্রীফলতলা মাঃ বিঃ মাঠ	৮	
		ঝনঝনিয়া মাঃ বিঃ মাঠ	৪	
		কাদিরখোলা মাঃ বিঃ মাঠ	২	
		জয়নগর মাঃ বিঃ মাঠ	৩	
বাইনতলা	৫	তেলিখালী স্কুল মাঠ	৯	
		কুমলে স্কুল মাঠ	৬	
		সগুনা স্কুল মাঠ	৯	
		কাশিপুর স্কুল মাঠ	২	
		সোলাকুড়ি স্কুল মাঠ	৪	
বাঁশতলী	৪	গলাতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৫	
		বাঁশতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৮	
		গিলাতলা আবদুল্লা কলেজ মাঠ	৫	
		তালবুনিয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ মাঠ	১	
ভোজপাতিয়া	১	বেতকাটা ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৬	
গৌরম্ভা	৪	খানজাহান আলী স. প্রা. বিঃ মাঠ	১	
		বর্ণী সায়রাবাদ মা. বি. মাঠ	৭	
		আদাঘাট স. প্রা. বিদ্যালয় মাঠ	৮	
		দিলখোলা জুনিয়র মা. বি. মাঠ	২	
হুড়কা	২	হুড়কা শীতানাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৯	
		ভ্যাকটমারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ	১	
মল্লিকেরবেড়	৪	বড় সন্ন্যাসী মাঃ বিঃ মাঠ	৫	
		মল্লিকের বেড় মাঃ বিঃ মাঠ	১	
		ছোট সন্ন্যাসী নিঃ মাঃ বিঃ মাঠ	৯	
		মল্লিকের বেড় মাদ্রাসা মাঠ	১	
পেড়িখালী	৫	পেড়িখালী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	১	
		ফুলপুকুরিয়া সরকারী প্রাথমির বিদ্যালয় মাঠ	৩	
		শিকিরডাঙ্গা আশ্রয়ন মাঠ	২	
		বড় কাঠালী স্কুল মাঠ	৯	
		ডাকরা স্কুল মাঠ	৭	
রাজনগর	১	কালেখার বেড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬	
উজলকুড়	৫	উজলকুড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬	
		তুলসিরাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭	
		ভুহয়ারকান্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪	
		ফয়লারহাট কামালউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩নং	৩	
		গোবিন্দপুর এ জি এস মাদ্রাসা ১ নং	১	
মোট	৩৬			

সংযুক্তি-২৭: ইউনিয়ন ভিত্তিক যোগাযোগ ও পরিবহনের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ভ্যান সংখ্যা	মোটর সংখ্যা	অন্যান্য	নৌকা	ট্রলার
রামপাল	১৩০	১৪০	৬৫	৩৫	৩০
বাইনতলা	১০৫	১৫০	৮৫	২৫	৪০
বাঁশতলী	১০০	১৪৫	৯০	২৫	৩৫
ভোজপাতিয়া	৯০	১৩৫	৯০	৩০	৩২
গৌরম্ভা	৮৫	১৪০	৯৫	২৫	৪৫
হুড়কা	৯০	১৩৫	৮৫	৪০	৩০

ইউনিয়নের নাম	ভ্যান সংখ্যা	মোটর সংখ্যা	অন্যান্য	নৌকা	ট্রলার
মল্লিকেরবেড়	৮৫	১২৫	৭৫	৩৫	৩৫
উজলকুড়ূ	৯৫	১৩০	৭৫	২৫	৩০
পেড়িখালী	১২৫	১৩৫	৭০	৩০	৩৫
রাজনগর	১০৫	১৩০	৮০	২৫	৩০
মোট	**১০১০**	**১৩৬৫**	**৮১০**	**২৯৫**	**৩৪২**

সংযুক্তি-২৮: এনজিওর পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	এনজিওর নাম ও প্রকল্পের কর্মকর্তা	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	মন্তব্য
১	কারিতাস হারুন গাজী ০১৭২০-০০২৮৬৭	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	১৬০০-১৭০০ ১৬০০-১৭০০ ৫০০-৭০০	৭	চলমান	ওয়ার্ড ভিত্তিক দলীয় ভাবে সদস্য আছে। ডিপিকো এফভিআরআর এর কাজ করা হয়। রিলিফের সকল প্রকার কাগজপত্র আমাদের হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের কাছে কোন ডকুমেন্টস্ থাকে না।
২	কোডেক জাকির হোসেন ০১১৯৯-৪৪৪৪৮৪	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	১৭০০-১৮০০ ২০০-৩০০ ৪০০-৫০০	১	২০০৯-২০১৫	২০০৯ এর মার্চ মাস হতে ২০১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প আছে সিডরের সময় অনেক সহায়তা করে। এইচ ই এস এস প্রকল্পের জন্য কাজ করছি
৩	ঢাকা আহসানিয়া মিশন জিএম মিরাজুল ইসলাম ০১৭৪০-০৩৬৮৯৬	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	২০০০-২২০০ ৫০০-৭০০ ৫০০-৭০০	১	২০১৭ সাল পর্যন্ত	আইএফএলএস, সিএমডি,২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্প আছে , ডিএমপির জন্য ইউনিট আছে এছাড়াও অনেক কাজ করে থাকেন
৪	আরআরএফ মিন্টু ০১৭৪০-০৩৬৮৯৬	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	৫০০-৭০০ ৫০০-৭০০ নেয়	বর্তমানে নাই	-	বিনা সূদে ঋণ দেওয়া হয় ঝুঁকি হ্রাসের জন্য।
৫	কোস্টাল ডেভলপমেন্ট পার্টনারশিপ এসএম ইকবাল হোসেন ০১৮১৯-৯০৯৭২৪	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ (খ) ঝুঁকি হ্রাস (গ) রিলিফ	১৬০০-১৭০০ কাজ করে ৩০০-৪০০ ৫০০-৬০০	১	২০১০-২০১৭	সিডিপি গ্রুপ পর্যায়ে রিলিফের জন্য সাপোর্ট দেয়।
৬	আশা এনামুল হক ০১৭৩০-০৮৪৫০৯	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস	১০০০-১২০০	নাই	-	প্রতি মাসে দলীয় ভাবে এজেন্ডা ভিত্তিক কাজ করা হয়। দূর্যোগ কালীন সময়ে এবং ঝুঁকি হ্রাসের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়
৭	গ্রামীন ব্যাংক মো: আলতাফ হোসেন ০১৭১৩-৯১০৫১	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস	১৬০০-১৭০০	নাই	-	মার্চ ও এপ্রিল মাসে কেন্দ্রের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কাজ করে, ওই সময়ে দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ে উপর প্রধান্য দেয়। প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি স্বাপেক্ষে সামান্য কিছু রিলিফের কাজ করে
৮	নবলোক পল্লোব রায় ০১৭১৬-৭৭৯২৫০	(ক) সচেতনতা (খ) ঝুঁকি হ্রাস	২০০০-২২০০	১	২০১৫ সাল পর্যন্ত	২০০৪ সাল হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর কাজ করছে যখন দুর্যোগ হয় তখন রিলিফ দেয় কোন প্রকল্প নাই

সংযুক্তি-২৯: ইউনিয়ন ভিত্তিক বন ও বনায়ন পরিসংখ্যান

বন ও বনায়ন					
ইউনিয়নের নাম	**বনায়নের নাম**	**কত এলাকা জুড়ে**	**কিকি গাছ আছে**	**অবস্থান/ওয়ার্ড**	**উদ্যাগতা (সরকার, এনজিও, ব্যাক্তিগত)**
গৌরম্ভা	ইউনিয়ন পরিষদ হতে বাবুরহাট	২.৫	শিশু, বাবলা, শিরিস ইত্যাদি		সরকার
হুড়কা	-	-	-	-	-
মল্লিকেরবেড়	সিউলি বাড়ি হতে আড়ুয়াকন্দি	২	শিশু, বাবলা, শিরিস ইত্যাদি		সরকার
	আউলিয়া বাজার হতে বেতবুনিয়া	৫	শিশু, বাবলা, শিরিস ইত্যাদি		সরকার
রামপাল	-	-	-	-	-
বাইনতলা	-	-	-	-	-
বাঁশতলী	-	-	-	-	-
ভোজপাতিয়া	-	-	-	-	-
পেড়িখালী	-	-	-	-	-
রাজনগর	দীঘীর পাড় হতে বুজবুনিয়া বাজার পর্যন্ত	৩	ইপিলইপিল, নিম, শিশু, অর্জুন, সিরিশ		সরকার
	দীঘীর দক্ষিণ পূর্ব হতে গোনাবেলাই খেয়াঘাট পর্যন্ত	২	ইপিলইপিল, নিম, শিশু, অর্জুন, সিরিশ		সরকার
উজলকুড়	-	-	-	-	-
মোট		**১৪.৫**			

সংযুক্তি-৩০ ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ও ভূমির ব্যবহারের পরিসংখ্যান

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার							
ইউনিয়নের নাম	**মোট জমির পরিমান হেঃ**	**আবাদী জমি হেঃ**	**অনাবাদী জমি হেঃ**	**১ ফসলী জমি হেঃ**	**২ ফসলী জমি হেঃ**	**৩ ফসলী জমি হেঃ**	**বসতি জমি হেঃ**
রামপাল	৩৫৩৮	২৫১১		২৩৫৫	১৩০	২৭	১৪৩
বাইনতলা	১৩২৮	৯৪২		৮৮৩	৪৯	১০	৮১
বাঁশতলী	২০৫৫	১৪৫৯		১৩৬৭	৭৫	১৬	১০৫
ভোজপাতিয়া	১০০৫	৭১৩		৬৬৮	৩৭	৮	৫১
গৌরম্ভা	৩৩৪০	২৩৭১		২২২৩	১২৩	২৫	১১৩
হুড়কা	১৭৬৬	১২৫৩		১১৭৫	৬৫	১৩	৮৮
মল্লিকেরবেড়	২৭০১	১৯১৭		১৭৯৭	৯৯	২১	১১৪
পেড়িখালী	৫২৫০	৩৭২৭		৩৪৯৪	১৯৩	৮০	১৮০
রাজনগর	৩০১৮	২১৪২		২০০৮	১১৩	২৩	১৩৪
উজলকুড়	৩১৩৫	২২২৫		২০৮৬	১১৬	২৪	১৫১
মোট	**২৭৬৪৪**	**২০৮৬১**	**৬২৩৭**	**১৮১০০**	**১০০০**	**২০৬**	**১১৬০**

সংযুক্তি-৩১: ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান

কৃষি ও খাদ্য				
ইউনিয়নের নাম	**প্রধান ফসল (কৃষি)**	**উৎপাদনের পরিসংখ্যান (কৃষি) মেঃ**	**মৎস্য**	**উৎপাদনের পরিসংখ্যান (মৎস্য) মেঃ**
রামপাল	ধান, সবজি	২৪২৭	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৫৯৭.৭৫
বাইনতলা	ধান, সবজি	৯১০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৪৬০.৮৫
বাঁশতলী	ধান, সবজি	১৪১০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৪৫৮.৪৭

ভোজপাতিয়া	ধান, সবজি	৬৯০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৪৮৪.০৯
গৌরম্ভা	ধান, সবজি	২২৯০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৪২১.৭১
হুড়কা	ধান, সবজি	১২১১	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৩৪৭.৮৯
মল্লিকেরবেড়	ধান, সবজি	১৮৫৩	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৩৯৭.২৫
পেড়িখালী	ধান, সবজি	৩৬০০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৬৭৯.৯৬
রাজনগর	ধান, সবজি	২০৭০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৪৯৭.৪৫
উজলকুড়	ধান, সবজি	২১৫০	চিংড়ি ও সাদা মাছ	৪৫৪.৭৯
মোট		**১৮৬১১**		**৪৮৭২.২৬**

সংযুক্তি-৩২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পশু সম্পদের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ধরণ অনুযায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা					
	গরু	ছাগল	মহিষ	মুরগি-হাঁস	ভেড়া	মোট
রামপাল	৪৯৯০	২৪০৩	৪৩৪	৪৩৫৫৮	২৭৫	
বাইনতলা	৬০৯৭	২৬২৫	৩১৭	৫৪৫৭৯	২৯৫	
বাঁশতলী	৪৮১১	১৫৮৪	২২৩	৩৩৫২৭	৩১৯	
ভোজপাতিয়া	২৬২০	১২৬৭	২৬৭	৩০৩৮৩	১২৮	
গৌরম্ভা	৪৩৯৩	১৬২৪	৪৩৩	৩৪৭৯৩	১০৭	
হুড়কা	২৪৩৪	১১৪৫	২৫৯	২০৫৪২	১১৮	
মল্লিকেরবেড়	৩৯১০	১৮৪৩	৫৭১	৩০২০৫	২৪৭	
পেড়িখালী	৩৪৭৪	১৬৭১	২৭৬	৩১৬৪১	২৯১	
রাজনগর	৩৮২৫	১০৮৬	৩১৭	২৩৪৫০	১৩২	
উজলকুড়	৫৭৫৫	২২৭৫	৩১৪	৪৯৫১০	২৭৪	
মোট	৪১৩০৯	১৭৫২৩	৩৪১১	৩৫২৩৯৮	২১৮৬	

সংযুক্তি-৩৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক নদীর পরিসংখ্যান

নদী					
ইউনিয়নের নাম	**নদীর নাম**	**প্রবাহের দিক**	**উপকার**	**অপকার**	**নিভরশীল জনসংখ্যা**
রামপাল	দাউদখালী নদী	৬,৫,৭,৮,৯	মাৎস্য আহরন, সেচ কার্য, নদী যোগাযোগ ইত্যাদি।	বন্যা	৬০.০০%
	ইছামতি নদী	৩		বন্যা	
	বেলাই নদী	৬,৩		বন্যা	
	বগুড়া নদী	৯,৬,৪		বন্যা	
বাইনতলা	বিসনা	১,২,৩		বন্যা	
বাঁশতলী	শ্রীফল তলা নদী/দাউদকান্দি	১		বন্যা	
	বিসনা নদী	৬		বন্যা	
	কুমার খালী নদী	২,৪,৮,৯		বন্যা	
ভোজপাতিয়া	নাই	-		বন্যা	
গৌরম্ভা	পশুরনদী	উত্তর দিকে		বন্যা	
	ভোলা নদী	পশ্চিম হতে দক্ষিন		বন্যা	
হুড়কা	মোংলা নদী	৪,৫,৭,৯ পূর্ব		বন্যা	
	বগুড়া নদী	১,২,৬ উত্তর		বন্যা	
মল্লিকেরবেড়	ছবাক নদী	পূব-উত্তর-পশ্চিম		বন্যা	
	ঘোসিয়াকাটা	দক্ষিন		বন্যা	
পেড়িখালী	কুমারখালী	উত্তর		বন্যা	
	মোংলা নদী	উত্তর, পশ্চিম		বন্যা	
রাজনগর	ইছামতি	উত্তর পূর্ব হয়ে দক্ষিনে		বন্যা	
	মইদাড়া	পশ্চিম-দক্ষিন		বন্যা	
উজলকুড়	ভোলা নদী	৩, ৯, ৬, ৭		বন্যা	
মোট =১৪					

সংযুক্তি-৩৪: ইউনিয়ন ভিত্তিক খালের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান (ওয়ার্ড)	বর্তমান অবস্থা
রামপাল	১০	ওড়াবুনিয়ার খাল	১, ২	শুকিয়ে ধিরে ধিরে মরা খালে পরিনত হচ্ছে
		রামপাল খাল	১-৭	
		কাকড়াবুনিয়ার খাল	৩, ৪, ৫	
		নলবুনিয়ার খাল	৭, ৮, ৯	
		ন্যালার খাল	৫, ৬, ৭, ৮	
		বেতকাটা খাল	১, ২, ৩, ৪, ৫	
		বয়ার খাল	২,৩	
		তেতুলিয়া খাল	৮, ৯	
		বাশবাড়িয়া খাল	৫, ৬, ৭	
		জোড়পুকুরিয়া খাল	৫, ৬	
বাইনতলা	৩	গিলাতলা	২	
		একব্বার	৬, ৭	
		চাকশী	৩, ৪, ৫	
বাঁশতলী	নাই	-	-	
ভোজপাতিয়া	১	পুটিমারী খাল	১ ও ৬	
গৌরম্ভা	৩	দোয়ানিয়ার খাল	৬	
		বর্ণী খাল	৭	
		মুরুলীয়ার খাল	৪	
হুড়কা	৯	পুকুরিয়া খাল	৬	
		বেলাই খাল	২	
		কাটাখালী খাল	৮	
		চদরা খাল	৯	
		নলবুনিয়া খাল	৭	
		ভ্যাকটমারী খাল	১	
		গাজীখালী খাল	৩	
		মুছাআলী খাল	৫	
		হুগলাবুনিয়া খাল	৫	
মল্লিকেরবেড়	৬	পুটিমারী	২	
		হেতালমারী	৯	
		বড়বাইজুরা	৯	
		ছোট বাইজুরা	৯	
		টঙ্গীর খাল	৪	
		মাধব ম্রিধার কাটা	২	
পেড়িখালী	৯	মাদারতলা	৬, ৮, ৯	
		পুটিমারী	১, ৩, ৪, ৬	
		আমতলা	১, ২	
		চামারখালী	৫, ৬	
		বুধর খাল	১, ৩	
		মুচিখালী	৫	
		ভোগের খাল	৪	
		দোয়ানির খাল	৬	
		কাটা খাল	৮, ৯	
রাজনগর	৯	সলিতাখালী খাল	১	
		মেড়ার খাল	৯	
		গড়ের খাল	৬	
		ভেকটমারীর খাল	১	
		কুচিমার খাল	৯ ও ৩	

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান (ওয়ার্ড)	বর্তমান অবস্থা
		রায় মশায়ের খাল	৯	
		ছোট গড়ের খাল	৯	
		হাস গলার খাল	৯	
		চেড়ি বুনিয়ার খাল	৯	
মোট	**৫০**			

সংযুক্তি-৩৫ : ইউনিয়ন ভিত্তিক মৎস্য ঘের ও পুকুরের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	**ঘের সংখ্যা**		**পুকুর সংখ্যা**
	গলদা	**বাগদা**	
রামপাল	৭৫	৮৬০	৮২৯
পেড়িখালী	৫২	৭৪০	৭৫২
গৌরম্ভা	১০১	৪৪০	৬২৩
হুড়কা	৩৫	৩৬০	৪০০
রাজনগর	৪৯	৬৫০	৯১৩
উজলকুড়	৫১৫	২৩০	৮৩৩
বাইনতলা	৭৬	৪৬৫	৬২৫
বাঁশতলী	৮৭	৪২০	৭২২
মল্লিকের বেড়	১৭৫	১৩০	৪৩২
ভোজপাতিয়া	৭৮	৫৭০	৮৭২
মোট	**১২২৫**	**৪৮৬৫**	**৭০০২**

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদ, উপজেলা শিক্ষা, কৃষি, পশু সম্পদ বিভাগ, পিআইও অফিস, সিপিসি এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

সংযুক্তি-৩৬: “উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নে বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে অবহিতকরন সভা

উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে কে আই আই (KII)

উপজেলা বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাথে কে আই আই (KII)

ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে কে আই আই (KII)

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে কে আই আই (KII)

ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে কে আই আই (KII)

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে এফজিডি (FGD)

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে এফজিডি (FGD)

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশগ্রহনমূলক ম্যাপিং

ইউডিএমসি সদস্যদের সাথে দলীয় আলোচনা

ইউডিএমসি সদস্যদের উপস্থিতিতে আপদকালীর পরিকল্পনা প্রনয়ন

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে চুড়ান্ত কর্মশালা

সংযুক্তি-৩৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে চূড়ান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতির তালিকা

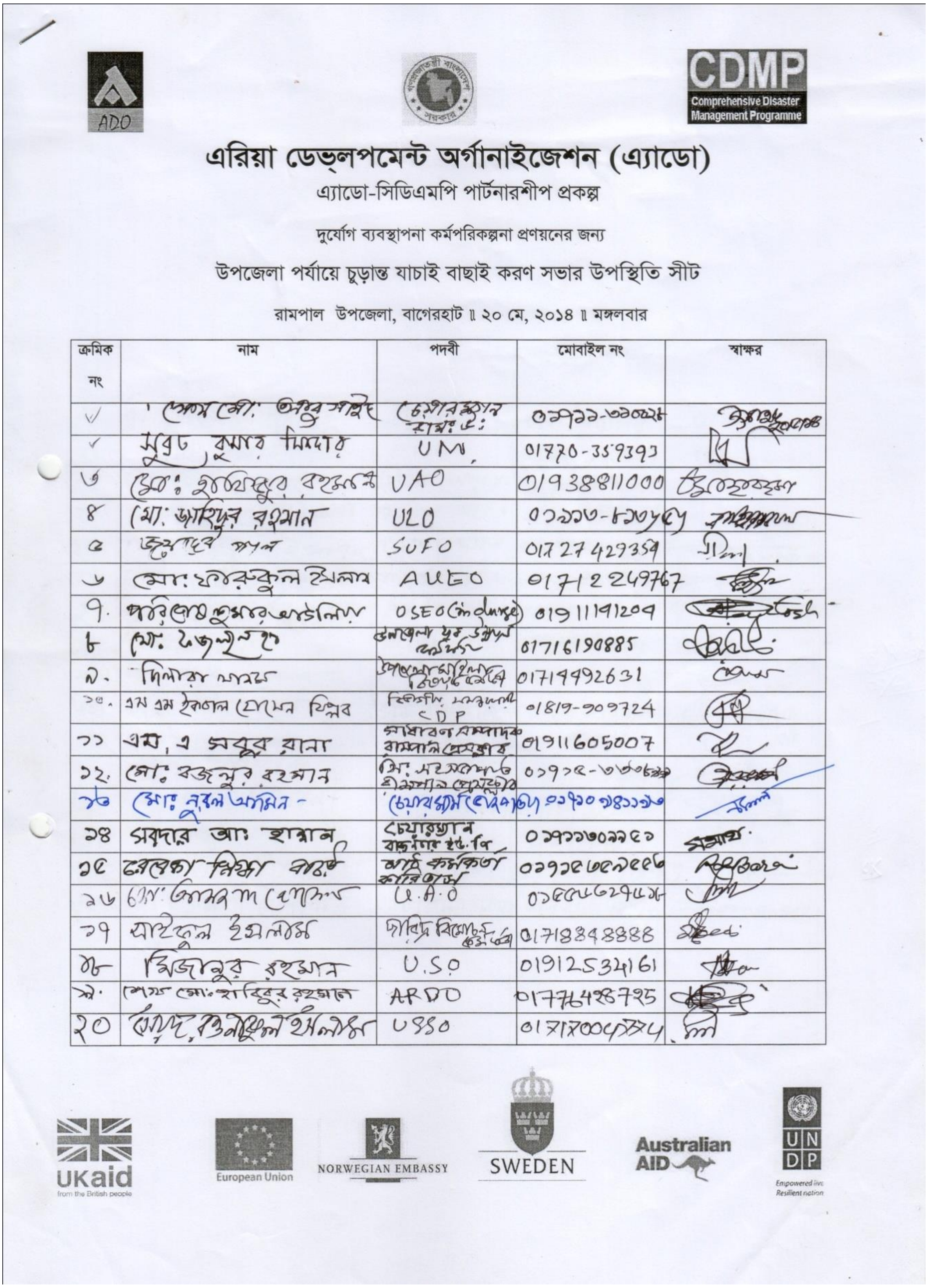

ADO

CDMP
Comprehensive Disaster Management Programme

এরিয়া ডেভ্‌লপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

এ্যাডো-সিডিএমপি পার্টনারশীপ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য

উপজেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করণ সভার উপস্থিতি সীট

রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট ॥ ২০ মে, ২০১৪ ॥ মঙ্গলবার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
✓	শেখ মো: আবু সাঈদ	চেয়ারম্যান রামপাল উ:	০১৭১১-৩১০০২৮	
✓	সুব্রত কুমার সিকদার	UM	01770-359393	
৩	মো: মুজিবুর রহমান	UAO	01938811000	
৪	মো: জাহিদুর রহমান	ULO	০১৯১৩-৮১৩৬৫৫	
৫	জুনায়েদ পলাশ	SUFO	01727427359	
৬	মো: ফারুকুল ইসলাম	AUEO	01712249767	
৭.	পরিতোষ কুমার [illegible]	OSEO (in charge)	01911141204	
৮	মো: ফজলুল হক	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	01716190885	
৯.	দিলারা খানম	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	01714492631	
১০.	এম এম ইকবাল হোসেন বিপ্লব	সিপিপি, সমন্বয়কারী CDP	01819-909724	
১১	এম, এ সবুর রানা	সাধারণ সম্পাদক রামপাল প্রেসক্লাব	01911605007	
১২.	মো: বজলুর রহমান	সি: সহসভাপতি রামপাল প্রেসক্লাব	০১৭১৫-৩৬৩৬[illegible]	
১৩	মো: নুরুল আমিন -	চেয়ারম্যান (গৌরম্ভা)	০১৭১০ ৭৪৩১১৭৩	
১৪	সরদার আ: হান্নান	চেয়ারম্যান বাঁশতলী ইউ.পি	০১৭১১৭০১১৫১	
১৫	রেবেকা সিদ্দিকা বারী	মাঠ কর্মকর্তা কারিতাস	০১৭১৫৩৫৯৫৫৬	
১৬	মো: আমজাদ হোসেন	U.A.O	০১৫৫৬৬২৭৫৬৮	
১৭	সাইফুল ইসলাম	দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা	01718848888	
১৮	মিজানুর রহমান	U.S.O	01912534161	
১৯.	শেখ মো: হাবিবুর রহমান	ARDO	01776498725	
২০	সৈয়দ, রফিকুল ইসলাম	USSO	01717004574	

UKaid
from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian AID

UNDP
Empowered lives. Resilient nations.

এরিয়া ডেভ্লপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

এ্যাডো-সিডিএমপি পার্টনারশীপ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য

উপজেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করণ সভার উপস্থিতি সীট

রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট ॥ ২০ মে, ২০১৪ ॥ মঙ্গলবার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
২১	[illegible] আব্দুল জব্বার	[illegible]	01719709077	
২২	স্বপন কুমার [illegible]	P.I.O	01711450814	
২৩	শেখ [illegible] হোসেন	ভাইস চেয়ারম্যান	01711 348554	
২৪,	[illegible] হোসনেয়ারা মিলি	মহিলা ভাইস "	01724-336034	
২৫.	মো: রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	০১৭১১-০১৩০৫৮	২০.০৫.১৪
২৬	মোতাহার হোসেন মল্লিক	সাংবাদিক	০১৮২৩-৪২৯৪৯৮	
২৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] হোসেন
২৮	নির্মল কুমার [illegible]	[illegible]	[illegible]	
২৯।	তপন কুমার পোদ্দার —	চেয়ারম্যান [illegible]	01971-854348	২০.০৫.১৪
৩০।	কাজী দাউদ হোসেন	ওসি রামপাল থানা	[illegible]	২০.০৫.১৪
৩১	মোঃ [illegible]	অফিস সহায়ক	01719-503104	২০.০৫.১৪
৩২	অমর কৃষ্ণ [illegible]	উপজেলা [illegible], রামপাল	0193269905	২০.০৫.১৪
৩৩	মো: [illegible] সরকারী	খাদ্য [illegible]	01710752003	20.05.14
৩৪	[illegible] আলম খান	চেয়ারম্যান [illegible]	01724714895	
৩৫	[illegible], মো: [illegible]	[illegible]	01725178079	
৩৬.	তপন কুমার বেপারী	ইউপি সচিব, রামপাল	01726572394	Tapan 20.5.14